Tarka Sangraha

তর্কসংগ্রহঃ

Srimad Annambhattopadyaya virachita

শ্রীমদ্ অন্নম্ভট্টোপাধ্যায় বিরচিতঃ।

মূল, অনুবাদ, বিশদব্যাখ্যা এবং
ভাষাপরিচ্ছেদ সহিত।

ব্যাপ্তিপঞ্চক, তর্কামৃত, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক,
বেদান্তদর্শন, অদ্বৈতসিদ্ধি ও চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থের
সম্পাদক এবং "আচার্য্য শঙ্কর ও
রামানুজ" প্রণেতা

edited by

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

Pandit Sri Rajendranath Gosh

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

৬নং পাশিবাগান লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Publisher: Srijut Kshetrapal Gosh, Kolkata

কলিকাতা।

1932

শকাব্দ ১৮৫৪, সাল ১৩৩৯,

খৃষ্টাব্দ ১৯৩২।

[সর্ব্বস্বত্বস্বায়ত্তীকৃত]

[মূল্য—১৲টাকা]

B
181·43
ANN/GOS

৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা,
কমার্সিয়াল গেজেট প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ লাহিড়ী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—:*:—

CALL NO. ....
ACC. NO. 28867

নিবেদন।

ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় না, অন্যশাস্ত্রমধ্যেও প্রবেশাধিকার জন্মে না। এমন কি, অভ্রান্তভাবে চিন্তা করিতে, সঙ্গতভাবে রচনা করিতে, যুক্তিযুক্তভাবে বাক্যালাপ করিতে, অথবা সাবধানতাসহকারে লোকব্যবহারও করিতে পারা যায় না।

পূর্ব্বকালে পাণ্ডিত্যলাভের অভিলাষী হইয়া বাল্যকাল হইতেই পিতা মাতা গুরুজন বালকগণকে ইহার শিক্ষাপ্রদান করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এই পথ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইহার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থখানি প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে যেমন উপযোগী, এমন আর এ জাতীয় অন্য পুস্তক নহে। ইহার টীকাটীপ্পনী ও টীকার টীকা প্রভৃতি বহু আছে। সেই সব গ্রন্থাদিসহিত ইহা পাঠ করিতে পারিলে ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ হয়। কিন্তু মূলমাত্র অগ্রে পাঠ না করিয়া টীকাদি-সহ পাঠ করিলে গ্রন্থ কঠিন ও নীরস বোধ হয়। এজন্য মূলমাত্র অনুবাদ করিয়া এবং নানারূপ বিভাগচিত্রাদি সহিত যারপরনাই সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহা প্রকাশিত করা হইল।

এই গ্রন্থে বিষয়গুলি এরূপ যত্নপূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে, যে শিরোনামাদৃষ্টেই বিষয়টী বুঝা যাইবে। সূচীপত্রাকারে সমগ্র মূলভাগটী পত্রাঙ্কসহকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে আবৃত্তির পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হইবে। অনুবাদ অংশে প্রত্যেক বিষয়ের সহিত ভাষাপরিচ্ছেদের শ্লোকগুলি পাদটীকারূপে থাকায়, ভাষাপরিচ্ছেদপাঠেরও ফল প্রায় হইয়া যাইবে। পরিশিষ্টাকারে সমগ্র ভাষাপরিচ্ছেদটী আবার বিষয়বিশ্লেষণসূচক শিরোনামাসহকারে যথাক্রমেই প্রদত্ত হওয়ায় ইহার আবৃত্তি ও অর্থবোধের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা হইবে। আশাকরি, জাতীয় চিন্তাস্রোতের উন্নতিকামী সুধীবৃন্দ জাতীয়শিক্ষায় ইহার উপযোগিতা চিন্তা করিবেন।

এই গ্রন্থের রচয়িতা মহামতি অন্নম্ভট্ট। ইনি কাশীবাসী তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের অন্তর্গত গরিকপাদ নামক গ্রামে, মতান্তরে কৃষ্ণানদীতীরস্থ কেশবপুর নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ১৪৮১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত পূর্ব্বে ও পরে ইঁহার জীবিত কাল। ইঁহার অগ্রজ রামকৃষ্ণ ভট্ট, সিদ্ধান্তকৌমুদীর সিদ্ধান্ত-রত্নাকর নামক টীকা করেন। ইনি "শ্রীমদদ্বৈতবিদ্যাচার্য্য-শ্রীমদ্‌রাঘব-সোমযজিকুলাবতংস-শ্রীমৎ তিরুমলাচার্য্যের পুত্র" ও অদ্বৈতবেদান্তানুরাগী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তর্কসংগ্রহের দীপিকাটীকা, বেদান্ত-ভাষ্যটীকা মিতাক্ষরা এবং কৈয়টব্যাখ্যা "ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতন" ইঁহার অপর গ্রন্থ।

এই গ্রন্থের অশুদ্ধিনিবারণমানসে আমি আমার পূজনীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপকস্থানীয় বহু মাননীয় পণ্ডিতবর্গের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলির অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ এবং মুক্তিবাদের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পরিশেষে একটি নিবেদন—অনেকের ধারণা ন্যায়শাস্ত্র পড়িলে শুষ্কতার্কিক ও নাস্তিক হয়। কিন্তু এতদপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। বস্তুতঃ যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকমতের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ন্যায়শাস্ত্রের উৎপত্তি, সেই নৈয়ায়িকগণ প্রাচীন শৈবসম্প্রদায় এবং বৈশেষিকগণ প্রাচীন পাশুপতসম্প্রদায়ের সুধী ভক্তবৃন্দ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইহাতেই আস্তিক্যবুদ্ধি পুষ্ট হয়, ইহাতে ইহলোকে অনন্যসাধারণ অভ্যুদয়, পরলোকে স্বর্গসুখ এবং অন্তিমে নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভ হইবারই কথা। যাঁহারা বেদান্তাদিশাস্ত্রের সহিত ইহার বিরোধ দেখিয়া ইহাকে অনাদর করেন, তাঁহারা চিন্তাসহকারে পাঠ করিলে সে বিরোধ আর বড় দেখিবেন না। বাহুল্যভয়ে এ সকল কথার আর বিস্তার করিলাম না। ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্র, ভুক্তি ও মুক্তি উভয়েরই পরম সহায় জ্ঞান করা উচিত।

৬নং পার্শিবাগান লেন,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩৩৯ সাল।

বিনীত অনুবাদক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিষয়সূচী

উদ্দেশপরিচ্ছেদ ১-১০

পদার্থবিভাগ ১

" ১। দ্রব্যবিভাগ ৪

" ২। গুণবিভাগ ৫

" ৩। কর্ম্মবিভাগ ৬

" ৪। সামান্যবিভাগ ৬

" ৫। বিশেষবিভাগ ৭

" ৬। সমবায়বিভাগ ৮

" ৭। অভাববিভাগ ৮

লক্ষণপরীক্ষাপরিচ্ছেদ ১২-১২৮

দ্রব্যনিরূপণ ১২-২২

" ১। ক্ষিতি লক্ষণ ১২

" ২। জল " ১৫

" ৩। তেজঃ " ১৬

" ৪। বায়ু " ১৭

" ৫। আকাশ " ১৯

" ৬। কাল " ২০

" ৭। দিক্ " ২০

" ৮। আত্মা " ২১

" ৯। মনঃ " ২২

গুণনিরূপণ ২৫-১২০

" ১। রূপ লক্ষণ ২৫

" ২। রস " ২৬

" ৩। গন্ধ " ২৬

" ৪। স্পর্শ " ২৭

" ৫। সংখ্যা " ২৮

" ৬। পরিমিতি " ২৯

" ৭। পৃথক্ত্ব " ৩০

" ৮। সংযোগ " ৩০

" ৯। বিভাগ " ৩১

" ১০। পরত্ব " ৩২

" ১১। অপরত্ব " ৩২

" ১২। গুরুত্ব " ৩৩

গুণনিরূপণ—

" ১৩। দ্রবত্বলক্ষণ ৩৩

" ১৪। স্নেহ " ৩৪

" ১৫। শব্দ " ৩৫

" ১৬। বুদ্ধি " ৩৫

" " যথার্থানুভব ৩৬-১০৮

প্রত্যক্ষ ৪৬-৫৪

অনুমান ৫৬-৭৬

হেত্বাভাস ৭৭-৯৫

উপমান ৯৭-১০০

শব্দ ১০১-১০৯

" " অযথার্থানুভব ১১১-১১২

সংশয় ১১১

ভ্রম ১১২

তর্ক ১১২

স্মৃতি ১১৩

" ১৭। সুখ লক্ষণ ১১৪

" ১৮। দুঃখ " ১১৫

" ১৯। ইচ্ছা " ১১৫

" ২০। দ্বেষ " ১১৫

" ২১। যত্ন " ১১৬

" ২২। ধর্ম্ম ১১৬

" ২৩। অধর্ম্ম " ১১৭

" ২৪। সংস্কার " ১১৭

কর্ম্মনিরূপণ ১২২

সামান্য " ১২৩

বিশেষ " ১২৩

সমবায় " ১২৪

অভাব " ১২৫

প্রাগভাব লক্ষণ ১২৫

ধ্বংস " ১২৫

অত্যন্তাভাব " ১২৬

অন্যোন্যাভাব " ১২৭

তর্কসংগ্রহঃ।

(মূলসূচী।)

[উদ্দেশপরিচ্ছেদ।]

মঙ্গলাচরণ। (১ পৃঃ)

নিধায় হৃদি বিশ্বেশং বিধায় গুরুবন্দনম্।
বালানাং সুখবোধায় ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ ॥১

[পদার্থনিরূপণ।] (২ পৃঃ)

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ ।২

(১) দ্রব্যবিভাগ। (৪ পৃঃ)

তত্র দ্রব্যাণি—পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশকালদিগাত্ম-মনাংসি নবৈব ।৩

(২) গুণবিভাগ। (৫ পৃঃ)

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথক্ত্ব-সংযোগ-বিভাগ-পরত্বাপরত্ব-গুরুত্ব-দ্রবত্ব-স্নেহ-শব্দ-বুদ্ধি-সুখদুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারাশ্চতুর্বিংশতি গুণাঃ ।৪

(৩) কর্ম্মবিভাগ। (৬ পৃঃ)

উৎক্ষেপণাপক্ষেপণাকুঞ্চনপ্রসারণগমনানি পঞ্চ কর্ম্মাণি ।৫

(৪) সামান্যবিভাগ। (৬ পৃঃ)

পরম্ অপরং চেতি দ্বিবিধং সামান্যম্ ।৬

(৫) বিশেষবিভাগ। (৭ পৃঃ)

নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ বিশেষাস্তু অনন্তা এব ।৭

(৬) সমবায়বিভাগ। (৮ পৃঃ)

সমবায়স্তু এক এব ।৮

.T.C. LIBRARY

(৭) অভাববিভাগ। (৮ পৃঃ)

অভাবশ্চতুর্ব্বিধঃ; প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ অন্যোন্যাভাবশ্চেতি। ৯। [ইতি উদ্দেশপরিচ্ছেদঃ ।১০]

[ইতি উদ্দেশপরিচ্ছেদ।]

[লক্ষণপরীক্ষাপরিচ্ছেদ।]

[দ্রব্যনিরূপণ]

(১) পৃথিবীর লক্ষণ ও পরিচয়। (১২ পৃঃ)

তত্র গন্ধবতী পৃথিবী। সা দ্বিবিধা—নিত্যা, অনিত্যা চ। নিত্যা—পরমাণুরূপা; অনিত্যা—কার্য্যরূপা; পুনঃ ত্রিবিধা, শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরম্—অস্মদাদীনাম্। ইন্দ্রিয়ং গন্ধগ্রাহকং ঘ্রাণং, নাসাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ মৃৎপাষাণাদিঃ ।১১

(২) জলের লক্ষণ ও পরিচয়। (১৫ পৃঃ)

শীতস্পর্শবত্য আপঃ। তা দ্বিবিধাঃ—নিত্যা অনিত্যাঃ চ। নিত্যাঃ—পরমাণুরূপাঃ। অনিত্যাঃ—কার্য্যরূপাঃ। পুনঃ ত্রিবিধাঃ—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরং বরুণ-লোকে। ইন্দ্রিয়ং—রসগ্রাহকং রসনং, জিহ্বাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ—সরিৎসমুদ্রাদিঃ ।১২

(৩) তেজের লক্ষণ ও পরিচয়। (১৬ পৃঃ)

উষ্ণস্পর্শবৎ তেজঃ। তৎ দ্বিবিধম্—নিত্যম্ অনিত্যং চ। নিত্যং—পরমাণুরূপম্। অনিত্যং—কার্য্যরূপম্। পুনঃ ত্রিবিধম্—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরম্—আদিত্য-লোকে। ইন্দ্রিয়ং—রূপগ্রাহকং চক্ষুঃ, কৃষ্ণতারাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ চতুর্ব্বিধঃ—ভৌমদিব্যোদর্য্যাকরজভেদাৎ। ভৌমং

—বহ্ন্যাদিকম্। অবিন্ধনং—দিব্যং বিদ্যুদাদি। ভুক্তস্য পরিণামহেতুঃ—উদর্য্যম্। আকরজং—সুবর্ণাদি।১৩

(৪) বায়ুর লক্ষণ ও পরিচয়। (১৭ পৃঃ)

রূপরহিতস্পর্শবান্ বায়ুঃ। স দ্বিবিধঃ—নিত্যঃ অনিত্যশ্চ। নিত্যঃ—পরমাণুরূপঃ, অনিত্যঃ—কার্য্যরূপঃ; পুনঃ ত্রিবিধঃ—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরং—বায়ুলোকে। ইন্দ্রিয়ং—স্পর্শগ্রাহকং ত্বক্, সর্ব্বশরীরবর্ত্তি। বিষয়ঃ—বৃক্ষাদিকম্পনহেতুঃ। শরীরান্তঃসঞ্চারী বায়ুঃ প্রাণঃ। স চ একোঽপি উপাধিভেদাৎ প্রাণাপানাদিসংজ্ঞাং লভতে।১৪

(৫) আকাশের লক্ষণ ও পরিচয়। (১৯ পৃঃ)

শব্দগুণকম্ আকাশম্। তৎ চ একং বিভু নিত্যং চ।১৫

(৬) কালের লক্ষণ ও পরিচয়। (২০ পৃঃ)

অতীতাদিব্যবহারহেতুঃ কালঃ। স চ একঃ বিভুঃ নিত্যশ্চ।১৬

(৭) দিকের লক্ষণ ও পরিচয়। (২০ পৃঃ)

প্রাচ্যাদিব্যবহারহেতুঃ দিক্। সা চ একা নিত্যা বিভ্বী চ।১৭

(৮) আত্মার লক্ষণ ও পরিচয়। (২১ পৃঃ)

জ্ঞানাধিকরণম্ আত্মা। স দ্বিবিধঃ—পরমাত্মা জীবাত্মা চেতি। তত্র ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব। জীবাত্মা প্রতিশরীরং ভিন্নঃ বিভুঃ নিত্যশ্চ।১৮।

(৯) মনের লক্ষণ ও পরিচয়। (২২ পৃঃ)

সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনম্ ইন্দ্রিয়ং মনঃ। তৎ চ প্রত্যাত্মনিয়তত্বাৎ অনন্তম্ পরমাণুরূপং নিত্যং চ।১৯

[ইতি দ্রব্যনিরূপণ।]

[গুণনিরূপণ।]

(১) রূপের লক্ষণ ও পরিচয়। (২৫ পৃঃ)

চক্ষুমাত্রগ্রাহ্যঃ গুণঃ রূপম্। তৎ চ শুক্ল-নীল-পীত-রক্ত-হরিত-কপিশ-চিত্রভেদাৎ সপ্তবিধম্। পৃথিবীজলতেজোবৃত্তি। তত্র [এব] পৃথিব্যাং সপ্তবিধম্। অভাস্বরশুক্লং জলে, ভাস্বরশুক্লং তেজসি।২০

(২) রসের লক্ষণ ও পরিচয়। (২৬ পৃঃ)

রসনগ্রাহ্যঃ গুণঃ রসঃ। স চ মধুরাম্ল-লবণ-কটু-কষায়-তিক্তভেদাৎ ষড়্বিধঃ। পৃথিবীজলবৃত্তিঃ। পৃথিব্যাং ষড়বিধঃ। জলে মধুর এব।২১

(৩) গন্ধের লক্ষণ ও পরিচয়। (২৬ পৃঃ)

ঘ্রাণগ্রাহ্যঃ গুণঃ গন্ধঃ। স চ দ্বিবিধঃ—সুরভিঃ অসুরভিশ্চ। পৃথিবীমাত্রবৃত্তিঃ।২২

(৪) স্পর্শের লক্ষণ ও পরিচয়। (২৭ পৃঃ)

ত্বগিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যঃ গুণঃ স্পর্শঃ। স ত্রিবিধঃ—শীতোষ্ণানুষ্ণাশীতভেদাৎ। পৃথিবীজলতেজোবায়ুবৃত্তিঃ। তত্র শীতঃ জলে, উষ্ণঃ তেজসি, অনুষ্ণাশীতঃ পৃথিবীবায়্বোঃ।২৩

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের সাধারণ ধর্ম্ম। (২৭ পৃঃ)

রূপাদিচতুষ্টয়ং পৃথিব্যাং পাকজম্ অনিত্যং চ; অনত্র অপাকজং নিত্যম্ অনিত্যং চ। নিত্যগতম্ নিত্যম্, অনিত্যগতম্ অনিত্যম্।২৪

(৫) সংখ্যার লক্ষণ ও পরিচয়। (২৮ পৃঃ)

একত্বাদিব্যবহারহেতুঃ সংখ্যা। [সা] নবদ্রব্যবৃত্তিঃ। একত্বাদিপরার্ধপর্য্যন্তা। একত্বং নিত্যম্ অনিত্যং চ। নিত্য-

গতং নিত্যম্, অনিত্যগতম্ অনিত্যম্। দ্বিত্বাদিকং সর্ব্বত্র অনিত্যমেব।২৫

(৬) পরিমাণের লক্ষণ ও পরিচয়। (২৯ পৃঃ)

মানব্যবহারাসাধারণং কারণং পরিমাণম্। নবদ্রব্যবৃত্তি। তৎ [চ] চতুর্ব্বিধম্ অণু মহৎ দীর্ঘং হ্রস্বং চেতি।২৬

(৭) পৃথক্ত্বের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩০ পৃঃ)

পৃথগ্ব্যবহারাসাধারণং কারণং পৃথক্ত্বম্। সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তি।২৭

(৮) সংযোগের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩০ পৃঃ)

সংযুক্তব্যবহারহেতুঃ সংযোগঃ। সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তিঃ।২৮

(৯) বিভাগের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩১ পৃঃ)

সংযোগনাশকঃ গুণঃ বিভাগঃ, সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তিঃ।২৯

(১০।১১) পরত্ব ও অপরত্বের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩২ পৃঃ)

পরাপরব্যবহারাসাধারণকারণে পরত্বাপরত্বে। পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোবৃত্তিনী। তে চ দ্বিবিধে দিক্কৃতে কালকৃতে চ। দূরস্থে দিক্কৃতং পরত্বম্, সমীপস্থে দিক্কৃতম্ অপরত্বম্। জ্যেষ্ঠে কালকৃতং পরত্বম্, কনিষ্ঠে কালকৃতম্ অপরত্বম্।৩০

(১২) গুরুত্বের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৩ পৃঃ)

আদ্যপতনাসমবায়িকারণং গুরুত্বম্। পৃথিবীজলবৃত্তি।৩১

(১৩) দ্রবত্বের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৩ পৃঃ)

[আদ্য-]-স্যন্দনাসমবায়িকারণং দ্রবত্বম্। পৃথিবীজলতেজোবৃত্তি। তদ্ দ্বিবিধং—সাংসিদ্ধিকং নৈমিত্তিকং চেতি। সাংসিদ্ধিকং জলে, নৈমিত্তিকং পৃথিবীতেজসোঃ। পৃথিব্যাং ঘৃতাদৌ অগ্নিসংযোগজং দ্রবত্বম্। তেজসি সুবর্ণাদৌ।৩২

(১৪) স্নেহের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৪ পৃঃ)

চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুঃ গুণঃ স্নেহঃ, জলমাত্রবৃত্তিঃ।৩৩

(১৫) শব্দের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৫ পৃঃ)

শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ গুণঃ শব্দঃ, আকাশমাত্রবৃত্তিঃ। স দ্বিবিধঃ—ধ্বন্যাত্মকঃ বর্ণাত্মকঃ চেতি। ধ্বন্যাত্মকঃ ভের্য্যাদৌ, বর্ণাত্মকঃ সংস্কৃতভাষাদিরূপঃ।৩৪

(১৬) বুদ্ধির লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৫ পৃঃ)

সর্ব্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্। সা দ্বিবিধা—স্মৃতিঃ অনুভবশ্চ।৩৫

স্মৃতি ও অনুভবের লক্ষণ পরিচয়। (৩৬ পৃঃ)

সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। তদ্ভিন্নং জ্ঞানম্ অনুভবঃ। স দ্বিবিধঃ—যথার্থঃ, অযথার্থঃ চেতি।৩৬

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৭ পৃঃ)

তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ, যথা—"অয়ং ঘটঃ" ইতি জ্ঞানম্ ; সা এব প্রমা ইতি উচ্যতে।৩৭

অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ। (৩৮ পৃঃ)

তদভাববতি তৎপ্রকারকশ্চ অযথার্থঃ।৩৮

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৮ পৃঃ)

যথার্থঃ অনুভবঃ চতুর্ব্বিধঃ ; প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতি-শাব্দভেদাৎ। তৎকরণমপি চতুর্ব্বিধম্, প্রত্যক্ষানুমানো-পমানশব্দভেদাৎ।৩৯

করণ, কারণ ও কার্য্যের লক্ষণ ও পরিচয়। (৩৯।৪০ পৃঃ)

অসাধারণং কারণং করণম্।৪০ কার্য্যনিয়তপূর্ব্ববৃত্তি-কারণম্।৪১ কার্য্যং প্রাগভাবপ্রতিযোগি।৪২

কারণের বিভাগ ও পরিচয়। (৪১ পৃঃ).

কারণং ত্রিবিধম্, সমবায্যসমবায়িনিমিত্তভেদাৎ। যৎসম-বেতং কার্য্যম্ উৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্ ; যথা তন্তবঃ

পটস্য, পটশ্চ স্বগতরূপাদেঃ। কার্য্যেণ কারণেন বা সহ এক-স্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণম্ তৎ অসমবায়িকারণম্; যথা তন্তুসংযোগঃ পটস্য, তন্তুরূপং পটরূপস্য। তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণম্। যথা—তুরীবেমাদিকং পটস্য।৪৩

করণলক্ষণের উপসংহার ও পরিচয়। (৪৪ পৃঃ)

তদেতৎত্রিবিধকারণমধ্যে যৎ অসাধারণং কারণং তদেব করণম্।৪৪

[প্রত্যক্ষখণ্ড।]

প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও পরিচয়। (৪৬ পৃঃ)

তত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রতক্ষ্যম্। [জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।] ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। তৎ দ্বিবিধম্—নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি।৪৫

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়। (৪৭ পৃঃ)

তত্র নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্ব্বিকল্পকম্, সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্। যথা—ডিত্থঃ অয়ম্, ব্রাহ্মণঃ অয়ম্, শ্যামঃ অয়ম্ ইতি।৪৬

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপার ও পরিচয়। (৪৮ পৃঃ)

প্রত্যক্ষজ্ঞানহেতুঃ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষঃ ষড়্বিধঃ—সংযোগঃ, সংযুক্তসমবায়ঃ, সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, সমবায়ঃ, সমবেত-সমবায়ঃ, বিশেষণবিশেষ্যভাবশ্চেতি।৪৭

সংযোগ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়। (৪৯ পৃঃ)

চক্ষুষা ঘটপ্রত্যক্ষজননে সংযোগঃ সন্নিকর্ষঃ।৪৮

সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়। (৫০ পৃঃ)

ঘটরূপপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। চক্ষুঃসংযুক্তে ঘটে রূপস্য সমবায়াৎ।৪৯

সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়। (৫০ পৃঃ)

রূপত্বসামান্যপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। চক্ষুঃসংযুক্তে ঘটে রূপং সমবেতং, তত্র রূপত্বস্য সমবায়াৎ।৫০

সমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়। (৫১ পৃঃ)

শ্রোত্রেণ শব্দসাক্ষাৎকারে সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। কর্ণবিবরবর্ত্ত্যাকাশস্য শ্রোত্রত্বাৎ, শব্দস্য আকাশগুণত্বাৎ, গুণগুণিনোশ্চ সমবায়াৎ।৫১

সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়। (৫১ পৃঃ)

শব্দত্বসাক্ষাৎকারে সমবেতসমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। শ্রোত্রসমবেতে শব্দে শব্দত্বস্য সমবায়াৎ।৫২

বিশেষণবিশেষ্যভাবরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়। (৫২ পৃঃ)

অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সন্নিকর্ষঃ। ঘটাভাববদ্ ভূতলম্ ইত্যত্র চক্ষুঃসংযুক্তে ভূতলে ঘটাভাবস্য বিশেষণত্বাৎ।৫৩ এবং সন্নিকর্ষষট্‌কজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।৫৪

প্রত্যক্ষের করণ ও পরিচয়। (৫৩ পৃঃ)

তৎকরণম্ ইন্দ্রিয়ম্। তস্মাৎ ইন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্ ইতি সিদ্ধম্। প্রত্যক্ষং ব্যাখ্যাতম্।৫৫

[ইতি প্রত্যক্ষখণ্ড।]

[অনুমানখণ্ড।]

অনুমানের লক্ষণ ও পরিচয়। (৫৬ পৃঃ)

অনুমিতিকরণম্ অনুমানম্।৫৬

অনুমিতির লক্ষণ ও পরিচয়। (৫৭ পৃঃ)

পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ।৫৭

পরামর্শের লক্ষণ ও পরিচয়। (৫৭ পৃঃ)

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যথা—

"বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ" ইতি জ্ঞানং পরামর্শঃ। তজ্জন্যং "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ।৫৮

ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়। (৫৮ পৃঃ)

যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচর্য্য-নিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ।৫৯

পক্ষধর্ম্মতার লক্ষণ ও পরিচয়। (৬১ পৃঃ)

ব্যাপ্যস্য পর্ব্বতাদিবৃত্তিত্বং পক্ষধর্ম্মতা।৬০

অনুমানের বিভাগ ও পরিচয়। (৬২ পৃঃ)

অনুমানং দ্বিবিধম্—স্বার্থং পরার্থং চ॥৬১

স্বার্থানুমানের লক্ষণ ও পরিচয়। (৬২ পৃঃ)

[তত্র] **স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ। তথাহি—স্বয়মেব ভূয়োদর্শনেন "যত্র [যত্র] ধূমঃ [তত্র] তত্র অগ্নিঃ" ইতি মহানসাদৌ ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পর্ব্বতসমীপং গতঃ, তদ্‌গতে চ অগ্নৌ সন্দিহানঃ পর্ব্বতে ধূমং পশ্যন্ ব্যাপ্তিং স্মরতি "যত্র** [যত্র] **ধূমঃ** [তত্র] **তত্র অগ্নিঃ" ইতি। তদনন্তরং "বহ্নি-ব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ" ইতি জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে। অয়মেব 'লিঙ্গপরামর্শঃ' [ইতি] উচ্যতে। তস্মাৎ "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ উৎপদ্যতে। তদেতৎ স্বার্থানুমানম্।৬২**

পরার্থনুমানের লক্ষণ ও পরিচয়। (৬৪ পৃঃ)

যৎ তু স্বয়ং ধূমাৎ অগ্নিম্ অনুমায় পরপ্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চাবয়ববাক্যং প্রযুজ্যতে তৎ পরার্থানুমানম্। যথা— পর্ব্বতো বহ্নিমান্। ধূমবত্ত্বাৎ। যঃ যঃ ধূমবান্ সঃ সঃ অগ্নিমান্, যথা মহানসম্। তথা চ অয়ম্। তস্মাৎ তথা, ইতি। অনেন প্রতিপাদিতাৎ লিঙ্গাৎ পরোঽপি অগ্নিং প্রতিপদ্যতে।৬৩

ন্যায়ের পাঁচটি অবয়বের লক্ষণ ও পরিচয়। (৬৫ পৃঃ)

প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি পঞ্চাবয়বাঃ। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি প্রতিজ্ঞা, "ধূমবত্ত্বাৎ" ইতি হেতুঃ, "যঃ যঃ ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা—মহানসম্" ইতি উদাহরণম্, "তথা চ অয়ম্" ইতি উপনয়ঃ, "তস্মাৎ তথা" [ইতি] নিগমনম্।৬৪

লিঙ্গপরামর্শই অনুমান বা অনুমিতির করণ। (৬৬)

স্বার্থানুমিতিপরার্থানুমিত্যোঃ লিঙ্গপরামর্শঃ এব করণম্; তস্মাৎ লিঙ্গপরামর্শঃ অনুমানম্।৬৫

ত্রিবিধ লিঙ্গের লক্ষণ ও পরিচয়। (৬৭ পৃঃ)

লিঙ্গং ত্রিবিধম্। অন্বয়ব্যতিরেকি-কেবলান্বয়ি-কেবল-ব্যতিরেকি চেতি।৬৬

অন্বয়ব্যতিরেকি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৬৮ পৃঃ)

অন্বয়েন ব্যতিরেকেণ চ ব্যাপ্তিমৎ অন্বয়ব্যতিরেকি, যথা বহ্নৌ সাধ্যে ধূমবত্ত্বম্।৬৭

অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়। (৬৮ পৃঃ)

যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ যথা মহানসম্ ইতি অন্বয়ব্যাপ্তিঃ।৬৮

ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়। (৬৮ পৃঃ)

যত্র বহ্নিঃ নাস্তি তত্র ধূমোঽপি নাস্তি, যথা—মহাহ্রদঃ ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ।৬৯

কেবলান্বয়ি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৬৯ পৃঃ)

অন্বয়মাত্রব্যাপ্তিকং কেবলান্বয়ি; যথা—

ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ, পটবৎ।

অত্র প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্বয়োঃ ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ নাস্তি, সর্ব্বস্যৈব প্রমেয়ত্বাৎ অভিধেয়ত্বাৎ চ।৭০

কেবলব্যতিরেকি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৭১ পৃঃ)

ব্যতিরেকমাত্রব্যাপ্তিকং কেবলব্যতিরেকি। যথা—পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ। যদ্ ন ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে,ন তৎ গন্ধবৎ। যথা জলম্। ন চ ইয়ং তথা, তস্মাৎ ন তথা ইতি। অত্র যদ্ গন্ধবৎ তৎ ইতরেভ্যোঽপি ভিন্নম্ ইতি অন্বয়দৃষ্টান্তো নাস্তি, পৃথিবীমাত্রস্য পক্ষত্বাৎ।৭১

সপক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৭৩ পৃঃ)

নিশ্চিতসাধ্যবান্ সপক্ষ, যথা তত্রৈব মহানসম্।৭২

বিপক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৭৪ পৃঃ)

নিশ্চিতসাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ, যথা তত্রৈব হ্রদঃ।৭৩

পক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৭৪ পৃঃ)

সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ, যথা ধূমবত্ত্বে হেতৌ পর্ব্বতঃ।৭৪

হেত্বাভাসের বিভাগ। (৭৭ পৃঃ)

সব্যভিচারবিরুদ্ধসৎপ্রতিপক্ষাসিদ্ধবাধিতাঃ পঞ্চহেত্বাভাসাঃ।

সব্যভিচারের বিভাগ। (৭৭ পৃঃ)

সব্যভিচারঃ অনৈকান্তিকঃ। স ত্রিবিধঃ সাধারণাসাধারণানুপসংহারিভেদাৎ।৭৬

সাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়। (৭৮ পৃঃ)

তত্র সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিঃ সাধারণঃ অনৈকান্তিকঃ; যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্, প্রমেয়ত্বাৎ ইতি। প্রমেয়ত্বস্য বহ্ন্যভাববতি হ্রদে বিদ্যমানত্বাৎ।৭৭

অসাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত। (৭৯ পৃঃ)

সর্ব্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিঃ অসাধারণঃ। যথা—শব্দো নিত্যঃ, শব্দত্বাৎ ইতি। শব্দত্বং হি সর্ব্বেভ্যঃ নিত্যেভ্যঃ অনিত্যেভ্যঃ ব্যাবৃত্তং শব্দমাত্রবৃত্তি।৭৮

অনুপসংহারী অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮১ পৃঃ)

অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরহিতঃ অনুপসংহারী। যথা—সর্ব্বম্ অনিত্যং, প্রমেয়ত্বাৎ ইতি। অত্র সর্ব্বস্যাপি পক্ষত্বাৎ দৃষ্টান্তঃ নাস্তি।৭৯

বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮২ পৃঃ)

সাধ্যাভাবব্যাপ্তঃ হেতুঃ বিরুদ্ধঃ। যথা শব্দঃ নিত্যঃ, কৃতকত্বাদিতি। কৃতকত্বং হি নিত্যত্বাভাবেন অনিত্যত্বেন ব্যাপ্তম্।৮০

সংপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৩ পৃঃ)

যস্য সাধ্যাভাবসাধকং হেত্বন্তরং বর্ত্ততে সঃ সৎপ্রতিপক্ষঃ। যথা—শব্দঃ নিত্যঃ, শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববৎ; শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ ইতি।৮১

অসিদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৪ পৃঃ)

অসিদ্ধঃ ত্রিবিধঃ—আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ চেতি।৮২

আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৪ পৃঃ)

আশ্রয়াসিদ্ধঃ, যথা—গগনারবিন্দং সুরভি, অরবিন্দত্বাৎ, সরোজারবিন্দবৎ ইতি। অত্র গগনারবিন্দম্ আশ্রয়ঃ, স চ নাস্তি এব।৮৩

স্বরূপাসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৬ পৃঃ)

স্বরূপাসিদ্ধঃ যথা—শব্দঃ অনিত্যঃ, চাক্ষুষত্বাৎ, রূপবৎ ইতি। অত্র চাক্ষুষত্বং পক্ষে নাস্তি, শব্দস্য শ্রাবণত্বাৎ।৮৪

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৮ পৃঃ)

সোপাধিকঃ হেতুঃ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ।৮৫

উপাধির লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৮ পৃঃ)

সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্ উপাধিঃ।৮৬

সাধ্যব্যাপকতার লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৯ পৃঃ)

সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যব্যাপকত্বম্।৮৭

সাধনাব্যাপকত্বের লক্ষণ ও পরিচয়। (৮৯ পৃঃ)

সাধনবন্নিষ্ঠ-অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং সাধনাব্যাপকত্বম্।৮৮

উপাধির দৃষ্টান্ত। (৯০ পৃঃ)

পর্ব্বতঃ ধূমবান্, বহ্নিমত্ত্বাৎ ইত্যত্র "আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ" উপাধিঃ। যত্র ধূমঃ তত্র আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ ইতি সাধ্যব্যাপকতা। যত্র বহ্নিঃ তত্র আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ নাস্তি, অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনাভাবাৎ, ইতি সাধনাব্যাপকতা।৮৯

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের উপসংহার। (৯১ পৃঃ)

এবং সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বাৎ আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ উপাধিঃ। সোপাধিকত্বাৎ বহ্নিমত্ত্বং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধম্।৯০

বাধের লক্ষণ ও পরিচয়। (৯৩ পৃঃ)

যস্য সাধ্যাভাবঃ প্রমাণান্তরেণ নিশ্চিতঃ সঃ বাধিতঃ; যথা—"বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ দ্রব্যত্বাৎ"। ইত্যত্র অনুষ্ণত্বং সাধ্যম্ তদভাবঃ উষ্ণত্বং স্পার্শনপ্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে। ইতি বাধিতম্। ব্যাখ্যাতম্ অনুমানম্।৯১

[ইতি অনুমানখণ্ড।]

উপমানখণ্ড

উপমানের পরিচয়। (৯৭ পৃঃ)

উপমিতিকরণম্ উপমানম্।৯২

উপমিতিলক্ষণের পরিচয়। (৯৭ পৃঃ)

সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ-জ্ঞানম্ উপমিতিঃ।৯৩

উপমিতির্র করণের লক্ষণ ও পরিচয়। (৯৮ পৃঃ)

তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্।৯৪

উপমিতিজ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়। (৯৮ পৃঃ)

তথা হি—কশ্চিৎ গবয়শব্দবাচ্যম্ * অজানন্ কুতশ্চিৎ আরণ্যকপুরুষাৎ "গোসদৃশঃ গবয়ঃ" ইতি শ্রুত্বা বনং গতঃ, বাক্যার্থং স্মরন্ গোসদৃশং পিণ্ডং পশ্যতি, তদনন্তরম্ "অয়ং গবয়-শব্দ-বাচ্যঃ" ইতি উপমিতিঃ উৎপদ্যতে। ইতি উপমানম্।৯৫

[ইতি উপমানখণ্ড।]

শব্দখণ্ড।

শব্দপ্রমাণের লক্ষণ ও পরিচয়। (১০১ পৃঃ)

আপ্তবাক্যং শব্দঃ।৯৬

আপ্তপুরুষের লক্ষণ ও পরিচয়। (১০১ পৃঃ)

আপ্তস্তু যথার্থ-বক্তা।৯৭

বাক্যের লক্ষণ ও পরিচয়। ১০১

বাক্যং পদসমূহঃ, যথা—"গাম্ আনয় শুক্লাং দণ্ডেন" ইতি।৯৮

পদের লক্ষণ ও পরিচয়। (১০২ পৃঃ)

শক্তং পদম্।৯৯

শক্তির লক্ষণ ও পরিচয়। (১০২ পৃঃ)

"অস্মাৎ পদাৎ অয়ম্ অর্থঃ বোদ্ধব্যঃ" ইতি ঈশ্বরসংকেতঃ শক্তিঃ।১০০

বাক্যার্থজ্ঞানহেতুর লক্ষণ ও পরিচয়। (১০৪ পৃঃ)

আকাংক্ষা যোগ্যতা সন্নিধিশ্চ বাক্যার্থজ্ঞানে হেতুঃ।১০১

আকাংক্ষার লক্ষণ ও পরিচয়। (১০৪ পৃঃ)

পদস্য পদান্তর-ব্যতিরেক-প্রযুক্তান্বয়ানমুভাবকত্বম্ আকাংক্ষা।১০২

যোগ্যতার লক্ষণ ও পরিচয়। (১০৫ পৃঃ)

অর্থাবাধঃ যোগ্যতা।১০৩

সন্নিধির লক্ষণ ও পরিচয়। (১০৫ পৃঃ)

পদানাম্ অবিলম্বেন উচ্চারণং সন্নিধিঃ।১০৪

আকাংক্ষা যোগত্যা ও সন্নিধির উদাহরণ। (১০৫ পৃঃ)

তথা চ আকাংক্ষাদিরহিতং বাক্যম্ অপ্রমাণম্। যথা—"গৌঃ অশ্বঃ পুরুষঃ হস্তী" ইতি ন প্রমাণম্, আকাংক্ষা-বিরহাৎ। "বহ্নিনা সিঞ্চেৎ" ইতি ন প্রমাণম্, যোগ্যতা-বিরহাৎ। প্রহরে প্রহরে অসহোচ্চারিতানি "গাম্ আনয়" ইত্যাদি পদানি ন প্রমাণম্, সান্নিধ্যাভাবাৎ।১০৫

ব্যাক্যের প্রকার ভেদের লক্ষণ ও পরিচয়। (১০৭ পৃঃ)

বাক্যং দ্বিবিধম্, বৈদিকং লৌকিকং চ। বৈদিকম্ ঈশ্বরোক্তত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রমাণম্। লৌকিকং তু আপ্তোক্তং প্রমাণম্। অন্যৎ অপ্রমাণম্।১০৬

শাব্দজ্ঞান ও তাহার লক্ষণ। (১০৮ পৃঃ)

বাক্যার্থ-জ্ঞানং শাব্দ-জ্ঞানম্। তৎকরণং শব্দঃ। ইতি শব্দপ্রমাণম্।১০৭

[ইতি শব্দখণ্ড।]

অযথার্থ-জ্ঞানের বিভাগ ও পরিচয়। (১১১ পৃঃ)

অযথার্থ[ানুভবঃ] ত্রিবিধঃ, সংশয়বিপর্য্যয়তর্কভেদাৎ।১০৮

LIBRARY
Accession No. 7134
RAMAKRISHNA MATH
BELUR MATH HOWRAH

সংশয়ের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১১ পৃঃ)

একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধ-নানা-ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যজ্ঞানং সংশয়ঃ। যথা—স্থাণুঃ বা পুরুষঃ বা ইতি।১০৯

বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১২ পৃঃ)

মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ, যথা শুক্তৌ ইদং রজতম্ ইতি।১১০

তর্কের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১২ পৃঃ)

ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ। যথা—যদি বহ্নিঃ ন স্যাৎ তর্হি ধূমোঽপি ন স্যাৎ ইতি।১১১

স্মৃতির লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৩ পৃঃ)

স্মৃতিরপি দ্বিধা যথার্থা অযথার্থা চেতি। প্রমাজন্যা যথার্থা, অপ্রমাজন্যা অযথার্থা।১১২

(১৭।১৮) সুখ ও দুঃখের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৪।১১৫ পৃঃ)

সর্ব্বেষাম্ অনুকূল[-তয়া]-বেদনীয়ং সুখম্।১১৩ প্রতীকূল [-তয়া]-বেদনীয়ং দুঃখম্।১১৪

(১৯) ইচ্ছা, দ্বেষ ও কৃতির লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৫-১১৬)

ইচ্ছা কামঃ।১১৫ ক্রোধঃ দ্বেষঃ।১১৬ কৃতিঃ প্রযত্নঃ।১১৭

(২২) ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৬।১১৭ পৃঃ)

বিহিতকর্ম্মজন্যঃ ধর্ম্মঃ।১১৮ নিষিদ্ধকর্ম্মজন্যঃ অধর্ম্মঃ।১১৯

বুদ্ধ্যাদি আটটী আত্মবিশেষ গুণ। (১১৭ পৃঃ)

বুদ্ধ্যাদয়ঃ অষ্টৌ আত্মমাত্রবিশেষগুণাঃ।১২০

বুদ্ধি ইচ্ছা ও প্রযত্নের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৮ পৃঃ)

বুদ্ধীচ্ছাপ্রযত্না [দ্বিবিধাঃ।] নিত্যা অনিত্যাশ্চ। নিত্যা ঈশ্বরস্য, অনিত্যা জীবস্য।১২১

(২৪) সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৮ পৃঃ)

সংস্কারঃ ত্রিবিধঃ—বেগঃ ভাবনা স্থিতিস্থাপকঃ চেতি।১২২

বেগনামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৯ পৃঃ)

বেগঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোমাত্রবৃত্তিঃ।১২৩

ভাবনানামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়। (১১৯ পৃঃ)

অনুভবজন্যা স্মৃতিহেতুঃ ভাবনা, আত্মমাত্রবৃত্তিঃ।১২৪

স্থিতিস্থাপকনামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়। (১২০ পৃঃ)

অন্যথাকৃতস্য পুনঃ তদবস্থাপাদকঃ স্থিতিস্থাপকঃ, কটাদি-পৃথিবীবৃত্তিঃ। [ইতি গুণাঃ]।১২৫

[ইতি গুণনিরূপণম্।]

কর্ম্ম নিরূপণ। (১২২ পৃঃ)

চলনাত্মকং কর্ম্ম। ঊর্দ্ধদেশসংযোগহেতুঃ উৎক্ষেপণম্। অধোদেশসংযোগহেতুঃ অপক্ষেপণম্। শরীরসন্নিকৃষ্ট-সংযোগহেতুঃ আকুঞ্চনম্। শরীরবিপ্রকৃষ্টসংযোগহেতুঃ প্রসারণম্। অন্যৎ সর্ব্বং গমনম্।১২৬

সামান্য নিরূপণ। (১২৩ পৃঃ)

নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং সামান্যম্। দ্রব্যগুণকর্ম্ম-বৃত্তি। তদ্ দ্বিবিধং পরাপরভেদাৎ। পরং সত্তা, অপরং দ্রব্যত্বাদি।১২৭

বিশেষ নিরূপণ। (১২৩ পৃঃ)

নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ ব্যাবর্ত্তকা বিশেষাঃ।১২৮

সমবায় নিরূপণ। (১২৪ পৃঃ)

নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অযুতসিদ্ধবৃত্তিঃ। যয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে একম্ অবিনশ্যৎ অপরাশ্রিতম্ এব অবতিষ্ঠতে, তৌ অযুতসিদ্ধৌ। অবয়বাবয়বিনৌ, গুণগুণিনৌ, ক্রিয়াক্রিয়া-বন্তৌ, জাতিব্যক্তী, বিশেষনিত্যদ্রব্যে চেতি।১২৯

প্রাগভাবের লক্ষণ ও পরিচয়। (১২৫ পৃঃ)

অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ, উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য ।১৩০

প্রধ্বংসাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়। (১২৫ পৃঃ)

সাদিঃ অনন্তঃ প্রধ্বংসঃ, উৎপত্ত্যনন্তরং কার্য্যস্য ।১৩১

অত্যন্তাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়। (১২৬ পৃঃ)

ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্তাভাবঃ। যথা—ভূতলে ঘটঃ নাস্তি ইতি ।১৩২

অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়। (১২৭ পৃঃ)

তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঃ অন্যোন্যাভাবঃ। যথা—ঘটঃ পটঃ ন ইতি ।১৩৩

পদার্থ সপ্তসংখ্যক কেন ? (১২৮ পৃঃ)

সর্ব্বেষামেব পদার্থানাং যথাযথম্ উক্তেষু অন্তর্ভাবাৎ সপ্তৈব পদার্থাঃ ইতি সিদ্ধম্ ।১৩৪

উপসংহার। (১২৮ পৃঃ)

কণাদন্যায়মতয়োর্বালব্যুৎপত্তিসিদ্ধয়ে।
অন্নম্ভট্টেন বিদুষা রচিতস্তর্কসংগ্রহঃ ॥১৩৫

ইতি শ্রীমদ্ অন্নম্ভট্টোপাধ্যায়-
বিরচিত-তর্কসংগ্রহঃ।

—০:*:০—

তর্কসংগ্রহঃ।

অথ উদ্দেশপরিচ্ছেদঃ।

মঙ্গলাচরণ।

নিধায় হৃদি বিশ্বেশং বিধায় গুরুবন্দনম্।
বালানাং সুখবোধায় ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ ॥১।

পদার্থনিরূপণ।

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ।২।

মঙ্গলাচরণ।

১। অন্বয় হৃদি বিশ্বেশং নিধায়, গুরুবন্দনং বিধায় বালানাং সুখবোধায় তর্কসংগ্রহঃ ক্রিয়তে।১

১। অনুবাদ—বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং গুরুদেবকে বন্দনা করিয়া বালকগণের (অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণে ও ধারণে সমর্থ জ্ঞানপিপাসুগণের) সুখবোধের জন্য (অর্থাৎ সহজে জ্ঞানলাভের জন্য) তর্কসংগ্রহ নামক গ্রন্থ রচনা করা হইতেছে।১

পদার্থনিরূপণ।

২। অনুবাদ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব—এই সাতটি পদার্থ।২

ন্যায়শাস্ত্রের উপযোগিতা ও তর্কসংগ্রহ পদের অর্থ।

১। ব্যাখ্যা—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভের প্রধান সহায় ন্যায়শাস্ত্র। সেই ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান থাকিলে সকল শাস্ত্রের জ্ঞান সহজে ও উত্তমরূপে লাভ

ভাষাপরিচ্ছেদের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়, তাহা এই—

দ্রব্যং গুণা স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। (গুণাঃ=গুণঃ)
সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতা ॥২

করিতে পারা যায়। অতএব সেই ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানলাভের জন্য এই তর্কসংগ্রহ নামক গ্রন্থ রচনা করা যাইতেছে। **তর্ক** শব্দের অর্থ—পদার্থ। **সংগ্রহ** শব্দের অর্থ—সংক্ষেপে কথন। অতএব **তর্কসংগ্রহ** শব্দের অর্থ—পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সেই পদার্থপরিচয় এই—১।

সাতটী পদার্থের অর্থ।

২। ব্যাখ্যা—**দ্রব্য**—যেমন ঘট, পট, জল প্রভৃতি। **গুণ**—যেমন লাল, কালি, মিষ্ট, কটু, প্রভৃতি। **কর্ম্ম**—যেমন যাওয়া, আসা, খাওয়া প্রভৃতি। **সামান্য**—শব্দের অর্থ—জাতি, যেমন ঘটত্ব পটত্ব জলত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি। **বিশেষ**—বলিতে মূলকারণ পরমাণুতে যে ভেদক ধর্ম্ম থাকে তাহা; যেমন মুদ্গ ও মাষকলাই পরমাণু প্রভৃতিতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে ভেদক ধর্ম্ম থাকে, যাহার ফলে প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টির সময়ে মুদ্গ পরমাণু হইতে মুদ্গই হয়, মাষকলাই হয় না। সেই ধর্ম্মকেই বিশেষ বলা হয়। **সমবায়** অর্থ—গুণের সঙ্গে বা কর্ম্মের সঙ্গে দ্রব্যের, অথবা দ্রব্যের অংশের সহিত অংশী দ্রব্যের যে নিত্যসম্বন্ধ তাহা। **অভাব**—"নাই" "নয়" "হইবে" "ছিল" ইত্যাদি বলিলে যে অভাবকে বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে।

এই পদার্থবিভাগের যদি একটী চিত্র রচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা যেরূপ হয়, তাহা এই—

পদার্থ

দ্রব্য	গুণ	কর্ম্ম	সামান্য	বিশেষ	সমবায়	অভাব
৯টী	২৪টী	৫টী	২টী	(অনন্ত)	১টী	৪টী

পদার্থপদের অর্থ। পদার্থজ্ঞানের ফল।

দ্রব্যাদি এই সাতটি—পদার্থ; অর্থাৎ পদের দ্বারা যাহা বুঝায় তাহাই পদার্থ। আমরা যত কিছু জানি বা জানিতে পারি, সে সমুদয় পদার্থই এই সাতরকম পদার্থের মধ্যে কোনও-না-কোন একটী প্রকার হয়। সাধারণতঃ ইহার অধিক আর পদার্থ নাই বলা হয়। সুতরাং এই সাতটি পদার্থের জ্ঞানদ্বারা আমাদের সামান্যভাবে সকল বিষয়েরই জ্ঞান-লাভ হয়।

পদার্থজ্ঞানের ফলে আত্মজ্ঞান ও মুক্তি।

আর এই জ্ঞানের ফলে আমাদের "আত্মা কি" তাহারও জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ, আত্মা কি—এই জ্ঞান আমাদের না থাকায় অর্থাৎ 'আমি' বলিতে আত্মাকে না বুঝিয়া—দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মন প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়া সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সুখে বা দুঃখে আমরা সুখী বা দুঃখী হই। সুতরাং 'আত্মা দেহাদি নহে'—এইরূপ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ঠিক্ ঠিক্ রূপে আত্মার জ্ঞান হইলে, আমাদের এই সুখ ও দুঃখ দূর হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয়। এই সুখ কিন্তু দুঃখেরই রূপান্তর বলিয়া দুঃখের ন্যায় এই সুখও ত্যাজ্য। মুক্তি না হইলে মানবের এই সুখ বা দুঃখ দূর হয় না। এইজন্য আত্মজ্ঞানদ্বারা মুক্তির উদ্দেশ্যেই এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

ন্যায়শাস্ত্রের গৌণ ও মুখ্য প্রয়োজন।

কিন্তু এই ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান থাকিলে ইহলোকেও সুখ ও উন্নতি হয়, কিন্তু তাহা ইহার গৌণ প্রয়োজন। ইহার মুখ্য প্রয়োজন মুক্তি।

আত্মজ্ঞানের উপায় ও যাবদ্বস্তুর যথার্থ জ্ঞান।

মহর্ষি কণাদ ও গৌতম এই মুক্তির জন্য আত্মার যথার্থ জ্ঞানলাভে যত্নবান্ হন্। আর আত্মার যথার্থজ্ঞানলাভের জন্য আত্মভিন্ন যাবৎ বস্তুর জ্ঞানলাভ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন। কারণ, কোনও বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হয়। ইহা না বুঝিলে কোন বস্তুরই যথার্থ জ্ঞান হয় না। সকল বস্তুরই যথার্থ জ্ঞানলাভের ইহাই উপায়।

আত্মজ্ঞানের জন্য পদার্থবিভাগ।

এইরূপে আত্মার যথার্থ জ্ঞানের জন্য আত্মপদার্থ এবং আত্মভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞানলাভ আবশ্যক হওয়ায় এবং আত্মা ও আত্মভিন্ন যাবৎ পদার্থ অনন্ত বলিয়া এবং তাহাদের সকলের জ্ঞান লাভও অসম্ভব বলিয়া তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বুঝা আবশ্যক হয়। কেবল তাহাই নহে, তৎপরে তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের জ্ঞানও আবশ্যক হয়। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়।

দ্রব্যবিভাগ।

তত্র দ্রব্যাণি—পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশকালদিগাত্ম-মনাংসি নবৈব ।৩।

দ্রব্যবিভাগ।

৩। অনুবাদ—তাহার মধ্যে দ্রব্য বলিতে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন—এই নয়টী ।৩

গৌতমের মতে ষোড়শ পদার্থ, কণাদের মতে সপ্ত পদার্থ।

(২ব্যা) এই শ্রেণীবিভাগ যত কম হয় ততই ভাল বলিয়া মহর্ষি গৌতম প্রথমে এই পদার্থকে ষোলভাগে বিভক্ত করেন, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, এবং নিগ্রহস্থান এবং পরে তাঁহার শিষ্য মহর্ষি কণাদ সেই পদার্থকে সাতভাগে বিভক্ত করেন। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। এই সাতটী পদার্থের জ্ঞানদ্বারা আত্মা ও আত্মভিন্নের জ্ঞান হয়। আর তাহার ফলে মুক্তিও সম্ভব হয়। এইবার ইহাদের অবান্তর বিভাগ করিয়া এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নির্ণয় করিয়া পদার্থের জ্ঞান আরওস্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে।২

নয়টী দ্রব্যের অর্থ।

৩। ব্যাখ্যা—**পৃথিবী** অর্থ—মাটী, **অপ্** অর্থ—জল, **তেজঃ** অর্থ—অগ্নি, **বায়ু** অর্থ—বাতাস, **আকাশ** অর্থ—গগন, **কাল**—যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। **দিক্**—যেমন পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি। আত্মা—যেমন জীবাত্মা ও ঈশ্বর। **মনঃ** অর্থাৎঅন্তঃকরণ। সমুদায় দ্রব্য এই নয় প্রকারের মধ্যে কোন-না-কোনপ্রকারই হয়।

উক্ত সপ্তপদার্থের মধ্যে যদি দ্রব্য নয়টীর একটী চিত্র অঙ্কিত করা যায় তাহা হইলে তাহা এইরূপ হয়—

দ্রব্য

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম কাল দিক্ মন আত্মা

গুণবিভাগ।

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথক্ত্ব-সংযোগ-বিভাগ-পরত্বাপরত্ব-গুরুত্ব-দ্রবত্ব-স্নেহ-শব্দ-বুদ্ধি-সুখদুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারাশ্চতুর্বিংশতি গুণাঃ। ৪।

গুণবিভাগ।

৪। অনুবাদ—১। **রূপ**, ২। **রস**, ৩। **গন্ধ**, ৪। **স্পর্শ**, ৫। সংখ্যা, ৬। পরিমাণ, ৭। **পৃথক্ত্ব**, ৮। সংযোগ, ৯। বিভাগ, ১০। **পরত্ব**, ১১। অপরত্ব, ১২। **গুরুত্ব**, ১৩। **দ্রবত্ব**, ১৪। স্নেহ, ১৫। **শব্দ**, ১৬। বুদ্ধি, ১৭। **সুখ**, ১৮। **দুঃখ**, ১৯। ইচ্ছা, ২০। **দ্বেষ**, ২১। **প্রযত্ন**, ২২। **ধর্ম্ম**, ২৩। অধর্ম্ম এবং ২৪। **সংস্কার**—এই চব্বিশটি গুণ।৪

গুণ চব্বিশটীর অর্থ।

৪। ব্যাখ্যা—১। **রূপ**—যেমন লাল, কাল ইত্যাদি। ২। **রস**—কটু, তিক্ত, মিষ্টাদি। ৩। **গন্ধ**—সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ। ৪। **স্পর্শ**—শীতোষ্ণাদি। ৫। **সংখ্যা**—এক, দুই ইত্যাদি। ৬। **পরিমাণ**—ছোট, বড়। ৭। **পৃথক্ত্ব**—পৃথগ্‌ভাব। ৮। **সংযোগ**—মিলন। ৯। **বিভাগ**—বিচ্ছেদ। ১০। **পরত্ব**—দূর, জ্যেষ্ঠাদি। ১১। **অপরত্ব**—নিকট কনিষ্ঠাদি। ১২। **গুরুত্ব**—ভারি। ১৩। **দ্রবত্ব**—গলা-গলা ভাব। ১৪। **স্নেহ**—আঁটা-আটা-ভাবের কারণ। ১৫। **শব্দ**—আওয়াজ। ১৬। **বুদ্ধি**—জ্ঞান। ১৭। **সুখ**। ১৮। **দুঃখ**। ১৯। **ইচ্ছা**। ২০। **দ্বেষ**—বিরাগভাব। ২১। **প্রযত্ন**—কৃতি। ২২। **ধর্ম্ম**—পুণ্য। ২৩। **অধর্ম্ম**—পাপ। ২৪। **সংস্কার**—বাসনা। যাবতীয় গুণ এই ২৪ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।৪

দ্রব্য ও গুণের বিভাগ ভাষাপরিচ্ছেদে যেরূপ আছে, তাহা এই—

ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম-কালদিগ্‌দেহিনো মনঃ।
দ্রব্যাণ্যথ গুণা রূপং রসো গন্ধ স্ততঃ পরম্‌ ॥৩
স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বং চ ততঃ পরম্‌।
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরত্বকম্‌ ॥৪
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকম্‌।
দ্রবত্বং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ ॥৫

কর্ম্মবিভাগ

উৎক্ষেপণাপক্ষেপণাকুঞ্চনপ্রসারণগমনানি পঞ্চ কর্ম্মাণি।৫।

সামান্যবিভাগ

পরম্ অপরং চেতি দ্বিবিধং সামান্যম্।৬।

পাঁচপ্রকার কর্ম্মের পরিচয়।

৫। অনুবাদ—উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটী কর্ম্ম।৫

দ্বিবিধ সামান্য জাতির পরিচয়।

৬। অনুবাদ—পর এবং অপর এই দুই প্রকার সামান্য।৬

উৎক্ষেপণাদির অর্থ।

৫। ব্যাখ্যা—**উৎক্ষেপণ** অর্থ—ঊর্দ্ধে ফেলা, **অপক্ষেপণ** অর্থ—নিম্নদিকে ফেলা, **আকুঞ্চন** অর্থ—সংকুচিত হওয়া, **প্রসারণ** অর্থ—ছড়াইয়া পড়া, **গমন** অর্থ—যাওয়া। যাবতীয় কর্ম্ম এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত।৫

পর ও অপর সামান্যের অর্থ।

৬। ব্যাখ্যা—**পর** অর্থাৎ ব্যাপক বা বড়, **অপর** অর্থাৎ ব্যাপ্য বা ছোট—এই দুই প্রকার **সামান্য,** অর্থাৎ জাতি। যেমন দ্রব্যত্ব ব্যাপক

ভাষাপরিচ্ছেদে কর্ম্মপরিচয় এইরূপ—

উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণং চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥৬
ভ্রমণং রেচনং স্যন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ। (স্যন্দন=স্পন্দন)
তির্য্যগ্ গমনমপ্যত্র গমনাদেব গৃহ্যতে॥৭ (গৃহ্যতে=লভ্যতে)

ঐ সামান্যের পরিচয় এইরূপ—

সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরং চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥৮
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাঽপরতয়োচ্যতে। (চ=তু)
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাঽপরতয়োচ্যতে॥৯
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাদ্ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ॥১০

বিশেষবিভাগ

নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ বিশেষাস্তু অনন্তা এব। ৭।

বিশেষের পরিচয়।

৭। অনুবাদ—বিশেষ পদার্থ নিত্যদ্রব্যে থাকে, তাহা কিন্তু **অনন্তই হয়**।৭

(৬ব্যা) বা বড় জাতি বলিয়া **পরসামান্য**। কারণ, ঘট পটাদি সকল দ্রব্যে ইহা থাকে, কিন্তু ঘটত্ব জাতিটী কেবল ঘটেই থাকে, পটাদি অন্য দ্রব্যে থাকে না, এজন্য ইহা দ্রব্যত্ব জাতির ব্যাপ্য বা ছোট বলিয়া **অপরসামান্য,** অর্থাৎ ঘটত্ব জাতিটী দ্রব্যত্ব জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতি। কিন্তু **সত্তা** জাতি সর্ব্বাপেক্ষা পর, অর্থাৎ বড় জাতি, কারণ, ইহা সকল দ্রব্যে, সকল গুণে ও সকল কর্ম্মেই থাকে। এজন্য **দ্রব্যত্ব** জাতি তদপেক্ষা অপর অর্থাৎ ছোট, এবং **ঘটত্ব পটত্ব** প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অর্থাৎ অপর জাতি হইতে বড়। এজন্য সত্তা জাতি হইতে ছোট এবং ঘটত্ব পটত্ব জাতি হইতে বড় বলিয়া, দ্রব্যত্ব জাতিকে **পরাপর জাতিও** বলা হয়।

চিত্রদ্বারা ইহা প্রদর্শন করিলে এইরূপ হয়—

সামান্য বা জাতি

পরসামান্য (সত্তা) | অপরসামান্য

অপরসামান্য → পরাপরসামান্য (দ্রব্যত্ব) | অপরসামান্য (ঘটত্ব পটত্ব)

বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য পরিচয়।

৭। ব্যাখ্যা—**নিত্য দ্রব্য** বলিতে—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা ও মনঃ বুঝায়; পরমাণু সকলের প্রত্যেকের পরস্পরে যে ভেদকধর্ম্ম থাকে, তাহাকে **বিশেষ** পদার্থ বলে।৭

বিশেষ পদার্থ ভাষাপরিচ্ছেদে এইরূপ —

অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তি বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১০

সমবায়বিভাগ

সমবায়স্তু এক এব। ৮।

অভাববিভাগ

অভাবঃ চতুর্ব্বিধঃ; প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ অন্যোন্যাভাবশ্চ ইতি। ৯।

ইতি উদ্দেশপরিচ্ছেদঃ। ১০

সমবায়ের পরিচয়।

৮। অনুবাদ—সমবায় কিন্তু একই হয়। ৮

অভাবের পরিচয়।

৯। অনুবাদ—অভাব চারি প্রকার। যথা—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। ৯

১০। ইহাই হইল উদ্দেশপরিচ্ছেদ। ১০

৮। ব্যাখ্যা—নিত্যমিলিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে নিত্যমিলিতরূপ "সম্বন্ধ" তাহার নামই **সমবায়**। যেমন জলের শুভ্ররূপের সহিত জলের যে সম্বন্ধ, তাহাকে নিত্যমিলিত সম্বন্ধ বলা হয়। এই সম্বন্ধটির নাম সমবায় সম্বন্ধ। ইহা একই রূপ হয়।

সম্বন্ধ ও তাহার প্রতিযোগী ও অনুযোগীর পরিচয়।

এই সমবায় সম্বন্ধের ন্যায় "সংযোগ" ও "স্বরূপ" প্রভৃতি আরও অনেক সম্বন্ধ আছে। সেই সকল সম্বন্ধেই কিছু, কোন কিছুর উপর থাকে—বলা হয়। যাহা এই সকল সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে এই সকল সম্বন্ধের

সমবায় পদার্থ ভাষাপরিচ্ছেদে এইরূপ—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥১১

অভাব সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদ, যথা—

অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ॥১২
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥১৩

(৮ ব্যা) **প্রতিযোগী** বলে, এবং যাহাতে থাকে তাহাকে এই সম্বন্ধের **অনুযোগী** বলে। সুতরাং জল ও তাহার রূপের মধ্যে যে সমবায় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী "রূপ" এবং অনুযোগী "জল" বুঝিতে হইবে। সমবায় সম্বন্ধ এক হইলেও অনুযোগী ও প্রতিযোগী ভেদে বহু স্বীকার করা হয়। অভাব পদার্থেরও অনুযোগী ও প্রতিযোগী থাকে।৮

প্রাগভাবাদি চারি প্রকার অভাবের পরিচয়।

৯। ব্যাখ্যা—"নাই" "নয়" "হইবে" "ছিল" বা "নষ্ট" বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই **অভাব**। তন্মধ্যে "নাই" বলিলে **অত্যন্তাভাবকে** বুঝায়, যেমন "ঘট নাই" বলিলে ঘটের অত্যন্তাভাবকে বুঝায়; "ঘট—পট নয়" এইরূপ বলিলে **অন্যোন্যাভাবকে** বুঝায়। তদ্রূপ "হইবে" বলিলে **প্রাগভাবকে** বুঝায়, অর্থাৎ ঘট হইবার পূর্ব্বে ঘটের অভাবকে বুঝায়, এবং "ছিল" বা "নষ্ট" বলিলে **ধ্বংস** নামক পরবর্ত্তী অভাবকে বুঝায়। যেমন "ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে" বলিলে ঘটের অভাবকে বুঝায়।

দুই প্রকার অভাবের পরিচয়।

এই চারিপ্রকার অভাবকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—**সংসর্গাভাব** ও **অন্যোন্যাভাব**। তন্মধ্যে সংসর্গাভাবকে প্রাগভাব ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব—এই তিন প্রকার বলা হয়, এবং অন্যোন্যাভাবকে একই প্রকার বলা হয়। ইহার অপর নাম **ভেদ**।

ইহার চিত্র এইরূপ—

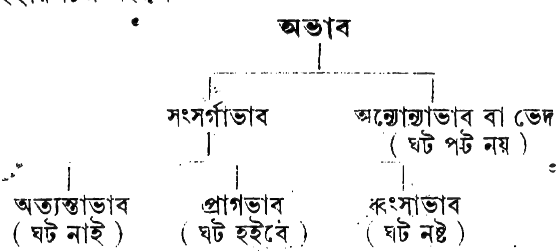

অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর পরিচয়।

সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগীর ন্যায় অভাবেরও অনুযোগী ও প্রতিযোগী আছে। যথা—যাহার অভাব, তাহাকে অভাবের **প্রতিযোগী** বলা হয়। যেমন ঘটের অভাবকে ঘটাভাব বলে। সেই

(৯ ব্যা) ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট। আর যাহাতে অভাব থাকে, তাহাকে অভাবের **অনুযোগী** বলে। যেমন ভূতলে ঘটাভাব থাকিলে ভূতল হয় ঘটাভাবের অনুযোগী। অতএব অনুযোগী ও প্রতিযোগী, সম্বন্ধ ও অভাবেরই হয়—বুঝিতে হইবে।৯

উদ্দেশ পদের অর্থ নির্দ্দেশ।

১০। ব্যাখ্যা—উদ্দেশ পদের অর্থ নামদ্বারা নির্দ্দেশ এবং তাহার বিভাগাদির দ্বারা পরিচয় প্রদান। এই ন্যায়শাস্ত্রটী উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই উদ্দেশপরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল—ইহাই এস্থলে বলা হইল।১০

পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদ, যথা—

সপ্তানামপি সাধর্ম্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে ॥১৩
দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চ ভাবা অনেকে সমবায়িনঃ ॥
সত্তাবন্তস্ত্রয়স্ত্বাদ্যা গুণাদির্নিগুর্ণক্রিয়ঃ ॥১৪
সামান্যপরিহীনাস্তু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ।
পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্ ॥১৫
অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।
কারণত্বং ভবেৎ তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৬
সমবায়িকারণত্বমথ জ্ঞেয়মপ্যসমবায়িহেতুত্বম্।
এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্ ॥১৭
যৎসমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনকং তৎ।
তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ ॥১৮
যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।
অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎপূর্ব্বভাববিজ্ঞানম্ ॥১৯
জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ ॥২০
এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধা দণ্ডত্বাদিকমাদিমম্।
ঘটাদৌ দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয়মপি দর্শিতম্ ॥২১
তৃতীয়ন্তু ভবেদ্ ব্যোম কুলালজনকোঽপরঃ।
পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্যাদেতেষ্বাবশ্যকস্ত্বসৌ ॥২২
সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।
গুণকর্ম্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্ ॥২৩
অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে ॥২৪

প্রশ্ন।

(উদ্দেশপরিচ্ছেদ).

১। তর্কসংগ্রহ পদের অর্থ কি ? (উত্তর—২ পৃঃ)
২। পদার্থ কয়প্রকার ? পদার্থপদের অর্থ কি ? (উঃ—২ পৃঃ)
৩। পদার্থ জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ? (উঃ—৩ পৃঃ)
৪। ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজন কি ? (উঃ—৩ পৃঃ)
৫। দ্রব্য কয়প্রকার ? তাহাদের নাম কি ? (উঃ—৪ পৃঃ)
৬। গুণ কয়প্রকার ? তাহাদের নাম কি ? (উঃ—৫ পৃঃ)
৭। কর্ম্ম কয়প্রকার ? তাহাদের নাম কি ? (উঃ—৬ পৃঃ)
৮। সামান্য কত প্রকার? তাহাদের বিভাগ কিরূপ? (উঃ—৬।৭ পৃঃ)
৯। বিশেষ কত প্রকার ? তাহার অর্থ কি ? (উঃ—৭ পৃঃ)
১০। সমবায় কয়প্রকার ? তাহার অর্থ কি ? (উঃ—৮ পৃঃ)
১১। অভাবের বিভাগ কিরূপ ? (উঃ—৮ পৃঃ)
১২। প্রত্যেকের দৃষ্টান্ত কিরূপ ? (উঃ—৯ পৃঃ)
১৩। কিরূপ পদ্ধতিতে ন্যায়শাস্ত্র রচিত ? (উঃ—১০ পৃঃ)
১৪। যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় কি ? (উঃ—৩ পৃঃ)
১৫। উদ্দেশপরিচ্ছেদের অর্থ কি ? (উঃ—১০ পৃঃ)
১৬। অনুযোগী ও প্রতিযোগী পদের অর্থ কি ? (উঃ—৮।৯ পৃঃ)
১৭। পরাপর জাতি কাহাকে বলে ? (উঃ—৭ পৃঃ)
১৮। নিত্যদ্রব্য কি কি ? (উঃ—৭ পৃঃ)

অথ লক্ষণপরিচ্ছেদঃ। *

দ্রব্যনিরূপণম্।

পৃথিবীর লক্ষণ ও পরিচয়।

তত্র গন্ধবতী পৃথিবী। সা দ্বিবিধা—নিত্যা, অনিত্যা চ। নিত্যা—পরমাণুরূপা; অনিত্যা,—কার্য্যরূপা; পুনঃ ত্রিবিধা, শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরম্—অস্মদাদীনাম্। ইন্দ্রিয়ং গন্ধগ্রাহকং ঘ্রাণং, নাসাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ মৃৎপাষাণাদিঃ। ১১

---

* অনুবাদ—এইবার লক্ষণপরিচ্ছেদ আরম্ভ করা যাইতেছে।

পৃথিবীর লক্ষণ ও পরিচয়।

১১। অনুবাদ—তন্মধ্যে যাহা গন্ধযুক্ত তাহাই পৃথিবী। সেই পৃথিবী আবার দুই প্রকার; যথা—নিত্যা এবং অনিত্যা। যাহা নিত্যরূপা পৃথিবী, তাহা পরমাণুরূপা, অর্থাৎ তাহা পৃথিবীর পরমাণু, এবং যাহা অনিত্যরূপা পৃথিবী, তাহা কার্য্যরূপা অর্থাৎ তাহা তাহার কার্য্য; যেমন পৃথিবীপরমাণু হইতে উৎপন্ন ঘট, পট, প্রভৃতি। সুতরাং পৃথিবীর কার্য্যভূত বস্তুগুলি অনিত্য। এই কার্য্যরূপা পৃথিবী আবার শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। যে কার্য্যরূপা পৃথিবী শরীররূপে অবস্থিত হয়, তাহা আমাদের এই দেহ। যে কার্য্যরূপা পৃথিবী ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত হয়, তাহা গন্ধের গ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয়; ইহা নাসিকার অগ্রদেশে থাকে। যে কার্য্যরূপা পৃথিবী বিষয়রূপে অবস্থিত হয়, তাহা—মাটি ও প্রস্তরাদি।১১

১১। ব্যাখ্যা—এইবার উদ্দেশপরিচ্ছেদে উক্ত সকল পদার্থের লক্ষণাদি একে একে কথিত হইবে, এজন্য পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদকে লক্ষণ-পরিচ্ছেদ বলা হইবে। লক্ষণ কাহাকে বলে তাহা পরে বলা হইতেছে। যাহা হউক এই পৃথিবী পরিচয়ের চিত্র এইরূপ—

ক্ষিতি

নিত্যা (পরমাণুরূপা)

অনিত্যা (কার্য্যরূপা)

শরীররূপা (আমাদের শরীর) | ইন্দ্রিয়রূপা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) | বিষয়রূপা (মৃৎপাষাণাদি)

লক্ষণ ও লক্ষ্য।

(১১ ব্যা) এস্থলে "যাহা গন্ধযুক্ত তাহা পৃথিবী" এইরূপ বলায় পৃথিবীর লক্ষণ বলা হইল। এই লক্ষণদ্বারা পৃথিবীকেই লক্ষ্য করা হইল, অর্থাৎ বুঝান হইল, এবং পৃথিবীভিন্ন যাহা কিছু সে গুলিকে বাদ দেওয়া হইল। এই লক্ষণবাক্যের মধ্যে "যাহা গন্ধযুক্ত তাহা" এই অংশটীকে "লক্ষণ" এবং "পৃথিবী" এই অংশটীকে "লক্ষ্য" বলা হয়।

লক্ষণের লক্ষণ।

লক্ষণদ্বারা লক্ষ্য বস্তুর যথার্থ পরিচয়দান করা হয়। লক্ষণটী এজন্য লক্ষ্যবস্তুর ধর্ম্ম বিশেষই হয়, আর এই ধর্ম্মমধ্যে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব---এই ত্রিবিধ দোষ থাকে না। এই তিনটী দোষ থাকিলে লক্ষণ নির্দ্দোষ হয় না। যেমন, গরুর লক্ষণ "শুক্লবর্ণ চতুষ্পদ" বলিলে কৃষ্ণবর্ণ গরুকে বুঝায় না বলিয়া এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়, এবং শুক্লবর্ণ অশ্বকেও বুঝায় বলিয়া সেই লক্ষণেই আবার অতিব্যাপ্তি হয়। তদ্রূপ গরুর লক্ষণ "পক্ষবিশিষ্ট প্রাণী" বলিলে অসম্ভব দোষ হয়। কারণ, গরু কখনই পক্ষবিশিষ্ট হয় না।

ভাষাপরিচ্ছেদে ক্ষিতির পরিচয়, এইরূপ—

তত্র ক্ষিতি র্গন্ধহেতু র্নানারূপবতী মতা।
ষড় বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধস্তু দ্বিবিধো মতঃ ॥৩৫
স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়ো হ্যনুষ্ণাঽশীতপাকজঃ।
নিত্যাঽনিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা ॥৩৬
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী।
সা চ ত্রিধা ভবেদ্ দেহমিন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা ॥৩৭
যোনিজাদি ভবেদ্ দেহমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণম্।
বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ ॥৩৮

পৃথিবীর লক্ষণে লক্ষণের লক্ষণ।

এই পৃথিবীর লক্ষণদ্বারা যদি সমুদায় পৃথিবীকে না বুঝাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর এই লক্ষণে **"অব্যাপ্তি"** দোষ হইত, আর যদি পৃথিবী ভিন্ন অন্য কিছুকেও বুঝাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর লক্ষণে **"অতি-ব্যাপ্তি"** দোষ হইত, এবং যদি একেবারেই পৃথিবীকে না বুঝাইয়া অন্য কিছু বুঝাইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীর লক্ষণে **"অসম্ভব"** দোষ হইত। যে লক্ষণে এই অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকে না, সেই লক্ষণকে যথার্থ বা নির্দ্দোষ লক্ষণ বলা হয়। এখানে পৃথিবীর যে লক্ষণ বলা হইল, অর্থাৎ যাহা গন্ধযুক্ত তাহা পৃথিবী—এই যে বলা হইল, ইহাতে এই তিন প্রকার দোষের কোনও প্রকার দোষই নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহা নির্দ্দোষ লক্ষণ। ইহার দ্বারা পৃথিবী ভিন্ন যাবদ্ বস্তুর সহিত ইহার যে ভেদ আছে; সেই ভেদের অনুমান হইয়া থাকে।

পৃথিবীপরমাণুর পরিচয়।

এই পৃথিবীর আসল রূপ—ইহার পরমাণু অবস্থা। ইহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এবং ইহা অপেক্ষা ছোট আকার, ইহার আর হইতেও পারে না। এজন্য ইহা আমাদের কোন ব্যবহারেও আসে না, এবং ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া আমরা সুখী বা দুঃখীও হই না। কিন্তু এই পৃথিবীর যে পরমাণুরূপ ইহাই ইহার নিত্যাবস্থা। তথাপি এই পরমাণু হইতে যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘট পটাদি যাবতীয় মৃত্তিকাসম্ভূত পদার্থ, সে সমস্তই পৃথিবীর কার্য্যাবস্থা এবং তাহারা অনিত্য, অর্থাৎ চিরকাল থাকিতে পারে না—বুঝিতে হইবে।

নিত্যানিত্য জ্ঞানের ফল।

অতএব পৃথিবীজাত যাবৎ পদার্থের উপর আসক্তিত্যাগ করা উচিত ইহাও এই সঙ্গে ইঙ্গিত করা হইল। কারণ, অনিত্য বস্তু হইতে যে সুখ হয়, তাহাও অনিত্যই হয়। অনিত্যের প্রতি আসক্তিই আমাদের যত দুঃখের মূল। নিত্যবস্তু বন্ধের হেতু হয় না। যেহেতু বন্ধন অজ্ঞান-জন্য অনিত্য। জগতের অনিত্যত্বের জ্ঞান না হইলে আমাদের নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভের প্রবৃত্তি হয় না। এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করাই এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত এই নিত্যানিত্য বর্ণনার দ্বারা ইহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের কথাও বলা হইল।১১

জলের লক্ষণ ও পরিচয়।

শীতস্পর্শবত্য আপঃ। তা দ্বিবিধাঃ—নিত্যা অনিত্যাঃ চ। নিত্যাঃ—পরমাণুরূপাঃ। অনিত্যাঃ—কার্য্যরূপাঃ। পুনঃ ত্রিবিধাঃ—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরং বরুণ-লোকে। ইন্দ্রিয়ং—রসগ্রাহকং রসনং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ—সরিৎসমুদ্রাদিঃ। ১২।

জলের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২। অনুবাদ—যাহা শীতস্পর্শযুক্ত তাহা জল। সেই জল দুই প্রকার; যথা—নিত্য এবং অনিত্য। যে জল নিত্যরূপ তাহা তাহার পরমাণুরূপ, যে জল অনিত্যরূপ তাহা তাহার কার্য্যরূপ। সেই কার্য্যরূপ জল আবার শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে তিন প্রকার। যে কার্য্যরূপ জল শরীররূপে অবস্থিত হয়, তাহা বরুণলোকে থাকে। যে কার্য্যরূপ জল ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত, তাহা রসের গ্রাহক রসনা নামক ইন্দ্রিয়। তাহা জিহ্বার অগ্রদেশে থাকে। যে কার্য্যরূপ জল বিষয়রূপে অবস্থিত তাহা—নদী ও সমুদ্রাদি। ইহার চিত্র এইরূপ—

জল
- নিত্য
  - পরমাণুরূপ
- অনিত্য (কার্য্যরূপ)
  - শরীর (বরুণলোকের জীবশরীর)
  - ইন্দ্রিয় (রসনেন্দ্রিয়)
  - বিষয় (সরিৎ সাগরাদি)।১২

জলের নিত্যত্বানিত্যত্ব জ্ঞানের ফল।

১২। ব্যাখ্যা—উক্তরূপে জলের জ্ঞান হইলে সেই জল হইতে উৎপন্ন রসনেন্দ্রিয় এবং নদ, নদী, সাগর, মেঘ প্রভৃতি সবই অনিত্য বলিয়া

ভাষাপরিচ্ছেদে জলের পরিচয়, এইরূপ—

বর্ণঃ শুক্লো রসস্পর্শৌ জলে মধুরশীতলৌ। স্নেহস্তত্র দ্রবত্বং তু সাংসিদ্ধিকমুদাহৃতম্ ॥৩৯

নিত্যতাদি প্রথমবৎ কিন্তু দেহমযোনিজম্। ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুর্হিমাদি বিষয়ো মতঃ ॥৪০

তেজের লক্ষণ ও পরিচয়।

উষ্ণস্পর্শবৎ তেজঃ। তৎ দ্বিবিধম্—নিত্যম্ অনিত্যং চ। নিত্যং—পরমাণুরূপম্। অনিত্যং—কার্য্যরূপম্। পুনঃ ত্রিবিধম্—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরম্—আদিত্যলোকে। ইন্দ্রিয়ং—রূপগ্রাহকং চক্ষুঃ, কৃষ্ণতারাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ চতুর্ব্বিধঃ—ভৌমদিব্যোদর্য্যাকরজভেদাৎ। ভৌমং—বহ্ন্যাদিকম্। অবিন্ধনং দিব্যং বিদ্যুদাদি। ভুক্তস্য পরিণামহেতুঃ ঔদর্য্যম্। আকরজং—সুবর্ণাদি। ১৩।

তেজের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৩। অনুবাদ—যাহা উষ্ণস্পর্শ (অর্থাৎ গরম) তাহা তেজঃ। তাহা দ্বিবিধ, যথা—নিত্য এবং অনিত্য। যাহা নিত্য তাহা পরমাণুরূপ, যাহা অনিত্য তাহা কার্য্যরূপ। সেই কার্য্যরূপ তেজ, আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ। কার্য্যরূপ তেজঃশরীর আদিত্যলোকে আছে। কার্য্যরূপ তেজের ইন্দ্রিয়—চক্ষুঃ ইহা রূপের গ্রাহক এবং কৃষ্ণতারার অগ্রদেশে থাকে। কার্য্যরূপ তেজের 'বিষয়' চারি প্রকার—যথা ভৌম, দিব্য, উদর্য্য ও আকরজ। ভৌম, তেজঃ—অগ্নিপ্রভৃতি। দিব্য তেজঃ—অবিন্ধন, অর্থাৎ অপ্ (মেঘরূপ জল) হইয়াছে যাহার ইন্ধন, অর্থাৎ বিদ্যুৎ। উদর্য্য তেজঃ—ভুক্ত অন্নের পরিপাকের হেতু পিত্তরূপ তেজঃ। আকরজ তেজঃ—সুবর্ণাদি।১৩

(১২ ব্যা) জ্ঞান হয়, সুতরাং মোক্ষলাভের পথও পরিষ্কৃত হয়। এস্থলে জলের নিত্যত্বানিত্যত্ব বর্ণনদ্বারা ইহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের কথাও বলা হইল। অবশিষ্ট কথা পৃথিবীর ন্যায় বুঝিতে হইবে।১২

তেজের নিত্যত্বানিত্যত্ব জ্ঞানের ফল।

১৩। ব্যাখ্যা—তেজঃ কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণপ্রভৃতি ধাতু দ্রব্য হইয়াছে। এজন্য উহাদিগকেও তেজঃ বলা হয়। মৃত্তিকার অংশের

বায়ুর লক্ষণ ও পরিচয়।

রূপরহিতস্পর্শবান্ বায়ুঃ। স দ্বিবিধঃ—নিত্যঃ অনিত্যশ্চ। নিত্যঃ—পরমাণুরূপঃ, অনিত্যঃ—কার্য্যরূপঃ;

বায়ুর লক্ষণ ও পরিচয়।

১৪। অনুবাদ—যাহার রূপ নাই, অথচ যাহা স্পর্শ-গুণযুক্ত তাহাই বায়ু। তাহা দ্বিবিধ; যথা—নিত্য এবং অনিত্য। তন্মধ্যে পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, এবং কার্য্যরূপ

.ঃ ব্য) পরিমাণ অনুসারে ধাতুগুলিও বিভিন্ন হইয়াছে। উহারা ..াণাদির ন্যায় পৃথিবী নহে। অপরাপর কথা পৃথিবী ও জলের ন্যায় বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং চন্দ্র ..দ অগ্নি সুবর্ণ প্রভৃতি সকই অনিত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর সুতরাং তাহাতে আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে। আর তাহা হইলে আমাদের মোক্ষমার্গও উন্মুক্ত হইবে। এস্থলেও নিত্যত্বানিত্যত্ববর্ণনার দ্বারা উহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের কথাই বলা হইল।১৩

সেই তেজের বিভাগচিত্র এইরূপ—

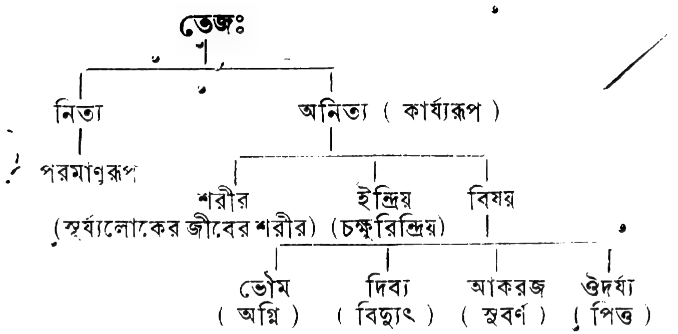

ভাষাপরিচ্ছেদে তেজের পরিচয়—

স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্তু স্যাদ্ রূপং শুক্লভাস্বরম্।
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বং তু নিত্যত্বাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥৪১
ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহ্নিস্বর্ণাদি বিষয়ো মতঃ ॥৪২

পুনঃ ত্রিবিধঃ—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরং—বায়ু-লোকে, ইন্দ্রিয়ং—স্পর্শগ্রাহকং ত্বক্, সর্ব্বশরীরবর্ত্তি। বিষয়ঃ—বৃক্ষাদিকম্পনহেতুঃ। শরীরান্তঃসঞ্চারী বায়ুঃ প্রাণঃ। স চ একোঽপি উপাধিভেদাৎ প্রাণাপানাদি-সংজ্ঞাং লভতে।১৪।

বায়ু অনিত্য। কার্য্যরূপ বায়ু আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে কার্য্যরূপ বায়ুর শরীর বায়ুলোকে আছে। কার্য্যরূপ বায়ুর যে ইন্দ্রিয় তাহা স্পর্শ-গুণের গ্রাহক ত্বক্ ইন্দ্রিয়; ইহা সর্ব্বশরীরে থাকে। যে কার্য্যরূপ বায়ু বিষয়রূপে অবস্থিত, তাহা বৃক্ষাদিকম্পনের হেতুভূত প্রসিদ্ধ বায়ু দ্রব্য। শরীরের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে বায়ু তাহার নাম প্রাণ। তাহা, প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমানভেদে পাঁচ প্রকার নাম প্রাপ্ত হয়।১৪

বায়ুর নিত্যত্বানিত্যত্ব জ্ঞানের ফল।

১৪। ব্যাখ্যা—কার্য্যভূত পৃথিবী, জল ও তেজের মত বায়ুরও পরমাণুরূপ ও কার্য্যরূপ থাকিলেও ইহাকে সকলে প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য বলেন না। ইহাকে স্পর্শগুণের দ্বারা অনুমান করা হয়। যাহা হউক এই বায়ুজাত ত্বগিন্দ্রিয় এবং প্রাণ ও এই বাহিরের বাতাসাদি—সবই অনিত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়ুসম্ভূত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই অনিত্য বুঝিয়া তাহা হইতে পৃথক্ নিত্য আত্মাই “আমি” বলিয়া বুঝিয়া সুখ-দুঃখের অতীত হইবার ইঙ্গিত করা হইল বুঝিতে হইবে। চিত্রদ্বারা ইহার বিভাগ পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।১৪

ভাষাপরিচ্ছেদে বায়ুর পরিচয়—

অপাকজোঽনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনো মতঃ ॥৪২
তির্য্যগ্ গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।
পূর্ব্ববন্নিত্যতাদ্যুক্তং দেহব্যাপি ত্বগিন্দ্রিয়ম্ ॥৪৩
প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ ॥৪৪

আকাশের লক্ষণ ও পরিচয়।

শব্দগুণকম্ আকাশম্। তৎ চ একং বিভু নিত্যং চ।১৫।

আকাশের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৫। অনুবাদ—শব্দ যাহার গুণ তাহাই আকাশ। সেই আকাশ এক ও বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, এবং নিত্য।১৫

(১৪ ব্যা)— **বায়ু**

- নিত্য
  - পরমাণুরূপ
- অনিত্য (কার্য্যরূপ)
  - শরীর (বায়ুলোকে)
  - ইন্দ্রিয় (ত্বগিন্দ্রিয়)
  - বিষয় (বাতাস)

আকাশের সহিত পৃথিব্যাদির প্রভেদ।

১৫। ব্যাখ্যা—আকাশের গুণ শব্দ, তাহা এক বিভু ও নিত্য। বিভু অর্থ—সর্ব্ব মূর্ত্তদ্রব্যসংযোগী। বিভুর পরমাণু নাই, এজন্য আকাশের পরমাণু নাই। আর তজ্জন্য পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু হইতে ইহা পৃথগ্ভাবাপন্ন দ্রব্য। আকাশ নিত্য বলিয়া আকাশের শরীররূপে অবস্থান অসম্ভব। কারণ, শরীররূপ থাকিলে, তাহা বিনাশী বা অনিত্য হয়। কিন্তু আকাশের ইন্দ্রিয়রূপ আছে। ইহার নাম শ্রবণেন্দ্রিয়। কর্ণবিবরের মধ্যবর্ত্তি আকাশকেই সেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। এজন্য কর্ণবিবরনাশে তাহার ঔপচারিক নাশ হয়। আর তজ্জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় অনিত্যই হয়, আকাশ কিন্তু নিত্যই থাকে। আকাশের বিষয়রূপও আছে, সেই বিষয়রূপে ইহা যাবৎ মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্তরূপে বিদ্যমান। ইহারও প্রত্যক্ষ হয় না বলা হয়। ঘটকাশ ও মঠকাশ প্রভৃতি উপাধিভেদে আকাশ নানা ও অনিত্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ আকাশ এক ও নিত্যই হয়।১৫

ভাষাপরিচ্ছেদে আকাশের পরিচয়—

আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ ॥৪৪

ইন্দ্রিয়ং তু ভবেচ্ছোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ ॥৪৫

কালের লক্ষণ ও পরিচয়।

অতীতাদিব্যবহারহেতুঃ কালঃ। স চ একঃ বিভুঃ নিত্যশ্চ।১৬।

দিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

প্রাচ্যাদিব্যবহারহেতুঃ দিক্। সা চ একা বিভ্বী নিত্যা চ।১৭।

কালের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৬। অনুবাদ—অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এইরূপ ব্যবহারের যাহা হেতু, তাহাই কাল, আর সেই কাল, এক ও বিভু এবং নিত্য।১৬

দিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৭। অনুবাদ—প্রাচ্যাদি অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি প্রকারের যে ব্যবহার, সেই ব্যবহারের যাহা হেতু তাহাই দিক্। সেই দিক্ এক ও বিভু এবং নিত্য।১৭

কালপরিচয়ে মহাকাল ও খণ্ডকাল।

১৬। ব্যাখ্যা—ইহাও আকাশের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। অতীতাদি ব্যবহারের হেতু বলিয়া ইহাকে অনুমান করিয়া লওয়া হয়। ইহার পরিচয় অনেকটা আকাশেরই মত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কালকে জগতের আধার বলা হয়। খণ্ডকাল ও মহাকাল ভেদে ইহা দ্বিবিধ। অতীতাদি ব্যবহার খণ্ডকালেরই হয়। উপাধিযোগে মহাকালই খণ্ডকাল নামে অভিহিত হয়। অতীতাদি উপাধি, ইহারা অনিত্য।১৬

দিক্‌সম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্য।

১৭। ব্যাখ্যা—ইহাও প্রত্যক্ষ হয় না। পূর্ব্বপশ্চিমাদি ব্যবহার-দ্বারা ইহার অনুমান করিয়া লওয়া হয়। ইহাও অনেকটা আকাশ ও

ভাষাপরিচ্ছেদে কালের পরিচয়,—

জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ ॥৪৫
পরাঽপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ ॥৪৬

ভাষাপরিচ্ছেদে দিকের পরিচয়,—

দূরান্তিকাদিধীহেতুরেকা নিত্যা দিগুচ্যতে ॥৪৬
উপাধিভেদাদেকাঽপি প্রাচ্যাদিব্যপদেশভাক্ ॥৪৭

আত্মার লক্ষণ ও পরিচয়।

জ্ঞানাধিকরণম্ আত্মা। স দ্বিবিধঃ—পরমাত্মা জীবাত্মা চেতি। তত্র ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব। জীবাত্মা প্রতিশরীরং ভিন্নঃ বিভুঃ নিত্যশ্চ।১৮।

আত্মার লক্ষণ ও পরিচয়।

১৮। অনুবাদ—জ্ঞানের যাহা অধিকরণ তাহাই আত্মা। সেই আত্মা দ্বিবিধ, যথা—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা তিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও একই। জীবাত্মা প্রতি-শরীরে ভিন্ন, বিভু এবং নিত্য।১৮

(১৭ ব্যা) কালেরই মত দ্রব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। "পূর্ব্বাদিকে" দিকের উপাধিবিশেষ বলা হয়।১৭

জ্ঞান ও জ্ঞানাধিকরণপদের অর্থ।

১৮। ব্যাখ্যা—যাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই আত্মা। ইহাই আত্মার লক্ষণ। অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না হইয়া আত্মার সহিত মনের সংযোগে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে **মানসিক জ্ঞান** বলে। যেমন সুখের জ্ঞান, জ্ঞানের জ্ঞান ও দুঃখের জ্ঞান—মানসিক জ্ঞান। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম ঐন্দ্রিয় জ্ঞান। ঐ নিমিত্ত আত্মমনের সংযোগ আবশ্যক হইলেও তাহাকে মানসিক জ্ঞান বলা হয় না; কারণ, ঐ নিমিত্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, তৎপরে সেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং তৎপরে সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয়, আর তৎপরে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। জ্ঞান

ভাষাপরিচ্ছেদে আত্মার পরিচয়,—

আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্ত্তৃকম্ ॥৪৭
শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ ॥৪৮
মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ ॥৪৯
প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথিঃ।
অহংকারস্যাশ্রয়োঽয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ ॥৫০
বিভুর্বুদ্ধ্যাদি গুণবান্ [বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা] ॥৫১

R. K. M. I. C. LIBRARY
Belur Math, Howrah

মনের লক্ষণ ও পরিচয়।

সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনম্ ইন্দ্রিয়ং মনঃ। তৎ চ প্রত্যাত্ম-নিয়তত্বাৎ অনন্তম্ অণুরূপং নিত্যং চ।১৯।

মনের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৯। অনুবাদ—সুখদুঃখরূপ বিষয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সাধন যে ইন্দ্রিয়, তাহাই মনঃ। তাহা প্রত্যেক আত্মার পৃথক্‌পৃথক্ বলিয়া অনন্ত; আর এই মন অণুরূপ এবং নিত্য।১৯

জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব।

(১৮ ব্যা) প্রথমক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিত, তৃতীয়ক্ষণে নষ্ট হয়। বৌদ্ধমতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াই নষ্ট হয়, একক্ষণও থাকে না।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার জ্ঞান।

পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, তাহা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও অনিত্য। এই দ্বিবিধ জ্ঞানের অধিকরণই আত্মা। এই জন্য যাহা জ্ঞানের অধিকরণ তাহাকে আত্মা বলা হয়। আকাশ, দিক্ ও কাল—ইহারা বিভু ও নিত্য হইলেও জ্ঞানের অধিকরণ নহে বলিয়া ইহারা আত্মা নহে। চতুর্ব্বিধ পরমাণু বিভু নহে বলিয়া এবং পরমাণুজন্য যাবদ্ বস্তু অনিত্য বলিয়া তাহারাও আত্মা নহে। এইরূপে আত্মার জ্ঞানে আত্মা ও অনাত্মার একত্বরূপ অজ্ঞানের নাশে অপুনরাবৃত্তিস্বরূপ মুক্তি হয়। সেই আত্মার বিভাগ এইরূপ—১৮

আত্মা

জীবাত্মা	পরমাত্মা বা ঈশ্বর
বহু, বিভু ও নিত্য	এক, বিভু ও নিত্য।

অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়।

১৯। ব্যাখ্যা—মনকে **অন্তরিন্দ্রিয়** বলে। চক্ষু কর্ণাদিকে

ভাষাপরিচ্ছেদে মনের পরিচয়, এই—

স্মাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।
অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে ॥৮৫

বহিরিন্দ্রিয় বলে। এই মন অণুরূপ অর্থাৎ অতিশয় ক্ষুদ্রাকার, এবং নিত্য। বিভু আত্মা যেমন সংখ্যায় অনন্ত, ইহাও তদ্রূপ সংখ্যায় অনন্ত। বিভুবস্তুর ও অণুরূপ বস্তুর অবয়ব নাই বলিয়া এক-স্থানে দুইটী অণু বা দুইটি বিভুবস্তু থাকিতে বাধা হয় না। যাহার অবয়ব আছে তাহারাই একস্থানে দুইটি থাকিতে পারে না।

জীবের স্বরূপপরিচয় ও মুক্তিলাভের উপায়।

এই অণুরূপ মন, বিশেষবিশেষ অদৃষ্টবিশিষ্ট বিভুরূপ আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া ভিন্নভিন্ন অদৃষ্টসম্পন্ন জীব হইয়া থাকে। এই ন্যায়শাস্ত্রসম্মত জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা (ক) এই মন ও আত্মা পৃথক, এবং (খ) আত্মাতে যে বিশেষবিশেষ অদৃষ্ট, তাহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু কর্ম্মজন্য আগন্তুক ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা হইতেও আত্মা পৃথক্—তাহাতে আত্মা লিপ্ত হয় না—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় করিয়া তদ্বিপরীত অজ্ঞান নাশ করিয়া ধ্যানদ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে। অর্থাৎ আত্মার যে **সামান্য-গুণ** তাহাই থাকে, তাহার যে **বিশেষগুণ** তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অদৃষ্টটী আত্মার একটী বিশেষগুণ। আত্মার এই সামান্যগুণ ও বিশেষগুণের কথা পরে বলা হইবে। এইভাবে আত্মার প্রকৃতস্বরূপের জ্ঞানদ্বারা জীব যাহাতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্যই এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। মুক্তি হইলে আত্মা ও মনের বিজাতীয় সংযোগ আর থাকে না। আর অদৃষ্টও থাকে না। ইতি দ্রব্য নিরূপণ বা নয়টী দ্রব্যের লক্ষণ।১৯

দ্রব্যপদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভাষাপরিচ্ছেদে, যথা—
ক্ষিত্যাদীনাং নবানাংতু দ্রব্যত্বংগুণযোগিতা ॥২৪ ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ।
পরাপরত্বমূর্ত্তত্বক্রিয়াবেগাশ্রয়া অমী ॥২৫ কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ।
ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতানি চত্বারি স্পর্শবন্তি হি ॥২৬ দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাদথাকাশশরীরিণাম্।
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইষ্যতে ॥২৭ রূপদ্রবত্বপ্রত্যক্ষযোগিনঃ প্রথমাস্ত্রয়ঃ।
গুরুণী দ্বে রসবতী দ্বয়ো নৈমিত্তিকো দ্রবঃ ॥২৮ আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষগুণযোগিনঃ।
যদুক্তং যস্য সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যমিতরস্য তৎ ॥২৯ স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগাখ্যসংস্কারো মরুতোগুণাঃ।
অষ্টৌ স্পর্শাদয়োরূপং দ্রবো বেগশ্চ তেজসি ॥৩০ স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বং চ দ্রবত্বকম্।
রূপং রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ ॥৩১ স্নেহহীনা গন্ধযুতাঃ ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।
বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা ॥৩২ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
সংখ্যাদিপঞ্চকং কালদিশোঃ শব্দশ্চ তে চ খে ॥৩৩ সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছাযত্নোঽপি চেশ্বরে।
পরত্বাঽপরত্বে সংখ্যাদ্যাঃ পঞ্চ বেগশ্চ মানসে ॥৩৪ (পরত্বাঽপরত্বে = পরাপরত্বং)

প্রশ্ন

(দ্রব্যনিরূপণ)

১। পৃথিবীর লক্ষণ কি ? (উত্তর ১২ পৃঃ)
২। পৃথিবী কতরূপে বর্ত্তমান ? (ঐ)
৩। নাসিকা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? (ঐ)
৪। লক্ষণ কাহাকে বলে ? (উঃ ১৩ পৃঃ)
৫। অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব পদের অর্থ কি ? (উঃ ১৪ পৃঃ)
৬। লক্ষণদ্বারা কিসের অনুমান হয় ? (ঐ)
৭। পৃথিবীর জ্ঞান মুক্তির সহায় কিরূপে হয় ? (ঐ)
৮। জলের লক্ষণ কি ? (উঃ ১৫ পৃঃ)
৯। জল কতরূপে বিরাজমান ? (ঐ)
১০। নিত্যানিত্য অবস্থাভেদে জলের রূপ কি ? (ঐ)
১১। তেজের লক্ষণ কি ? (উত্তর ১৬ পৃঃ)
১২। তেজঃ কতরূপে বিদ্যমান ? (ঐ)
১৩। তেজঃ বিষয়রূপে কত প্রকার ? (ঐ)
১৪। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুগুলি কি দ্রব্য ? (উত্তর ১৭ পৃঃ)
১৫। বায়ুর লক্ষণ কি ? (ঐ)
১৬। বায়ু কতরূপে বিরাজমান ? (উঃ ১৮ পৃঃ)
১৭। বায়ু যে আছে, তাহার প্রমাণ কি ? (উঃ ১৯ পৃঃ)
১৮। পরমাণু কোন্ কোন্ দ্রব্যের হয় ? (ঐ)
১৯। আকাশের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ? (উঃ ২০ পৃঃ)
২০। আকাশের সহিত অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রভেদ কি ? (ঐ)
২১। কালের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ? (উঃ ২১ পৃঃ)
২২। দিকের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ? (ঐ)
২৩। আত্মার লক্ষণ বিভাগ ও পরিচয় কিরূপ ? (উঃ ২২ পৃঃ)
২৪। আত্মা ও অনাত্মার ভেদ কোথায় ? (উঃ ২৩ পৃঃ)
২৫। মুক্তিতে আত্মার কি অবস্থান্তর হয় ? (উঃ ২৪ পৃঃ)
২৬। মনের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ? (উঃ ২৫ পৃঃ)
২৭। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় কি ? (উঃ ২৬ পৃঃ)

গুণনিরূপণম্।

রূপের লক্ষণ ও পরিচয়।

চক্ষুমাত্রগ্রাহ্যগুণঃ রূপম্। তৎ চ শুক্ল-নীল-পীত-রক্ত-হরিত-কপিশ-চিত্রভেদাৎ সপ্তবিধম্। পৃথিবীজলতেজোবৃত্তি। তত্রৈব পৃথিব্যাং সপ্তবিধম্। অভাস্বরং শুক্লং জলে, শুক্লং ভাস্বরং তেজসি।২০।

রূপের লক্ষণ ও পরিচয়।

২০। অনুবাদ—চক্ষুমাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ, তাহাই রূপ। সেই রূপ—শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র ভেদে সাত প্রকার। এই সাত প্রকার রূপই পৃথিবী, জল এবং তেজে থাকে। তন্মধ্যে পৃথিবীতে এই সাত প্রকার রূপই থাকে। অনুজ্জ্বল শুক্ল রূপ থাকে জলে, এবং উজ্জ্বল শুক্ল রূপ থাকে তেজে।২০

শুক্লাদিরূপের অর্থ।

২০। ব্যাখ্যা—হরিত রূপ অর্থ সবুজ রং। কপিশ রূপ অর্থ বেগুণে রং। অবয়বে একাধিক বর্ণ থাকিলে অবয়বীর রূপকে চিত্ররূপ বা বিচিত্র বর্ণ বলে। এই রূপে "রূপ" সাত প্রকার হয়।

পাকজরূপ পদের অর্থ।

পৃথিবীতে ও পরমাণুতে যে রং থাকে, তাহা **অনিত্য** ও **পাকজ।** পাজক অর্থাৎ যাহা অগ্নিসংযোগে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু জল ও তেজের পরমাণুর রং এবং জল ও তেজের রং নিত্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হয় না এবং অপাজক অর্থাৎ অগ্নিসংযোগেও অপরিবর্ত্তনীয়—ইহাই বুঝিতে হইবে।২০

ভাষাপরিচ্ছেদে রূপের পরিচয়, যথা—

চক্ষুগ্রাহ্যং ভবেদ্ রূপং দ্রব্যাদেরুপলম্ভকম্।
চক্ষুষঃ সহকারি স্যাৎ শুক্লাদিকমনেকধা ॥১০০
জলাদিপরমাণৌ তন্নিত্যমন্যৎ সহেতুকম্ ॥১০১

রসের লক্ষণ ও পরিচয়।

রসনগ্রাহ্যঃ গুণঃ রসঃ। স চ মধুরাম্ল-লবণ-কটু-কষায়-তিক্তভেদাৎ ষড়্‌বিধঃ। পৃথিবীজলবৃত্তিঃ। পৃথিব্যাং ষড়বিধঃ। জলে মধুর এব।২১।

গন্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

ঘ্রাণগ্রাহ্যঃ গুণঃ গন্ধঃ। স চ দ্বিবিধঃ—সুরভিঃ অসুরভিশ্চ। পৃথিবীমাত্রবৃত্তিঃ।২২।

রসের লক্ষণ ও পরিচয়।

২১। অনুবাদ—রসনার গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই রস। সেই রস মধুর অম্ল লবণ কটু কষায় ও তিক্তভেদে ছয় প্রকার। ইহারা পৃথিবী ও জলে থাকে। পৃথিবীতে ছয় প্রকার রসই থাকে, জলে কিন্তু মধুর রসই থাকে।২১

গন্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

২২। অনুবাদ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই গন্ধ। সেই গন্ধ দুই প্রকার, যথা—সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই গন্ধ কেবল মাত্র পৃথিবীতে থাকে।২২

অপাকজরসের অর্থ।

২১। ব্যাখ্যা—পৃথিবীর ও তাহার পরমাণুর যে রস, তাহা পাকজ ও অনিত্য, অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে অন্যরূপ হয়। জলের যে রস, তাহা কিন্তু অপাকজ ও নিত্য।২১

২২। ব্যাখ্যা—এই গন্ধ গুণটী পৃথিবীতেই থাকে এবং রূপ ও রসের ন্যায় পাকজ ও অনিত্য। অর্থাৎ অগ্নি সংযোগে ইহার পরিবর্ত্তন হয়।২২

ভাষাপরিচ্ছেদে রসের পরিচয়, যথা—

রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা ॥১০১
সহকারী রসজ্ঞায়া নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥১০২

ভাষাপরিচ্ছেদে গন্ধের পরিচয়, যথা—

ঘ্রাণগ্রাহ্যো ভবেদ্ গন্ধো ঘ্রাণস্যৈবোপকারকঃ ॥১০২
সৌরভশ্চাসৌরভশ্চ স দ্বেধা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১০৩

স্পর্শের লক্ষণ ও পরিচয়।

ত্বগিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যঃ গুণঃ স্পর্শঃ। স ত্রিবিধঃ—শীতোষ্ণানুষ্ণাশীতভেদাৎ। পৃথিবীজলতেজোবায়ুবৃত্তিঃ। তত্র শীতঃ জলে, উষ্ণঃ তেজসি, অনুষ্ণাশীতঃ পৃথিবীবায়্বোঃ।২৩।

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের সাধারণ ধর্ম্ম।

রূপাদিচতুষ্টয়ং পৃথিব্যাং পাকজম্ অনিত্যং চ; অনত্র অপাকজং নিত্যম্ অনিত্যং চ। নিত্যগতম্ নিত্যম্, অনিত্যগতম্ অনিত্যম্।২৪।

স্পর্শের লক্ষণ ও পরিচয়।

২৩। অনুবাদ—ত্বক্ ইন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ, তাহাই স্পর্শ। সেই স্পর্শ—শীত, উষ্ণ এবং অনুষ্ণাশীতভেদে তিন প্রকার। এই স্পর্শ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে থাকে। তন্মধ্যে শীতস্পর্শ থাকে জলে, উষ্ণস্পর্শ থাকে তেজে, এবং অনুষ্ণাশীতস্পর্শ অর্থাৎ "না গরম, না ঠাণ্ডা" স্পর্শ থাকে—পৃথিবী এবং বায়ুতে।২৩

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের সাধারণ ধর্ম্ম।

২৪। অনুবাদ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ পৃথিবীতে পাকজ এবং অনিত্য। অন্যত্র অর্থাৎ জল তেজ ও বায়ুতে অপাকজ এবং অনিত্য। তন্মধ্যে যাহা নিত্য জল তেজ ও বায়ুতে থাকে, অর্থাৎ যাহা জল তেজ ও বায়ুর পরমাণুতে থাকে, তাহারা নিত্য, এবং যাহা অনিত্য বা কার্য্যরূপ জল তেজ ও বায়ুতে থাকে, তাহা অনিত্য।২৪

পাকজ স্পর্শের অর্থ।

২৩। ব্যাখ্যা—রূপ রস ও গন্ধের ন্যায় পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ ও

ভাষাপরিচ্ছেদে স্পর্শের পরিচয়, যথা—

স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত্বচঃ স্যাদুপকারকঃ ॥১০৩
অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ।
কাঠিন্যাদি ক্ষিতাবেব নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥১০৪

সংখ্যার লক্ষণ ও পরিচয়।

একত্বাদিব্যবহারহেতুঃ সংখ্যা। সা নবদ্রব্যবৃত্তিঃ। একত্বাদিপরার্ধপর্য্যন্তা। একত্বং নিত্যম্ অনিত্যং চ। নিত্যগতং নিত্যম্, অনিত্যগতম্ অনিত্যম্। দ্বিত্বাদিকং তু সর্ব্বত্র অনিত্যমেব।২৫।

সংখ্যার লক্ষণ ও পরিচয়।

২৫। অনুবাদ—একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি ব্যবহারের যে হেতু, তাহাই সংখ্যা। ইহা নয়টি দ্রব্যেই থাকে এবং একত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত। একত্বটি নিত্য এবং অনিত্য। নিত্য দ্রব্যে যে একত্ব তাহা নিত্য, এবং অনিত্য দ্রব্যে যে একত্ব তাহা অনিত্য। দ্বিত্বাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যা অনিত্য।২৫

(২৩ ব্যা) অনিত্য বুঝিতে হইবে। জল তেজ ও বায়ুর যে স্পর্শ তাহা উহাদের নিত্যরূপে অর্থাৎ পরমাণুতে নিত্য ও অনিত্যরূপে অর্থাৎ কার্য্যরূপে অনিত্য।২৩

সংখ্যাশব্দের অর্থ।

২৫। ব্যাখ্যা—"এক" "দুই" বলিলে এক বা দুইটী দ্রব্যাদিকে বুঝায় বলিয়া একত্ব দ্বিত্বকে সংখ্যা বলা হয়। মোটামুটি ব্যবহারে "এক" "দুই"কেও সংখ্যা বলা হয়, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে, পরন্তু একত্ব ও দ্বিত্বাদিকেই সংখ্যা বলা হয়।২৫

এতেষাং পাকজত্বন্তু ক্ষিতৌ নান্যত্র কুত্রচিৎ।
তত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ পাকো বৈশেষিকে নয়ে ॥১০৫
নৈয়ায়িকানাং তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতে ॥১০৬

ভাষাপরিচ্ছেদে সংখ্যার পরিচয়, যথা—

গণনাব্যবহারে তু হেতুঃ সংখ্যাভিধীয়তে ॥১০৬
নিত্যেষু নিত্যমেকত্বমনিত্যেঽনিত্যমিষ্যতে।
দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্দ্ধান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজা মতাঃ ॥১০৭
অনেকাশ্রয়পর্য্যাপ্তা এতে তু পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ ॥১০৮
অনেকৈকত্ববুদ্ধি র্যা সাঽপেক্ষাবুদ্ধিরুচ্যতে ॥১০৯

পরিমাণের লক্ষণ ও পরিচয়।

মানব্যবহারাসাধারণং কারণং পরিমাণম্। নবদ্রব্য-বৃত্তি। তৎ চ চতুর্ব্বিধম্ অণুমহৎদীর্ঘহ্রস্বং চেতি।২৬।

পরিমাণের লক্ষণ ও পরিচয়।

২৬। অনুবাদ—মানের ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই পরিমাণ। ইহা নয়টি দ্রব্যেই থাকে, এবং অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, ভেদে চারিপ্রকার।২৬

অণুমহৎ প্রভৃতির অর্থ।

২৬। ব্যাখ্যা—অণু অর্থ—ক্ষুদ্র, মহৎ অর্থ—বড়, দীর্ঘ অর্থ—লম্বা, এবং হ্রস্ব অর্থ—ছোট; এইরূপে পরিমাণ চারিপ্রকার। আত্মাকে পরমমহৎ বলা হয়। মনকে অণু বলা হয়, দ্ব্যণুককেও অণু বলা হয়।

কারণগুণ ও কার্য্যগুণের সম্বন্ধ।

এস্থলে পরিমাণ সম্বন্ধে একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ হইতে তাহাদের কার্য্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। সর্ব্বত্র কারণের গুণ হইতে কার্য্যে এতদনুরূপ গুণ উৎপন্ন হয়। যেমন সূত্ররূপ কারণের "রূপ" গুণ হইতে বস্ত্ররূপ কার্য্যের "রূপ" গুণ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সূত্র শুক্লরূপ হইলে বস্ত্রও শুক্লরূপ হয়। এস্থলে তাহা না হইয়া পরমাণু ও দ্ব্যণুকের সংখ্যা নামক গুণ হইতে তাহাদের কার্য্যের পরিমাণ গুণ উৎপন্ন হয়।

দ্ব্যণুকাদের উৎপত্তি।

দুইটি অণু বা পরমাণু মিলিয়া একটী দ্ব্যণুক হয়, তিনটি দ্ব্যণুক মিলিয়া একটি ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু হয়, ইহাই অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রে দেখা যায়। অনেক সময় দ্ব্যণুককে অণু বলা হয়। আবার পরমাণুকেও অণু নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত অর্থ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে।২৬

ভাষাপরিচ্ছেদে পরিমাণ সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

পরিমাণং ভবেন্মানব্যবহারস্য কারণম্॥১০৯ অণু দীর্ঘং মহদ্ধ্রস্বমিতি তদ্ভেদ ঈরিতঃ। অনিত্যে তদনিত্যং স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্ ১১০ সংখ্যাতঃ পরিমাণাচ্চ প্রচয়াদপি জায়তে। অনিত্যং দ্ব্যণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতম্॥১১১ পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে। প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে॥ পরিমাণং তুলকাদৌ নাশ স্বাশ্রয়নাশতঃ॥১১৩

পৃথকত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

পৃথগ্‌ব্যবহারাসাধারণং কারণং পৃথক্‌ত্বম্‌। সর্ব্বদ্রব্য-বৃত্তি।২৭।

সংযোগের লক্ষণ ও পরিচয়।

সংযুক্তব্যবহারহেতুঃ সংযোগঃ। সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তিঃ।২৮।

পৃথক্‌ত্বের লক্ষণ ও পরচয়।

২৭। অনুবাদ—পৃথক্ বলিয়া যে ব্যবহার, সেই ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই পৃথক্‌ত্ব। ইহা সর্ব্ব দ্রব্যে থাকে।২৭

সংযোগের লক্ষণ ও পরিচয়।

২৮। অনুবাদ—"সংযুক্ত" এইরূপ বলিয়া যে ব্যবহার, তাহার যে হেতু, তাহাই সংযোগ। ইহা সমুদায় দ্রব্যে থাকে।

পৃথক্‌ত্ব ও অন্যোন্যাভাব এক নহে।

২৭। ব্যাখ্যা—"এটা একটা আলাদা জিনিষ," "সেটা একটা আলাদা জিনিষ," এইরূপ ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই পৃথক্‌ত্ব নামক গুণ। ইহাকে অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলিয়া বুঝা উচিৎ নহে।২৭

সংযোগের লক্ষণ ও তাহার অনুযোগী প্রতিযোগী।

২৮। ব্যাখ্যা—এই সংযোগ একটী সম্বন্ধ। যাহা সংযোগ সম্বন্ধে

ভাষাপরিচ্ছেদে সংখ্যাসম্বন্ধে এইরূপ আছে—

সংখ্যাবৎ তু পৃথক্‌ত্বং স্যাৎ পৃথক্ প্রত্যয়কারণম্‌॥১১৩
অন্যোন্যাভাবতঃ নাঽস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে।
অস্মাৎ পৃথক্ ইদং নেতি প্রতীতি র্হি বিলক্ষণা॥১১৪

ভাষাপরিচ্ছেদে সংযোগসম্বন্ধে এইরূপ আছে—

অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগঈরিতঃ। কীর্ত্তিতস্ত্রিবিধস্ত্বেষ আদ্যোঽন্যতরকর্ম্মজঃ॥১১৫
তথোভয়ক্রিয়াজন্যো ভবেৎসংযোগজোঽপরঃ। আদিমঃ শ্যেনশৈলাদিসংযোগঃ পরিকীর্ত্তিতঃ১১৬
মেষয়োঃ সন্নিপাতো যঃ স দ্বিতীয় উদাহৃতঃ। কপালতরুসংযোগাৎ সংযোগস্তরুকুম্ভয়োঃ॥১১৭
তৃতীয়ং স্যাৎ কর্ম্মজোঽপি দ্বিধৈব পরিকীর্ত্তিতঃ। অভিঘাতো নোদনং চ শব্দহেতুরিহাদিমঃ১১৮
শব্দাহেতুর্দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ [বিভাগোঽপি দ্বিধা ভবেৎ]।১১৯

বিভাগের লক্ষণ ও পরিচয়।

সংযোগনাশকঃ গুণঃ বিভাগঃ, সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তিঃ ।২৯।

বিভাগের লক্ষণ ও পরিচয়।

২৯। অনুবাদ—সংযোগের নাশক যে গুণ সেই গুণের নাম বিভাগ—ইহা সমুদায় দ্রব্যে থাকে ।২৯

(২৮ ব্যা) থাকে, তাহাকে সংযোগের **প্রতিযোগী** বলে; যাহাতে সংযোগ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তাহাকে সংযোগের **অনুযোগী** বলে। যেমন—ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট যখন থাকে, তখন ঘট হয় সংযোগের প্রতিযোগী এবং ভূতল হয় সংযোগের অনুযোগী। এই অনুযোগী এবং প্রতিযোগী অভাবের পক্ষেও থাকে বুঝিতে হইবে। সংযোগটি দ্রব্যে দ্রব্যেই হয়। গুণে দ্রব্যে বা গুণে গুণে সংযোগ হয় না। দ্রব্য ও গুণে বা দ্রব্য ও কর্ম্মে যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। একটী দ্রব্যে যদি দুইটী দ্রব্য বা দুইটী গুণ থাকে, তবে সেই দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে বা গুণদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধকে **সামানাধিকরণ্য** সম্বন্ধ বলা হয়—ইহাও বুঝিতে হইবে ।২৮

বিভাগের পরিচয়।

২৯। ব্যাখ্যা—যে দুইটী দ্রব্য সংযুক্ত, তাহাদিগকে পৃথক্ বা বিভক্ত করিতে গেলেই তাহাদের সেই সংযোগকে নষ্ট করা আবশ্যক হয়। এই জন্য যে গুণ সংযোগ নামক গুণের নাশক, তাহাকেই বিভাগ গুণ বলা হয়। বিভাগও দ্রব্যে দ্রব্যে হয়। দ্রব্যে গুণে বা গুণে গুণে ইত্যাদি স্থলে বিভাগ হয় না। বিভাগটী সংযোগনাশক বলিয়া তাহাকে সংযোগের অভাব বলিয়া ভাবাও উচিত নহে, পরন্তু উহা একটী গুণ। বিভাগটীকে সম্বন্ধও বলা হয় না ।২৯

ভাষাপরিচ্ছেদে বিভাগসম্বন্ধে এইরূপ আছে—

[শব্দাহেতুর্দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ] বিভাগোঽপি দ্বিধা ভবেৎ।
এককর্ম্মোদ্ভবস্ত্বাদ্যো দ্বয়কর্ম্মোদ্ভবোঽপরঃ ॥১১৯
বিভাগজস্তৃতীয়ঃ স্যাৎ তৃতীয়োঽপি দ্বিধা ভবেৎ।
হেতুমাত্রবিভাগজো হেত্বহেতুবিভাগজঃ ॥১২০

পরত্ব ও অপরত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

পরাপরব্যবহারাসাধারণকারণে পরত্বাপরত্বে। পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোবৃত্তিনী। তে চ দ্বিবিধে—দিক্‌কৃতে কালকৃতে চেতি। দূরস্থে দিক্‌কৃতং পরত্বম্, সমীপস্থে দিক্‌কৃতম্ অপরত্বম্. জ্যেষ্ঠে কালকৃতং পরত্বম্, কনিষ্ঠে কালকৃতম্ অপরত্বম্।৩০।

পরত্ব ও অপরত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩০। অনুবাদ—পর এবং অপর এইরূপ ব্যবহারের অসাধারণ যে কারণ দুইটী, তাহাদিগকে যথাক্রমে পরত্ব এবং অপরত্ব গুণ বলা হয়। ইহারা পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু এই চারিটিতে এবং মনে থাকে। এই পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার, যথা দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্ব এবং কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব। দূরস্থ বস্তুতে দিক্‌কৃত পরত্ব এবং নিকটস্থ বস্তুতে দিক্‌কৃত অপরত্ব থাকে। তদ্রূপ জ্যেষ্ঠে কালকৃত পরত্ব কনিষ্ঠে কালকৃত অপরত্ব থাকে।

পরত্ব ও অপরত্ব শব্দের অর্থ।

৩০। ব্যাখ্যা—পর বলিতে দূর বা জ্যেষ্ঠ বুঝায় এবং অপর বলিতে নিকট বা কনিষ্ঠ বুঝায়। ইহারা একপ্রকার গুণ। অবশিষ্ট কথা অনুবাদ মধ্যেই স্পষ্ট।

ভাষাপরিচ্ছেদে পরত্বাপরত্ব এইরূপ—

পরত্বং চাপরত্বং চ দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
দৈশিকং কালিকং চাপি মূর্ত্ত এব তু দৈশিকম্॥১২১
পরত্বং সূর্য্যসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ। (সূর্য্যসংযোগ=মূর্ত্তসংযোগ)
অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতম্॥১২২
তয়োরসমবায়ী তু দিক্‌সংযোগস্তদাশ্রয়ে।
দিবাকরপরিস্পন্দভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ॥১২৩ (ভূয়স্ত্বজ্ঞানতঃ=পুরোৎপন্নবুদ্ধিতঃ)
পরত্বমপরত্বং তু তদীয়াল্পত্ববুদ্ধিতঃ। (তদীয়ল্পত্ব=তদনন্তরত্ব)
অত্র ত্বসমবায়ী স্যাৎ সংযোগঃ কালপিণ্ডয়োঃ॥১২৪
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশেন নাশস্তেষামুদাহৃতঃ॥১২৫

গুরুত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

আদ্যপতনাসমবায়িকারণং গুরুত্বম্। পৃথিবীজলবৃত্তি।৩১

দ্রবত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

[আদ্য-]-স্যন্দনাসমবায়িকারণং দ্রবত্বম্। পৃথিবীজল-তেজোবৃত্তি। তদ্ দ্বিবিধং—সাংসিদ্ধিকং নৈমিত্তিকং চেতি।

গুরুত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩১। অনুবাদ—প্রথম পতনের যে অসমবায়িকারণ, তাহার নাম গুরুত্ব গুণ। ইহা পৃথিবী ও জলে থাকে।৩১

দ্রবত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩২। অনুবাদ—স্যন্দনের অর্থাৎ "গড়াইয়া" যাওয়ার অসমবায়িকারণ দ্রবত্ব। ইহা পৃথিবী জল ও তেজে থাকে। এই দ্রবত্ব দুই প্রকার। সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক, এবং নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন। সাংসিদ্ধিক

গুরুত্বের পরিচয়।

৩১। ব্যাখ্যা—প্রথম পতনের কারণই গুরুত্ব। গুরুত্ব অর্থ—ভারি। যেমন বৃক্ষ হইতে যে ফল পড়ে, তাহা গুরুত্ববশতঃ পড়ে। এই প্রথম পতনের পর যে পতন, তাহার কারণ গুরুত্ব নহে। তাহার কারণ—প্রথমপতনজনিত বেগ। যেহেতু বৃক্ষ হইতে ফলটী চ্যুত হইয়া বহু পতনপরম্পরায় ফলটী মৃত্তিকা স্পর্শ করে। এই গুরুত্ব পতনের অসমবায়িকারণ। **অসমবায়িকারণ** বলিতে সমবায়িকারণে সম্বদ্ধ কারণ বুঝায়। যেমন পটের সমবায়িকারণ সূত্র, তাহাতে সম্বদ্ধ যে সংযোগ গুণ, সেই সংযোগ গুণটি পটের অসমবায়িকারণ বলা হয়। অসমবায়িকারণের কথা পরে কারণবর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইবে।৩১

ভাষাপরিচ্ছেদে গুরুত্বের পরিচয় এইরূপ—

অতীন্দ্রিয়ং গুরুত্বং স্যাৎ পৃথিব্যাদিদ্বয়ে তু তৎ।
অনিত্যে তদনিত্যং স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্॥১৫৩
তদেবাসমবায়ি স্যাৎ পতনাখ্যে তু কর্ম্মণি॥১৫৪

সাংসিদ্ধিকং জলে, নৈমিত্তিকং পৃথিবীতেজসোঃ। পৃথিব্যাং ঘৃতাদৌ অগ্নিসংযোগজং দ্রবত্বম্। তেজসি সুবর্ণাদৌ।৩২

স্নেহের লক্ষণ ও পরিচয়।

চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুঃ গুণঃ স্নেহঃ, জলমাত্রবৃত্তিঃ ॥৩৩

দ্রবত্ব—জলে থাকে, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব—পৃথিবী ও তেজে থাকে। পৃথিবীর যে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত ঘৃতাদির দ্রবত্ব। অর্থাৎ ঘৃতাদি যে পৃথিবী তাহাকে অগ্নিসংযোগদ্বারা গলাইলে তাহা দ্রব অর্থাৎ তরল হয়। এজন্য তেজ ও পৃথিবীর যে দ্রবত্ব, তাহা নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, অর্থাৎ অগ্নি-সংযোগরূপ নিমিত্তবশতঃ তাহা দ্রব অর্থাৎ তরল হয়।৩২

স্নেহের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৩। অনুবাদ—চূর্ণাদির যে পিণ্ডীভাব, তাহার হেতু যে গুণ, সেই গুণের নাম স্নেহ। উহা কেবল জলেই থাকে।৩৩

দ্রবত্বের পরিচয়।

৩২। ব্যাখ্যা—সুবর্ণ যে তেজ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহা তেজের যে বিষয়, সেই বিষয়ের আকরজ রূপ। অবশিষ্ট কথা অনুবাদ-মধ্যে স্পষ্টভাবে উক্ত।৩২

স্নেহের পরিচয়।

৩৩। ব্যাখ্যা—ধূলা ও ময়দা প্রভৃতি চূর্ণদ্রব্যে জল দিলে পিণ্ডাকার হয়। ইহা জলের যে গুণবশতঃ হয়, সেই গুণের নাম স্নেহ।৩৩

ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রবত্বের পরিচয় এইরূপ—

সাংসিদ্ধিকং দ্রবত্বং স্যান্নৈমিত্তিকমথাপরম্ ॥১৫৪
সাংসিদ্ধিকং তু সলিলে দ্বিতীয়ং ক্ষিতিতেজসোঃ।
পরমাণৌ জলে নিত্যমন্যত্রানিত্যমুচ্যতে ॥১৫৫ (মুচ্যতে=মিষ্যতে),
নৈমিত্তিকং বহ্নিযোগাৎ তপনীয়ঘৃতাদিষু।
দ্রবত্বং স্যন্দনে হেতু র্নিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ ॥১৫৬

ভাষাপরিচ্ছেদে স্নেহের পরিচয় এইরূপ—

স্নেহো জলে স নিত্যোঽণাবনিত্যোঽবয়বিন্যসৌ।
তৈলান্তরে তৎপ্রকর্ষাদ্ দহনস্যানুকূলতা ॥১৫৭

শব্দের লক্ষণ ও পরিচয়।

শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ গুণঃ শব্দঃ, আকাশমাত্রবৃত্তিঃ। স দ্বিবিধঃ—ধ্বন্যাত্মকঃ বর্ণাত্মকঃ চেতি। ধ্বন্যাত্মকঃ ভের্য্যাদৌ, বর্ণাত্মকঃ সংস্কৃতভাষাদিরূপঃ।৩৪

বুদ্ধির লক্ষণ ও পরিচয়।

সর্ব্ববব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্। সা দ্বিবিধা,—স্মৃতিঃ অনুভবশ্চ।৩৫

শব্দের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৪। অনুবাদ—শ্রোত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই শব্দ। ইহা কেবল আকাশেই থাকে। সেই শব্দ দুই রূপ, যথা—ধ্বনি-স্বরূপ এবং বর্ণ-স্বরূপ। ধ্বনি-স্বরূপ শব্দ—যেমন ভেরী প্রভৃতির শব্দ। বর্ণ-স্বরূপ শব্দ যেমন—সংস্কৃতভাষাদি।৩৪

বুদ্ধির লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৫। অনুবাদ—সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু যে গুণ তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি শব্দের অর্থ জ্ঞান। সেই বুদ্ধি দুইরূপ যথা—স্মৃতি ও অনুভব।৩৫

ভাষাপরিচ্ছেদে শব্দের পরিচয় এইরূপ—

শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ ॥১৬৪
কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়োঃ মতাঃ।
সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে ॥১৬৫
বীচীতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বকোরকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে ॥১৬৬ (কোরক=গোলক)
উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা।
সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে ॥১৬৭
তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাৎ।
তস্মাদনিত্যা এবেতি বর্ণাঃ সর্ব্বে মতং হি নঃ ॥১৬৮

ভাষাপরিচ্ছেদে বুদ্ধির পরিচয় এইরূপ—

[বিভুর্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্] বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদ্ [নুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা]॥৫১

স্মৃতি ও অনুভবের লক্ষণ পরিচয়।

সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। তদ্ভিন্নং জ্ঞানম্ অনুভবঃ। স দ্বিবিধঃ—যথার্থঃ, অযথার্থঃ চেতি।৩৬

স্মৃতি ও অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৬। অনুবাদ—কেবল সংস্কার-রূপ নিমিত্ত হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই স্মৃতি। সেই স্মৃতি-ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই অনুভব। সেই অনুভব দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ ও অযথার্থ।৩৬

শব্দের পরিচয়।

৩৪। ব্যাখ্যা—শব্দ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণে ইহার স্থিতি হয়, এবং তাহার পরক্ষণে ইহার নাশ হয়। এজন্য শব্দ অনিত্য। অবশিষ্ট কথা অনুবাদ মধ্যেই স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।৩৪

বুদ্ধির পরিচয়।

৩৫। ব্যাখ্যা—আমরা যে সব ব্যবহার করি, তাহার আমাদের বুদ্ধি আছে বলিয়াই করি, বুদ্ধি না থাকিলে কোন ব্যবহারই হয় না। এই ব্যবহারের হেতু বুদ্ধি বা জ্ঞান নামক গুণ। ইহা আত্মার গুণ।৩৫

স্মৃতি ও অনুভবের পরিচয়।

৩৬। ব্যাখ্যা—কেবল সংস্কার হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্মৃতি। যে জ্ঞানটী বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধসাহায্যে উৎপন্ন হয় তাহাকে অনুভব বলা হইল বুঝিতে হইবে। স্মৃতিরূপ জ্ঞানে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ আবশ্যক হয় না। যেস্থলে "কোন কিছু" দেখিয়া "ইহা সেই" বলিয়া স্মৃতি হয়, তাহা স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের মিলিতরূপ **প্রত্যভিজ্ঞা** নামে অভিহিত হয়। এই সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য **উদ্বোধক** আবশ্যক হয়, তাহা কিন্তু স্মৃতির কারণ নহে, যেহেতু উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতেই স্মৃতি হয়, উদ্বোধকটী অন্যথাসিদ্ধ, উহা **প্রয়োজক** হয়, কারণ হয় না। প্রত্যক্ষাদি হইতে যে অনুভব হয়, সেই অনুভব তৃতীয় ক্ষণে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু আত্মাতে তাহার একটা সংস্কার বা ছাপ থাকিয়া যায়। সেই ছাপ বা সংস্কারবশতঃ স্মৃতি বা স্মরণরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এজন্য স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানের নাম অনুভব বলা হয়। ইহাদের বিশেষ পরিচয় ক্রমে বলা হইতেছে।৩৬

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়।

তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ, যথা—"অয়ং ঘটঃ" ইতি জ্ঞানম্। সা এব প্রমা ইতি উচ্যতে।৩৭

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৭। অনুবাদ—তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব তাহাই যথার্থ অনুভব। যেমন—"এই ঘট" এই জ্ঞানটী যথার্থ অনুভব; এইরূপ জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়।৩৭

যথার্থ অনুভবের পরিচয়।

৩৭। ব্যাখ্যা—তদ্বতে অর্থাৎ তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব তাহা যথার্থ অনুভব। অর্থাৎ যেটা যে প্রকার তাহাকে সেই প্রকার বলিয়া যে অনুভব, তাহার নাম যথার্থ অনুভব। যেমন, 'এই ঘট'কে 'এই ঘট' বলিয়া যে অনুভব তাহা যথার্থ অনুভব। 'এই ঘট'কে 'সেই ঘট' বলিলে যে অনুভব তাহা যথার্থ অনুভব হয় না। কারণ, এই ঘটে 'এই'টি প্রকার, 'সেই ঘটে' 'সেই'টি হয় প্রকার। এখন 'এই ঘটে' 'সেই ঘট' জ্ঞান হইলে 'প্রকার' অন্য হইয়া গেল। অর্থাৎ 'এই' রূপ প্রকারবিশিষ্ট ঘটে সেই' রূপ প্রকারবিশিষ্টের জ্ঞান হইয়া গেল, সুতরাং তদ্বতে অর্থাৎ এই-বিশিষ্টে তৎপ্রকারক অর্থাৎ এইপ্রকারক অনুভব হইল না। তদ্বতে তৎপ্রকারক অনুভব হইলে এই-বিশিষ্টে এই-প্রকারক জ্ঞান হইতে হইবে। আর তাহা হইলেই যথার্থ অনুভব অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইবে। এই যথার্থ অনুভবের অপর নাম প্রমা।৩৭

ভাষাপরিচ্ছেদে জ্ঞানের প্রমা ভেদ—

অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে ॥১২৬ (মুচ্যতে=মিষ্যতে)
প্রত্যক্ষে তু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা সমম্।
সন্নিকর্ষো গুণস্তু স্যাদথত্বনুমিতৌ পুনঃ ॥১৩২
পক্ষে সাধ্যবিশিষ্টে তু পরামর্শো গুণো ভবেৎ।
শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিস্তু ভবেদুপমিতৌ গুণঃ ॥১৩৩
শাব্দবোধে যোগ্যতায়াস্তাৎপর্য্যস্যাথবা প্রমা।
[গুণঃ স্যাৎ,] ভ্রমভিন্নং তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা ॥১৩৪
[অথবা] তৎপ্রকারং যজ্জ্ঞানং তদ্বদ্বিশেষ্যকম্।
তৎ প্রমা [ন প্রমা নাপি ভ্রমঃ স্যান্নির্বিকল্পকম্] ॥১৩৫

অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ।

তদভাববতি তৎপ্রকারকশ্চ অযথার্থঃ।৩৮

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়।

যথার্থঃ অনুভবঃ চতুর্ব্বিধঃ; প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতি-শাব্দভেদাৎ। তৎকরণমপি চতুর্ব্বিধম্, প্রত্যক্ষানুমানো-পমানশব্দভেদাৎ।৩৯

অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৮। অনুবাদ—তাহার অভাববিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব তাহা অযথার্থ অনুভব হয়।৩৮

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ ও পরিচয়।

৩৯। অনুবাদ—যথার্থ অনুভব চারি প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ; তাহাদের যে করণ, তাহাও চারি প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।৩৯

ভাষাপরিচ্ছেদে অপ্রমার পরিচয়—

তচ্ছূন্যে তন্মতি র্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ॥১২৭
আদ্যো দেহে যাত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা যা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে॥১২৮
কিং স্বিন্নরো বা স্থাণুর্ব্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ।
তদভাবাপ্রকারা ধী স্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ॥১২৯
স সংশয়ো মতি র্যা স্যাদেকত্রাভাবাভাবয়োঃ।
সাধারণাদিধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্॥১৩০
দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ॥১৩১ (স্মৃতঃ=মতঃ)

ভাষাপরিচ্ছেদে অনুভববিভাগ এইরূপ—

[অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদ-] নুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা॥৫১
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি স্তথোপমিতি শব্দজে।
ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্বিধং মতম্॥৫২

করণের লক্ষণ ও পরিচয়।

অসাধারণং কারণং করণম্ ।৪০

করণের লক্ষণ ও পরিচয়।

৪০। অনুবাদ—কারণের মধ্যে যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাকে করণ বলা হয় ।৪০

অযথার্থ অনুভবের পরিচয়।

৩৮। ব্যাখ্যা—যেটী যে প্রকার নয়, তাহাকে সেই প্রকার বলিয়া বুঝিলে অযথার্থ অনুভব হয়। যেমন ঘটত্ববিশিষ্ট যে ঘট, তাহাই ঘটত্বপ্রকারক ঘটজ্ঞান। সেই ঘটত্বরূপ প্রকার যাহাতে নাই, তাহাকে যদি ঘটত্বপ্রকারক বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে সেই বুঝারূপ জ্ঞানটী ভ্রম বা অযথার্থ অনুভব হয়। যেমন ঘটত্ব পটে নাই এখন পটকে যদি ঘটত্বপ্রকারক বলিয়া জ্ঞান হয়, তবে তাহা ভ্রম জ্ঞান হয় ।৩৮

যথার্থ অনুভবের পরিচয়।

৩৯। ব্যাখ্যা—প্রত্যক্ষ নামক প্রমার যে করণ, তাহা প্রত্যক্ষ পদবাচ্য ইন্দ্রিয়াদি, অনুমিতি নামক প্রমার করণ অনুমান, উপমিতি নামক প্রমার করণ উপমান, এবং শাব্দ নামক প্রমার করণ শব্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ শব্দে জ্ঞানও হয়, ইন্দ্রিয়ও হয়; এবং অনুমান শব্দে অনুমিতিরূপ জ্ঞানও হয়, এবং অনুমিতির করণও হয়। উপমান শব্দে উপমিতিরূপ জ্ঞানও হয়, এবং উপমিতির করণও হয় ।৩৯

এই বুদ্ধির বিভাগচিত্র এইরূপ—

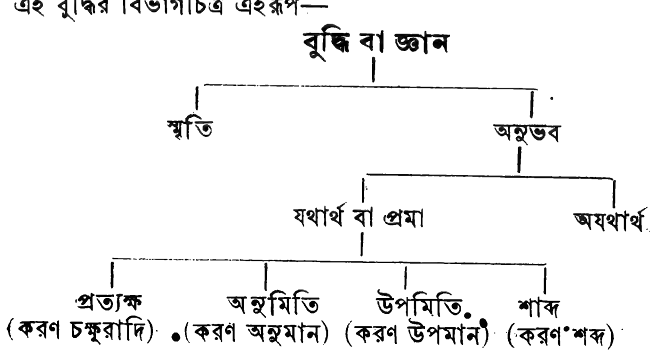

কারণের লক্ষণ ও পরিচয়।

কার্য্যনিয়তপূর্ব্ববৃত্তি কারণম্ ।৪১

কার্য্যের লক্ষণ ও পরিচয়।

কার্য্যং প্রাগভাবপ্রতিযোগি ।৪২

কারণের লক্ষণ ও পরিচয়।

৪১। অনুবাদ—যাহা নিয়তভাবে কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে, তাহাকেই কারণ বলা হয় ।৪১

কার্য্যের লক্ষণ ও পরিচয়।

৪২। অনুবাদ—যাহা প্রাক্ অভাবের প্রতিযোগী তাহাকে কার্য্য বলা হয় ।৪২

কারণের পরিচয়।

৪০। ব্যাখ্যা—কারণ দুই রূপ হয়, যথা—সাধারণ এবং অসাধারণ। সাধারণ কারণ—ঈশ্বর, দিক্, কাল, ঈশ্বর, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের যত্ন ও ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রাগভাব এবং অদৃষ্ট—এই আটটী। যেমন ঘটের সাধারণ কারণ,—ঈশ্বরেচ্ছা, ঘটের প্রাগভাব প্রভৃতি এবং অসাধারণ কারণ—কুম্ভকার, মৃত্তিকা জল, সূত্র, দণ্ড ইত্যাদি। এই অসাধারণ কারণগুলিকে করণ বলা যায়। অন্যপ্রকারে এই কারণ আবার তিন প্রকার হয়—ইহা পরে ৪৩ বাক্যে বলা হইবে ।৪০

কারণের পরিচয়।

৪১। ব্যাখ্যা—যেমন ঘটকার্য্যের পূর্ব্বে নিয়তভাবে কুম্ভকার, মাটী, জল প্রভৃতি থাকে বলিয়া কুম্ভকার, মাটী, জল প্রভৃতিকে ঘটকার্য্যের কারণ বলা হয় ।৪১

কার্য্যের পরিচয়।

৪২। ব্যাখ্যা—'হইবে' বলিলে যে অভাব বুঝায় তাহা প্রাগভাব। সুতরাং 'যাহাকে হইবে' বলা হয়,—তাহার প্রাগভাবই বলা হয়। আর যাহার প্রাগভাব বলা হয়, তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলা হয়। অতএব যাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয়, তাহাকেই 'হইবে'

ভাষাপরিচ্ছেদে কারণত্ব যথা—

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।
কারণত্বং ভবেৎ তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৬

কারণের বিভাগ ও পরিচয়।

কারণং ত্রিবিধম্—সমবায্যসমবায়িনিমিত্তভেদাৎ। যৎসমবেতং কার্য্যম্ উৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্; যথা—তন্তবঃ পটস্য, পটশ্চ স্বগতরূপাদেঃ। কার্য্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন্ অর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণম্ তৎ অসমবায়িকারণম্; যথা—তন্তুসংযোগঃ পটস্য, তন্তুরূপং পটরূপস্য। তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণম্। যথা—তুরীবেমাদিকং পটস্য।৪৩

কারণের বিভাগ ও পরিচয়।

৪৩। অনুবাদ—কারণ তিন প্রকার, যথা—সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ। যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা সমবায়িকারণ, যেমন পটের সমবারিকারণ তন্তুসমূহ; এবং পটগত যে রূপ প্রভৃতি, তাহার সমবায়িকারণ পট। আর কার্য্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই দ্রব্যে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ, যেমন—তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ, এবং তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। আর এই দুই প্রকার কারণ ভিন্ন যে কারণ, তাহা নিমিত্তকারণ, যেমন—তুরী ও বেমা প্রভৃতি পটের নিমিত্তকারণ।৪৩

(৪২ ব্যা) বলা হয়, আর যাহা 'হয়' তাহাই কার্য্য বলা হয়। যেমন 'ঘট হইবে' বলিলে ঘটের প্রাগভাব বুঝায়। ঘট সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয়। আর তজ্জন্য সেই ঘটকে 'কার্য্য' বলা হয়।

কারণের বিভাগ ও অর্থ।

৪৩। ব্যাখ্যা—কারণকে সাধারণ কারণ ও অসাধারণ কারণ—

ভাষাপরিচ্ছেদে কারণবিভাগ যথা—

সমবায়িকারণত্বমথ জ্ঞেয়মথাসমবায়িহেতুত্বম্। (অথ জ্ঞেয়ম্=জ্ঞেয়মথ)

এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্॥১৭॥

(৪৩ ব্যা). এই দুইরূপে বিভাগ করিবার জন্য অন্যরূপে সেই কারণকে তিনভাগে বিভক্ত করিতেছেন, যথা—(১) সমবায়িকারণ, (২) অসমবায়িকারণ এবং (৩) নিমিত্তকারণ। ইহাদের পরিচয় এইরূপ—

সমবায়িকারণের লক্ষণ ও পরিচয়।

কারণে কার্য্য সমবায়সম্বন্ধে থাকে। যেমন তন্তুরূপ কারণে কার্য্যরূপ পট সমবায়সম্বন্ধে থাকে। এজন্য তন্তুতে পট সমবেত থাকে বলা হয়; এখন **যাহাতে কার্য্য সমবেত থাকে, তাহা সমবায়িকারণ** হয় বলিয়া তন্তু পটের **সমবায়িকারণ।**

অসমবায়িকারণের লক্ষণ ও পরিচয়।

আর "কার্য্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই দ্রব্যে যাহা সমবেত হইয়া কারণ হয়, তাহাই **অসমবায়িকারণ**"—এই অসমবায়িকারণের লক্ষণের মধ্যে দুইটী লক্ষণ আছে; যথা—(১) **কার্য্যের সহিত একই দ্রব্যে যাহা সমবেত হইয়া কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ,** যেমন পট কার্য্যের প্রতি অসমায়িকারণ তন্তুসংযোগ; এবং (২) **কারণের সহিত একই দ্রব্য সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ,** যেমন—"পটরূপ"স্বরূপ কার্য্যের প্রতি অসমবায়িকারণ তন্তুরূপ।

অসমবায়িকারণের প্রথমলক্ষণের প্রয়োগ।

ইহাদের মধ্যে প্রথম লক্ষণের উদাহরণের সহিত প্রথম লক্ষণটী যদি

কারণ সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে, যথা—

যৎসমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িকারণং তৎ।
তত্রাসন্নং দ্বিতীয়ং জনকমাদ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ॥১৮ (দ্বিতীয়ং জনকং=জনকং দ্বিতীয়ং)
যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।
অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবেঽজ্ঞাতে যৎপূর্ব্বভাববিজ্ঞানম্॥১৯
জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় এব যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ॥২০
এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধাঃ দণ্ডত্বাদিকমাদিমম্।
ঘটাদৌ দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয়মপি দর্শিতম্॥২১
তৃতীয়ং তু ভবেদ্ ব্যোম কুলালজনকোঽপরঃ।
পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্যাৎ এতেষ্বাবশ্যকস্ত্বসৌ॥২২
সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।
গুণকর্ম্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্॥২৩

মিলাইতে হয়, তাহা হইলে **"যাহা কার্য্যের সহিত একই দ্রব্যে সমবেত হইয়া কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ, যেমন তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ"।** এখানে "কার্য্য" বলিতে "পট" গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং "কার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া" এই বাক্যের অর্থ হইবে—"পটের সহিত সমবেত হইয়া" বুঝিতে হইবে। "একই দ্রব্যে সমবেত" এখানে দ্রব্য বলিতে "তন্তু" গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু পট তন্তুতে যেমন সমবেত, তন্তুসংযোগও তন্তুতে তেমনি সমবেত; সুতরাং একই দ্রব্য তন্তুতে, কার্য্য পটের সহিত তন্তু-সংযোগও সমবেত হইল। আর এইরূপে "পট কার্য্যের সহিত একই দ্রব্য তন্তুতে, যাহা সমবেত তাহা তন্তু-সংযোগ" হওয়ায় তন্তু-সংযোগ পটের প্রতি অসমবায়িকারণ হইল।

অসমবায়িকারণের দ্বিতীয়লক্ষণের প্রয়োগ।

এইবার **"কারণের সহিত একই দ্রব্যে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ; যেমন তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ"** এই স্থলে দেখা যাউক লক্ষণটী কিরূপে উদাহরণে প্রযুক্ত হয়। এখানে "কারণের সহিত" বলিতে "পটের সহিত" বুঝিতে হইবে। যেহেতু পটরূপের প্রতি 'পট' কারণ। আর "একই দ্রব্যে সমবেত" বলিতে "একই তন্তুতে সমবেত" বুঝিতে হইবে। সুতরাং পটরূপের কারণ যে পট, তাহা যেমন তন্তুতে সমবেত, তদ্রূপ তন্তুরূপও তন্তুতে সমবেত হওয়ায় "পটরূপ" স্বরূপ কার্য্যের কারণ যে তন্তুরূপ, তাহা তাহার কারণ পটের সহিত একই দ্রব্য তন্তুতে সমবেত হইল। তজ্জন্য তন্তুরূপটী কারণ পটের সহিত একই দ্রব্য তন্তুতে সমবেত হওয়ায় তন্তুরূপটী পটরূপের অসমবায়িকারণ হইল। এইরূপে অসমবায়িকারণের দুইটি লক্ষণে দুইটী উদাহরণ প্রযুক্ত হইল। উদাহরণের সহিত লক্ষণের যে এইরূপে মিলন করা হয়, তাহাকে **লক্ষণসমন্বয়** করা বলে।

নিমিত্তকারণের লক্ষণ ও পরিচয়।

নিমিত্তকারণ—উক্ত সমবায়ি এবং অসমবায়ি কারণভিন্ন যে কারণ তাহা। ইহা পটের প্রতি তাঁতি, মাকু ও তাঁত প্রভৃতি। তুরী অর্থ তাঁত, বেমা অর্থ মাকু। তদ্রূপ ঘট-কার্য্যের প্রতি কুম্ভকার চক্র দণ্ড জল সূত্রাদি নিমিত্তকারণ বুঝিতে হইবে।৪৩

করণলক্ষণের উপসংহার ও পরিচয়।

তদেতৎত্রিবিধকারণমধ্যে যৎ অসাধারণং কারণং তদেব করণম্।৪৪।

করণলক্ষণের উপসংহার ও পরিচয়।

৪৪। অনুবাদ—সুতরাং এই তিন প্রকার কারণের মধ্যে যাহা অসাধারণ কারণ তাহাই করণ।

করণলক্ষণের উপসংহার অর্থ।

৪৪। ব্যাখ্যা—সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্তকারণ মধ্যে যাহা অসাধারণ কারণ হয়, তাহাই করণ হয় বলায় সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্তকারণ সবই করণ পদবাচ্য হয়। আর অন্যরূপে করণের লক্ষণ বলা হয়—যাহা ব্যাপারযুক্ত হইলে কার্য্য হয় তাহাই করণ, যথা—**ব্যাপারবৎকারণং করণম্**। অতএব ব্যাপারটি কারণ, এবং যাহা এই ব্যাপারযুক্ত হয়, তাহাই করণ, অর্থাৎ অসাধারণ কারণ।

কারণের সাধারণ ও অসাধারণ বিভাগ।

উপরে "অসাধারণ কারণই করণ"—বলায় কারণটী সাধারণ ও অসাধারণভেদে দুই প্রকার, কিন্তু এস্থলে অন্য প্রকারে তাহার বিভাগ করায় উভয় মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে—সাধারণ কারণগুলি নিমিত্তকারণ হয়, আর অসাধারণগুলিও তিনপ্রকার হয়। সুতরাং নিমিত্তকারণ সাধারণ ও অসাধারণভেদে দুই প্রকার হয়। আর ত্রিবিধ অসাধারণকারণই করণ হয়। সাধারণকারণ করণ হয় না। আর অসাধারণ কারণের মধ্যেও যাহা ব্যাপার বিশিষ্ট হয় না, তাহা কারণই হয়, করণ হয় না। যেমন ব্যাপারটী ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না বলিয়া কারণই হয়, করণ হয় না। সাধারণকারণ—(১) ঈশ্বর, ঈশ্বরের (২) ইচ্ছা, (৩) যত্ন ও (৪) জ্ঞান, (৫) দেশ, (৬) কাল, (৭) অদৃষ্ট এবং (৮) প্রাগভাব।৪৪

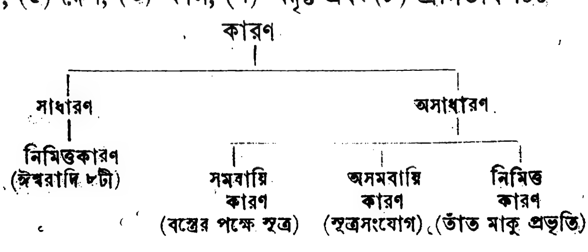

প্রশ্ন (গুণনিরূপণ প্রথমভাগ।)

১।	রূপের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উত্তর ২৫ পৃষ্ঠা)
২।	তাহা কয় প্রকার ও কোথায় কোন্ রূপ থাকে ?	(উঃ ঐ)
৩।	রসের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ২৬ পৃঃ)
৪।	তাহা কয় প্রকার ও কোথায় কোন্ রস থাকে ?	(উঃ ঐ)
৫।	গন্ধের লক্ষণ ও বিভাগ কিরূপ ?	(উঃ ঐ)
৬।	স্পর্শের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ২৭ পৃঃ)
৭।	রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের সাধারণ ধর্ম্ম কি ?	(উঃ ঐ)
৮।	পাকজ ও অপাকজ গুণ কিরূপ ও কোথায় থাকে ?	(উঃ ২৫—২৭ পৃঃ)
৯।	সংখ্যার লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ২৮ পৃঃ)
১০।	পরিমাণের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ২৯ পৃঃ)
১১।	কারণগুণ ও কার্য্যগুণের সম্বন্ধ কিরূপ ?	(উঃ ঐ)
১২।	দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি কিরূপে হয় ?	(উঃ ঐ)
১৩।	অণু ও পরমাণু শব্দের অর্থে বিশেষ জ্ঞাতব্য কি ?	(উঃ ঐ)
১৪।	পৃথক্ত্বের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ৩০ পৃঃ)
১৫।	সংযোগের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ঐ)
১৬।	বিভাগের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ৩১ পৃঃ)
১৭	অনুযোগী প্রতিযোগী ও সামানাধিকরণ্য পদের অর্থ কি ?	(উঃ ঐ)
১৮।	পরত্ব ও অপরত্বের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ৩২ পৃঃ)
১৯।	গুরুত্বের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ৩৩ পৃঃ)
২০।	দ্রবত্বের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ঐ)
২১।	স্নেহের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ৩৪ পৃঃ)
২২।	শব্দের লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ৩৫ পৃঃ)
২৩।	বুদ্ধির লক্ষণ ও দ্বৈবিধ্য কিরূপ ?	(উঃ ঐ)
২৪।	স্মৃতির লক্ষণ কি ? কিরূপে উৎপন্ন হয় ?	(উঃ ৩৬ পৃঃ)
২৫।	অনুভব কয় প্রকার ?	(উঃ ঐ)
২৬।	যথার্থ অনুভব কহাকে বলে ?	(উঃ ৩৭ পৃঃ)
২৭।	অযথার্থ অনুভব কিরূপ ?	(উঃ ৩৮ পৃঃ)
২৮।	যথার্থ অনুভব কয় প্রকার ?	(উঃ ঐ)
২৯।	প্রত্যভিজ্ঞা উদ্বোধক ও প্রয়োজক শব্দের অর্থ কি ?	(উঃ ৩৬ পৃঃ)
৩০।	অনুমান অনুমিতি উপমান উপমিতি শব্দের অর্থ কি ?	(উঃ ৩৯ পৃঃ)
৩১।	কারণ ও কার্য্যের লক্ষণ কি ?	(উঃ ৪০ পৃঃ)
৩২।	কারণ কয় প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ও প্রয়োগ কিরূপ ?	(উঃ ৪১—৪৪ পৃঃ)
৩৩।	সাধারণ কারণ কয়টী ?	(উঃ ৪৪ পৃঃ)
৩৪।	লক্ষণসমন্বয় করা কিরূপ ?	(উঃ ৪৩ পৃঃ)
৩৫।	কারণ করণ ও ব্যাপারমধ্যে পার্থক্য কি ?	(উঃ ৪৪ পৃঃ)

প্রত্যক্ষখণ্ড।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও পরিচয়।

তত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রত্যক্ষম্। [জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।] ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। তৎ দ্বিবিধম্—নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি।৪৫

প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও পরিচয়।

৪৫। অনুবাদ—তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ। [অথবা জ্ঞান যাহার করণ নহে এমন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে।] ইন্দ্রিয় তাহার বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ জন্য যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। যথা—নির্ব্বিকল্পক এবং সবিকল্পক।৪৫

প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও পরিচয়।

৪৫। ব্যাখ্যা—কার্য্যবস্তুর পরিচয় দিতে হইলে তাহার কারণের কথাও বলিতে হয়। যেমন কাহারও পরিচয় দিবার কালে সে কাহার পুত্র তাহাও বলা আবশ্যক হয়। এজন্য প্রত্যক্ষের করণ ও ব্যাপারের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ বলিতে জ্ঞানও বুঝায় এবং তাহার করণও বুঝায়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানটি ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হইতে জন্মে। সুতরাং সন্নিকর্ষ, বিষয় ও ইন্দ্রিয়—সবই প্রত্যক্ষের কারণ। সন্নিকর্ষের অপর নাম ব্যাপার। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়টী সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারযুক্ত হওয়ায় করণ, অন্য সব কারণ।

এই প্রত্যক্ষটি সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পকভেদে দ্বিবিধ; অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দজ্ঞান সবিকল্পকই হয়। অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ ও বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ করণভেদে এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার, যথা—মানস, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন ও ত্বাচ। ইহাদের বিভাগচিত্র যথা—

প্রত্যক্ষ

নির্ব্বিকল্পক | সবিকল্পক

মানস, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ, | মানস, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ।

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়।

তত্র নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্ব্বিকল্পকম্, সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্। যথা—ডিত্থঃ অয়ম্, ব্রাহ্মণঃ অয়ম্, শ্যামঃ অয়ম্ ইতি।৪৬

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়।

৪৬। অনুবাদ—তন্মধ্যে যাহা নিষ্প্রকারক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকারশূন্য জ্ঞান, তাহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান, এবং যাহা সপ্রকারক জ্ঞান অর্থাৎ যাহা প্রকারবিশিষ্ট জ্ঞান তাহা সবিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত,—"ইহা ডিত্থ" অর্থাৎ কাঠের হস্তী, "ইনি ব্রাহ্মণ" "ইনি শ্যাম" ইত্যাদি।৪৬

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের অর্থ।

৪৬। ব্যাখ্যা—নিষ্প্রকারক জ্ঞানের যে বিষয় তাহা "একটা কিছু" এই মাত্র বোধের বিষয় হয়, তাহাতে "এরকম বা ওরকম" বলিয়া বোধ হয় না। এই যে 'রকম' ইহারই নাম প্রকার। এই প্রকারের

কি কি বিষয় কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, যথা ভাষাপরিচ্ছেদে—

ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ॥৫৩
উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্ত্ব সংখ্যে।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বস্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্॥৫৪
ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ং চ তাদৃশম্।
গৃহ্লাতি চক্ষুঃ সংযোগাদালোকভূতরূপয়োঃ॥৫৫ (সংযোগাৎ=সম্বন্ধাৎ)
উদ্ভূতস্পর্শবদ্ দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যচক্ষুষোযোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্॥৫৬
দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বচোযোগো মনসা জ্ঞানকারণম্।
মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ॥৫৭

নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে, যথা—

জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে।
[মহত্ত্বং ষড়্‌বিধে হেতুঃ ইন্দ্রিয়ং করণং মতম্]॥৫৮
[তৎ প্রমা] ন প্রমা নাপি ভ্রমঃ স্যান্নির্ব্বিকল্পকম্॥১৩৫
প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহি তৎ।
প্রমাত্বং ন স্বতো গ্রাহ্যং সংশয়ানুপপত্তিতঃ॥১৩৬

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপার ও পরিচয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞানহেতুঃ ইন্দ্রিয়ার্থঃ সন্নিকর্ষঃ ষড়্‌বিধঃ—সংযোগঃ, সংযুক্তসমবায়ঃ, সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, সমবায়ঃ সমবেতসমবায়ঃ, বিশেষণবিশেষ্যভাবশ্চ ইতি।৪৭

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্নিকর্ষ।

৪৭। অনুবাদ—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয়ের সন্নিকর্ষ, ছয় প্রকার, যথা—১। সংযোগ, ২। সংযুক্তসমবায়, ৩। সংযুক্তসমবেতসমবায়, ৪। সমবায়, ৫। সমবেতসমবায় ৬। বিশেষণবিশেষ্যভাব।৪৭

(৪৬ ব্যা) জ্ঞান না হইয়া যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানকে নিষ্প্রকারক জ্ঞান বলে। কিন্তু সপ্রকারকের জ্ঞান হইতে গেলে 'প্রকারের' সঙ্গে 'যাহার প্রকার' তাহার একটা সম্বন্ধেরও জ্ঞান হয়। এজন্য নিষ্প্রকারক জ্ঞানে প্রকারতা, সংসর্গতা ও বিশেষ্যতার জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সপ্রকারক জ্ঞানে তাহা থাকে বলা হয়। এই নিষ্প্রকারক জ্ঞান দ্বারা কোন ব্যবহার হয় না। ব্যবহার হইতে গেলে সপ্রকারক জ্ঞান আবশ্যক। "ইহা ডিত্থ" "ইনি ব্রাহ্মণ" "ইনি শ্যাম" ইত্যাদি জ্ঞানে "ইহা" ও "ইনি" বলিতে বিশেষ্যকে বুঝায় এবং "ডিত্থ" "ব্রাহ্মণ" ও "শ্যাম" বলিতে তাহাদের প্রকারকে বুঝায়। অথবা বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে "ইহা" ও "ইনি" বিশেষণ ও "ডিত্থ" "ব্রাহ্মণ" ও "শ্যাম" বিশেষ্যকে বুঝায়। সুতরাং "ইনি ব্রাহ্মণ" এইরূপ জ্ঞান সপ্রকারক বা সবিকল্পক জ্ঞান হইল।৪৬

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্নিকর্ষ।

৪৭। ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ হইলে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সম্বন্ধ উক্ত ছয় প্রকার হয়। ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপাররূপ কারণ। এই **ব্যাপার** কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই

ভাষাপরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষের কারণ ও লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

মহত্ত্বং ষড়্‌বিধে হেতুরিন্দ্রিয়ং করণং মতম্।।৫৮
বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্‌বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ।।৫৯
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।

সংযোগ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

চক্ষুষা ঘটপ্রত্যক্ষজননে সংযোগঃ সন্নিকর্ষঃ।৪৮

সংযোগসন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষ পরিচয়।

৪৮। **অনুবাদ—চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে হইলে সংযোগটি হয় সন্নিকর্ষ।৪৮**

(৪৭ ব্যা) কারণজন্য কার্য্যের জনক হয়। যেমন দণ্ডটী ঘটের কারণ, সেই কারণ-রূপ দণ্ড হইতে চক্রঘূর্ণনরূপ যে ব্যাপার উৎপন্ন হয়, সেই ব্যাপারটিও ঘটকার্য্যের জনক হয়। এস্থলে এই ছয় রূপ সম্বন্ধই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপাররূপ কারণ। এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের মধ্যে সংযোগ, সমবায় ও বিশেষণ-বিশেষ্যভাবটি **সাক্ষাৎসম্বন্ধ**, অপরগুলি **পরম্পরাসম্বন্ধ**।৪৭

দ্রব্যাদিপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

৪৮। ব্যাখ্যা—সংযোগ গুণটী সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তি, তাহা বলা হইয়াছে। এখন চক্ষুরিন্দ্রিয়টী তেজোদ্রব্য এবং ঘটাদি বস্তুও দ্রব্য বলিয়া চক্ষুর সহিত ঘটের সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব হইল। আর তাহার ফলে ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আত্মাতে হইল। কারণ, আমাদের চক্ষুর্গোলকের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণতারামধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ তেজোদ্রব্যটী আত্মসংযুক্ত মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ঘটাদি দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, আর তাহার ফলেই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।৪৮

তত্রাপি সমবেতানাং শব্দস্য সমবায়তঃ ॥৬০
তদ্‌বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ।
প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ ॥৬১
বিশেষণতয়া তদবদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ।
যদি স্যাদুপলভ্যেতেত্যেবং যত্র প্রসজ্যতে ॥৬২

অলৌকিক সন্নিকর্ষনামক ব্যাপারের পরিচয়—

অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। (সন্নিকর্ষঃ=তু ব্যাপারঃ)
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা ॥৬৩
আসত্তিরাশ্রয়াণাং তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।
তদিন্দ্রিয়জতদ্ধর্ম্মবোধসামগ্র্যপেক্ষ্যতে ॥৬৪
বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ।
যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ ॥৬৫
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ ॥৬৬

সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

ঘটরূপপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। চক্ষুঃসংযুক্তে ঘটে রূপস্য সমবায়াৎ।৪৯

সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

রূপত্বসামান্যপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। চক্ষুঃসংযুক্তে ঘটে রূপং সমবেতং তত্র রূপত্বস্য সমবায়াৎ।৫০

সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

৪৯। অনুবাদ—ঘটের যে রূপ তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়টি হয় সন্নিকর্ষ। যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত হয় ঘট, সেই ঘটে ঘটরূপটী সমবায়সম্বন্ধে থাকে।৪৯

সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

৫০। অনুবাদ—রূপত্বজাতির প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, তাহা সংযুক্তসমবেতসমবায়। কারণ, চক্ষুঃসংযুক্ত যে ঘট, সেই ঘটে রূপ সমবেত, এবং সেই রূপে রূপত্বটী সমবায়সম্বন্ধে থাকে।

ঘটরূপাদি গুণের প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

৪৯। ব্যাখ্যা—আমরা যেমন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তদ্রূপ ঘটত্বজাতি ও ঘটরূপেরও প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয় ঘটত্বজাতি বা ঘটরূপের সংযোগ ত সম্ভব নহে, যেহেতু দ্রব্যের সহিত দ্রব্যেরই সংযোগ হয়; এখানে ঘটত্বটী জাতি এবং ঘটরূপটি গুণ এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়টি তেজোদ্রব্য। দ্রব্যের সহিত জাতির বা গুণের সম্বন্ধটী সংযোগ নহে, কিন্তু সমবায়। অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার 'অর্থ' ঘটত্বের বা ঘটরূপের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। এইজন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় ঘট-দ্রব্যের সহিত সংযোগ সম্বন্ধদ্বারা যুক্ত হইলে অর্থাৎ ঘটটী চক্ষুরিন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইলে, এবং সেই ঘটেই ঘটত্ব বা ঘটরূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে চক্ষুর সহিত ঘটত্বজাতির বা ঘটরূপের যোগ হয়। আর তাহার ফলে ঘটত্বজাতির বা ঘটরূপের প্রত্যক্ষ হয়।৪৯

রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

৫০। ব্যাখ্যা—ঘটে যে রূপ থাকে, সেই রূপে যে রূপত্ব থাকে, সেই রূপত্বের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবেতসমবায় সম্বন্ধে হয়। কারণ, চক্ষুর

সমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

শ্রোত্রেণ শব্দসাক্ষাৎকারে সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। কর্ণ-বিবরবর্ত্ত্যাকাশস্য শ্রোত্রত্বাৎ, শব্দস্য আকাশগুণত্বাৎ, গুণগুণিনোশ্চ সমবায়াৎ।৫১

সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

শব্দত্বসাক্ষাৎকারে সমবেতসমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। শ্রোত্র-সমবেতে শব্দে শব্দত্বস্য সমবায়াৎ।৫২

সমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

৫১। অনুবাদ—শ্রোত্রের দ্বারা যে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে সন্নিকর্ষ হয় সমবায়। কারণ, কর্ণের গর্ত্তের মধ্যে যে আকাশ, তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয়; এবং শব্দ আকাশের গুণ এবং গুণ ও গুণীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়।৫১

সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

৫২। অনুবাদ—শব্দত্ব জাতির সাক্ষাৎকারে সন্নিকর্ষ হয় সমবেতসমবায়। কারণ, শ্রোত্রে শব্দ সমবেত, সেই সমবেত শব্দে সমবায়সম্বন্ধে শব্দত্ব জাতি থাকে।৫২

(৫০ ব্যা৷) সহিত সংযুক্ত হয় ঘট, সেই ঘটে রূপ হয় সমবেত, সেই রূপে থাকে সমবায় সম্বন্ধে রূপত্ব। সুতরাং রূপত্বের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধের জন্য সংযুক্তসমবেতসমবায়টি সন্নিকর্ষ হয়।৫০

শব্দপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

৫১। ব্যাখ্যা—কর্ণছিদ্র মধ্যবর্ত্তী আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া এবং শব্দ গুণ সমবায়সম্বন্ধে আকাশে থাকে বলিয়া, শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের জন্য সমবায়ই আবশ্যক হয়। চক্ষুরাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ যেমন তেজঃ আদি দ্রব্যের রূপান্তরবিশেষ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়টী আকাশের সেরূপ রূপান্তর নহে। কারণ, আকাশ বিভু বস্তু, এবং ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয় বিভু নহে, উহাদের নিজ নিত্য রূপ পরমাণুরূপ। এই পরমাণু মিলিত হইয়া ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য।৫১

বিশেষণবিশেষ্যভাবরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সন্নিকর্ষঃ। ঘটাভাববদ্ ভূতলম্ ইত্যত্র চক্ষুঃসংযুক্তে ভূতলে ঘটাভাবস্য বিশেষণত্বাৎ।৫৩

এবং সন্নিকর্ষষট্‌কজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।৫৪

বিশেষণবিশেষ্যভাবরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রত্যক্ষপরিচয়।

৫৩। অনুবাদ—অভাবের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহা বিশেষণবিশেষ্যভাব। "ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল" এই রূপ যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হয় ভূতল, সেই চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলের বিশেষণস্বরূপ হয় ঘটের অভাব।৫৩

৫৪। অনুবাদ—এইরূপে ছয় প্রকার সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষ।৫৪

শব্দত্বজাতিপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

৫২। ব্যাখ্যা—শব্দত্বজাতির সহিত শ্রোত্রের সম্বন্ধ হয় সমবেতসমবায়। যেহেতু শব্দত্বজাতি শব্দের উপরে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আর শব্দ থাকে আকাশে সমবায় সম্বন্ধে, অর্থাৎ আকাশে শব্দ সমবেত, এজন্য শব্দত্বের সহিত শ্রোত্ররূপ আকাশের সমবেতসমবায় সম্বন্ধ হয়।৫২

অভাবপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

৫৩। ব্যাখ্যা—ভূতলে ঘটাভাবস্থলে ভূতলটি হয় বিশেষ্য, ঘটাভাব হয় বিশেষণ; সুতরাং ভূতলকে দেখিয়া ঘটের অভাবকে দেখিতে গেলে ঘটাভাবের সঙ্গে যে সম্বন্ধ হয়, তাহা বিশেষণবিশেষ্যভাব নামক সম্বন্ধই হয়। ইহার অন্যনাম **স্বরূপসম্বন্ধ**। অতএব—

ঘটাভাবের	প্রত্যক্ষে	সংযুক্ত	বিশেষণবিশেষ্যভাব	সন্নিকর্ষ।	
ঘটরূপাভাবের	"	সংযুক্তসমবেত	"	"	।
ঘটরূপত্বাভাবের	"	সংযুক্তসমবেত সমবেত	"	"	।
শব্দাভাবের	"	সমবেত	"	"	।
শব্দত্বাভাবের	"	সমবেত সমবেত	"	"	।

সুতরাং অভাবপ্রত্যক্ষে এই পাঁচটী সন্নিকর্ষ হয়।৫৩

প্রত্যক্ষের করণ ও পরিচয়।

তৎকরণম্ ইন্দ্রিয়ম্। তস্মাৎ ইন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্ ইতি সিদ্ধম্। প্রত্যক্ষং ব্যাখ্যাতম্। ৫৫

প্রত্যক্ষের করণ ও পরিচয়।

৫৫। অনুবাদ—সেই প্রত্যক্ষের যাহা করণ তাহা ইন্দ্রিয়। সেই হেতু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ। ইহাই হইল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা।৫৫

প্রত্যক্ষের লৌকিক ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

৫৪। ব্যাখ্যা—এই সন্নিকর্ষ ছয়টী প্রত্যক্ষের কারণ। ইহা এখানে প্রত্যক্ষের প্রতি ব্যাপাররূপ কারণ বুঝিতে হইবে। এস্থলে প্রত্যক্ষটি কার্য্য। সেই কার্য্যের পরিচয় দিতে যাইয়া তাহার 'কারণ' 'করণ' ও 'ব্যাপার' রূপ কারণ তিনটি বলিলেন। ব্যাপার নামক কারণ বলা হইয়াছে, এইবার পরবর্ত্তী ৫৫ বাক্যে "করণ" নামক কারণের কথা বলা হইতেছে।৫৪

অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

কিন্তু এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের নাম লৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আরও তিন প্রকার সন্নিকর্ষ আছে, যথা—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ এবং যোগজ। ইহাদিগকে **অলৌকিক সন্নিকর্ষ** বলা হয়। যেমন, একটী ঘটদর্শনকালে ঘটত্বরূপ সামান্যটী সন্নিকর্ষস্থানীয় হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাবদ্ ঘটের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, ইহা সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। তদ্রূপ চন্দনদর্শনকালে চন্দনের সুরভিজ্ঞানটী সন্নিকর্ষস্থানীয় হইয়া সুরভিরও যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের ফলে হয়। ভ্রমকালে এই সন্নিকর্ষের উপযোগিতা থাকে। আর যোগাভ্যাসফলে যে অলৌকিক শক্তি জন্মে, তাহা সন্নিকর্ষস্থানীয় হইয়া অদৃশ্যবস্তুরও জ্ঞান জন্মায় বলিয়া ইহাকে যোগজ সন্নিকর্ষ বলা হয়। যাহা হউক, এই নয় প্রকার সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয়। ইহারা সকলেই ব্যাপারপদবাচ্য হয়; সুতরাং কারণ বলিয়া অভিহিত হয়।৫৪

ভাষাপরিচ্ছেদে এই অলৌকিক সন্নিকর্ষের কথা ৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভাষাপরিচ্ছেদের ৬৩, ৬৪, ৬৫ শ্লোক ও ৬৬শ্লোকের প্রথম দুই চরণ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষের সাধারণ ও অসাধারণ কারণ সম্বন্ধে মতভেদ।

৫৫। ব্যাখ্যা—এখানে ইন্দ্রিয় বলিতে পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষপ্রমার করণ এই ইন্দ্রিয়। যেহেতু এই ইন্দ্রিয়ই সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষরূপ কার্য্যের জনক হয়; আর যাহা ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কারণ হয়, তাহাকেই করণ বলে। যাহা ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না, তাহাকে করণ বলা যায় না। কিন্তু তাহা কারণ হয়। বিষয়ও ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না বলিয়া তাহাও কারণই হয়, করণ হয় না। যেমতে অসাধারণকারণকে করণ বলা হয়, সেমতে এই ব্যাপারবিশিষ্টতাই অসাধারণত্ব এবং ব্যাপারশূন্যতাই সাধারণত্ব। কিন্তু কার্য্যমাত্রের প্রতি ঈশ্বরাদি যখন ৮টী সাধারণকারণ আছে বলা হয়, তখন "ব্যাপারবৎ অসাধারণকারণই" করণ বলাই সঙ্গত। এজন্য যদি করণ ও ব্যাপার ভিন্ন অসাধারণ কারণের কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বিষয় প্রভৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে প্রত্যক্ষের কারণসম্বন্ধে যদি একটী চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা এইরূপ হয়—

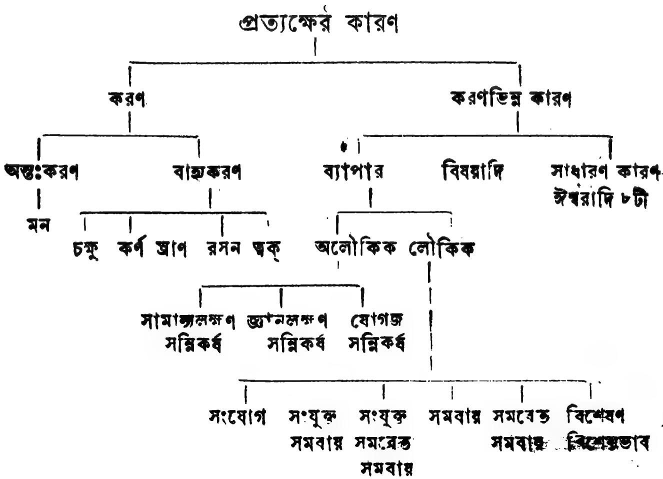

ইহাই হইল প্রত্যক্ষের পরিচয়। অতঃপর অনুমিতির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।৫৫

প্রশ্ন

(প্রত্যক্ষখণ্ড)।

১। প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি? (উঃ ৪৫ পৃষ্ঠা)
২। প্রত্যক্ষশব্দের দ্বিবিধ অর্থ কিরূপ? (উঃ ৩৯।৪৫ পৃঃ)
৩। প্রত্যক্ষ কয়প্রকার? (উঃ ঐ)
৪। নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় কিরূপ? (উঃ ৪৬ পৃঃ)
৫। ভাবপদার্থের প্রত্যক্ষহেতু সন্নিকর্ষ কতপ্রকার? (উঃ ৪৭ পৃঃ)
৬। উহার প্রত্যেকের দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৪৮।৫১ পৃঃ)
৭। প্রত্যক্ষের করণ, কারণ ও ব্যাপার কি কি হয়? (উঃ ৫৪ পৃঃ)
৮। অভাবপদার্থের প্রত্যক্ষহেতু সন্নিকর্ষ কত রূপ? (উঃ ৫২ পৃঃ)
৯। ব্যাপারকে করণ বলা হয় না কেন? (উঃ ৫৪ পৃঃ)
১০। অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দজ্ঞান নির্ব্বিকল্পক না সবিকল্পক? উহার কারণ কি? (উঃ ৪৫ পৃঃ)
১১। ব্যাপারের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৪৮।৪৯, ৬১।৬২ পৃঃ)
১২। প্রত্যক্ষের অসাধারণ ও সাধারণ কারণ কি? (উঃ৪৪।৪৫ পৃঃ)
১৩। করণের দ্বিবিধ লক্ষণ কি? (উঃ ৫৪ পৃঃ)
১৪। সংযুক্তসমবেতসমবায়দ্বারা কিরূপে প্রত্যক্ষ হয়? (উঃ ৫০ পৃঃ)
১৫। শব্দপ্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ কেন বলা হয়? (উঃ ৫১ পৃঃ)
১৬। রূপত্বাভাবের প্রত্যক্ষ কোন্ সম্বন্ধে হয়? (উঃ ৫২ পৃঃ)
১৭। প্রত্যক্ষস্থলে সাক্ষৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধ কোন্ গুলি? (উঃ ৪৯ পৃঃ)
১৮। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোথায় হয়? (উঃ ৪৯ পৃঃ)
১৯। প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রক্রিয়া কিরূপ? (উঃ ৪৯ পৃঃ)
২০। জাতিপ্রত্যক্ষে কতপ্রকার সন্নিকর্ষ হয়? (উঃ ৫০ পৃঃ)

অনুমানখণ্ড।

অনুমানের লক্ষণ ও পরিচয়।

অনুমিতিকরণম্ অনুমানম্।৫৬

অনুমিতির লক্ষণ ও পরিচয়।

পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ।৫৭

অনুমানের লক্ষণ ও পরিচয়।

৫৬। অনুবাদ—অনুমিতির যাহা করণ তাহাই অনুমান।

অনুমিতির লক্ষণ ও পরিচয়।

৫৭। অনুবাদ—পরামর্শ হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অনুমিতি।৫৭

অনুমানশব্দের অর্থ।

৫৬। ব্যাখ্যা—অনুমান শব্দটি যখন অনু+মা ধাতু করণবাচ্যে অনট্ হয়, তখন অনুমান শব্দে অনুমিতির করণকে বুঝায়। কিন্তু যখন ভাববাচ্যে অনট্ হয়, তখন অনুমান অর্থ—অনুমিতিরূপ জ্ঞানকে বুঝায়। **"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"** এখানে **পর্ব্বতটি পক্ষ, বহ্নিটি সাধ্য** এবং **ধূমটি হেতু। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"**—ইহাই হইবে **অনুমিতি।** এই অনুমিতিরূপ জ্ঞানের করণই **অনুমান।**

অনুমিতির করণ ও ব্যাপার সম্বন্ধে মতভেদ।

৫৭। ব্যাখ্যা—"পরামর্শজন্য জ্ঞানই অনুমিতি" ইহাই হইতেছে অনুমিতির লক্ষণ। অনুমিতিরূপ জ্ঞানের আকার যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্।" এখানে পর্ব্বতকে **পক্ষ** বলে এবং বহ্নিকে **সাধ্য** বলে। **পরামর্শটি হইতেছে এই অনুমিতিরূপ জ্ঞানের করণ।** ইহা কিন্তু একমতের কথা। এমতে "ব্যাপারবৎ কারণই করণ" এরূপ বলা হয় না। অন্যমতে পরামর্শকে অনুমিতির ব্যাপারনামক কারণ বলা হয় এবং **ব্যাপ্তির জ্ঞানকে করণরূপ কারণ** বলা হয়। ব্যাপ্তি কাহাকে বলে পরে বলা হইবে। যাহা হউক অনুমিতির লক্ষণ হইতেছে—যাহা পরামর্শনামক জ্ঞানজন্য তাহাই অনুমিতি।৫৭

ভাষাপরিচ্ছেদে অনুমিতির করণ ও ব্যাপারের পরিচয়, যথা—

ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ॥৬৬ অনুমায়াং, জ্ঞায়মানং লিঙ্গং তু করণং নহি। অনাগতাদিলিঙ্গেন ন স্যাদনুমিতিস্তদা॥৬৭

পরামর্শের লক্ষণ ও পরিচয়।

ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যথা—বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ" ইতি জ্ঞানং পরামর্শঃ। তজ্জন্যং "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ।৫৮

পরামর্শের লক্ষণ ও পরিচয়।

৫৮। অনুবাদ—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতার যে জ্ঞান, তাহাই পরামর্শ। যেমন "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত"—এই জ্ঞানটি পরামর্শ। এই পরামর্শজন্য যে "পর্ব্বতটি বহ্নিমান্ জ্ঞান" তাহাই অনুমিতি।৫৮

পরামর্শের পরিচয়।

৫৮। ব্যাখ্যা—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে পক্ষধর্ম্মতা, সেই পক্ষধর্ম্মতার যে জ্ঞান তাহার নাম পরামর্শ। ইহার অর্থ—যেখানে যেখানে "হেতু" থাকে সেই স্থানেই সাধ্য আছে—এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের সহিত হেতুর যে পক্ষে থাকার জ্ঞান, তাহাই পরামর্শ। এস্থলে পরামর্শের উদাহরণের মধ্যস্থিত "বহ্নিব্যাপ্য ধূম" এই অংশদ্বারা ব্যাপ্তি কিরূপ, তাহা বলা হইল। "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্" এই অংশদ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্টতা কিরূপ, তাহা বলা হইল। "ধূমবান্ এই পর্ব্বত" এই অংশদ্বারা "পক্ষধর্ম্মতা" বলা হইল। সুতরাং "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা" বলিলে "সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ" বলা হইল। সাধারণভাবে "সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ" এই জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। কারণ, "পর্ব্বতটি বহ্নিমান্, ধূমহেতু"—এই অনুমানে পর্ব্বত হয় "পক্ষ" বহ্নি হয় "সাধ্য" এবং ধূম হয় "হেতু"। সুতরাং "সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ" বলিতে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান পর্ব্বতই" বলা হইল, আর ইহাই "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা" হইল। সুতরাং "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" ইহাই হইল এস্থলে পরামর্শজ্ঞানের আকার। উক্ত পর্ব্বত ও বহ্নির দৃষ্টান্তে "পর্ব্বতটি বহ্নিমান্" এইটি একটী অনুমিতির আকার। অনুমিতির লক্ষণের অন্তর্গত পরামর্শের লক্ষণ বলা হইল, এক্ষণে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতার লক্ষণ কি, তাহা বলা হইতেছে।৫৮

১ ভাষাপরিচ্ছেদে পরামর্শের পরিচয় যথা—

ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে॥৬৮

ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

যত্র [যত্র] ধূমঃ তত্র [তত্র] অগ্নিঃ * ইতি সাহচর্য্য-নিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ।৫৯

ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

৫৯। অনুবাদ—যেখানে যেখানে ধূম সেই সেই স্থানে বহ্নি, এই যে সাহচর্য্য-নিয়ম তাহার নাম ব্যাপ্তি।৫৯

ব্যাপ্তির লক্ষণ ও তাহার প্রয়োগ।

৫৯। ব্যাখ্যা—এস্থলে যেখানে যেখানে ধূম সেই সেই স্থানে বহ্নি থাকে—বলায় ধূম অপেক্ষা বহ্নি ব্যাপক হইতেছে এবং ধূমটী ব্যাপ্য হইতেছে। এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের নামই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য-ব্যাপকের এই সম্বন্ধের অপর নাম সাহচর্য্য-নিয়ম। সাহচর্য্য-নিয়ম বলিতে নিয়ত ভাবে সঙ্গে-সঙ্গে থাকা বা যাওয়া বুঝায়। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বলিলে বুঝিতে হইবে—ধূম বহ্নির নিয়ত সহচর, অর্থাৎ ধূম যেখানে সেইখানে বহ্নি থাকেই। বহ্নি যেখানে নাই, সেখানে ধূম থাকে না। অন্য কথায় ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক এবং বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য ও ধূমাভাব ব্যাপক। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বলিলে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিবেই, কিন্তু বহ্নি থাকিলে যে ধূম থাকিবে—এরূপ হয় না। নির্ভুল অনুমিতি হইতে গেলে সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে থাকেই।

ব্যাপ্তির পরিষ্কার লক্ষণ।

সাধ্যের সহিত হেতুর এই ব্যাপ্তিকে আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে বলিতে হইবে, "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি"। কিন্তু ইহাতেও কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমানে অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের অভাব অপ্রসিদ্ধ হয়, সেই রূপ অনুমানে, যেমন, "ঘটঃ প্রমেয়ঃ, বাচ্যত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে দোষ হয় বলিয়া হেতু ও সাধ্যের নির্ভুল ব্যাপ্তি বলিতে 'হেতু-

ভাষাপরিচ্ছেদে ব্যাপ্তির পরিচয় যথা —

ব্যাপ্তি [স্তু সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং প্রকীর্ত্তিতম। যদ্ বা] সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ ॥৬৮
অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা। সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে ॥৬৯
দ্বৈবিধ্যং তু ভবেদ্ ব্যাপ্তেরন্বয়ব্যতিরেকতঃ ॥১৪২ অন্বয়ব্যাপ্তিরুক্তৈব ব্যতিরেকাদথোচ্যতে।
সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যদ্ ভবেৎ ॥১৪৩ অর্থাপত্তেস্তু নৈবেহ প্রমাণান্তরতেষ্যতে।
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবুদ্ধ্যা চরিতার্থা হি সা যতঃ ॥১৪৪ [* অগ্নিঃ=বহ্নিঃ—পাঠান্তরম্]।

সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য সেই সাধ্য-সামানাধিকরণ্যই' ব্যাপ্তি বলা হয়। ইহার অপর নাম সিদ্ধান্ত লক্ষণ।

পরিষ্কৃত ব্যাপ্তিলক্ষণের প্রয়োগ।

এখন ইহাদের মধ্যে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব" ব্যাপ্তির এই প্রথম লক্ষণের প্রয়োগ সদ্‌হেতুক বা নির্ভুল অনুমানে কিরূপ, তাহা দেখা যাউক। এখন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এইরূপ যখন অনুমান হয়, তখন ইহাকে সদ্‌হেতুক অনুমান বলা হয়; কারণ, এই অনুমানে "সাধ্য" হয় বহ্নি, "সাধ্যাভাব" হয় বহ্ন্যভাব, "সাধ্যাভাববৎ" হয় বহ্ন্যভাববৎ, অর্থাৎ জলহ্রদ; যেহেতু তথায় বহ্নির অভাব থাকে, অর্থাৎ জলহ্রদে বহ্নি থাকে না। "সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব" বলিতে জলহ্রদনিরূপিত বৃত্তিত্ব বুঝায়, অর্থাৎ জলহ্রদে থাকে যে মীন ও শৈবাল, তাহাতে থাকারূপ যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মকে বুঝায়। কারণ, বৃত্তিত্ব শব্দের অর্থ, থাকা-রূপ ধর্ম্ম। এখন তাহা হইলে "সাধ্যাভাববদ্+অবৃত্তিত্ব" বলিতে জলহ্রদনিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব বুঝায়। এই অবৃত্তিত্ব থাকে—"জলহ্রদে থাকে না যে ধূম" সেই ধূমে। স্থতরাং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব"রূপ ব্যাপ্তিটি হেতু ধূমে থাকায়, সাধ্য বহ্নির ব্যাপ্তি হেতু ধূমে থাকিল, আর অনুমানটীও সদ্‌হেতুক অনুমান হইল।

আবার যে অনুমানটি ভুল, তাহাতে এই ব্যাপ্তি থাকে না দেখা যাইবে। কারণ, ব্যাপ্তি প্রভৃতি থাকিলে আর ভুল অনুমানই বলা হয় না। যেমন "পর্ব্বতঃ ধূমবান্, বহ্নেঃ" ইহা একটি ভুল অনুমান। এস্থলে এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী এই অনুমানের হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যাইবে না। কারণ, "সাধ্য" এখানে ধূম, "হেতু" বহ্নি। "সাধ্যাভাব" ধূমাভাব, "সাধ্যাভাববৎ; ধূমাভাববৎ, অর্থাৎ যাহাতে ধূম থাকে না, আর ইহা ধরা যাউক—"উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড"। কারণ, উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে—বহ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না। স্থতরাং "সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব" লৌহপিণ্ড-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে, লৌহে আছে যে অগ্নি, তাহাতে। স্থতরাং "সাধ্যাভাববদবৃত্তিতার অভাব" যে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব" তাহা আর হেতু অগ্নিতে থাকিল না। অতএব "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্-হেতুক অনুমানে "সাধ্য" ধূমের ব্যাপ্তি "হেতু" বহ্নিতে থাকিল না। অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণটী এই ভুল অনুমিতিস্থলে "হেতু" ও "সাধ্যের"

মধ্যে থাকিল না। কিন্তু এই লক্ষণটী "ঘটঃ প্রমেয়ঃ, বাচ্যত্বাৎ" স্থলে যায় না; কারণ, এখানে সাধ্য 'প্রমেয়ত্ব,' তাহার অভাব কোথাও নাই বলিয়া লক্ষণঘটক সাধ্যাভাব পাওয়া যায় না।

ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণের প্রয়োগ।

এক্ষণে ব্যাপ্তির যে নির্ভুল দ্বিতীয় লক্ষণ, যথা—"হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যসমানাধিকরণ্য", তাহাও উক্ত নির্ভুল অনুমান যে "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" তাহাতে যাইবে এবং উক্ত ভুল অনুমান যে "পর্ব্বতঃ ধূমবান্, বহ্নেঃ" তাহাতে যাইবে না। যথা—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" স্থলে বহ্নি—সাধ্য, হেতু—ধূম। হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব বলিতে ধূম-হেতুর সঙ্গে থাকে যে ঘটাভাব ও পটাভাবাদি তাহা; সুতরাং হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয়—ঘট ও পট, আর অপ্রতিযোগী হয়, ঘট ও পটাদি ভিন্ন বস্তু। বস্তুতঃ, এই ঘট পটাদি ভিন্নবস্তু বলিতে সাধ্য বহ্নিও পাওয়া যায়, আর সেই বহ্নির সহিত হেতু ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকায় অর্থাৎ উহাদের মধ্যে এক-স্থানে থাকারূপ সম্বন্ধ থাকায় "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্হেতুক অনুমানে হেতু ও সাধ্য মধ্যে ব্যাপ্তিলক্ষণটী যাইল।

তদ্রূপ "পর্ব্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই ভুল অনুমানে এই ব্যাপ্তির লক্ষণটি যাইবে না। কারণ, হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব বলিতে 'ধূমাভাব' ধরা যায়। যেহেতু, হেতু বহ্নিটি যে তপ্ত লৌহপিণ্ডে থাকে, তাহাতে ধূমাভাবও থাকে। সেই ধূমাভাবই সাধ্যাভাব হওয়ায় "হেতু সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য হইল না, কিন্তু 'তাদৃশ অপ্রতিযোগী সাধ্য'ই লক্ষণের ঘটক, অতএব এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটি এই ভুল অনুমানে যাইল না, কিন্তু "ঘটঃ প্রমেয়ঃ, বাচ্যত্বাৎ" এই কেবলান্বয়িসাধ্যক সদ্হেতুক অনুমানে লক্ষণটী যাইবে। কারণ, হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব আর প্রমেয়ত্বাভাব হয় না। যেহেতু, প্রমেয়ত্ব কেবলান্বয়ী বলিয়া উহার অভাব অপ্রসিদ্ধ। আর হেতু বাচ্যত্ব যাহাতে থাকে, তাহাতেও প্রমেয়ত্ব থাকে। এজন্য ইহাই নির্দ্দোষ লক্ষণ।

অতএব "নিয়ত সাহচর্য্যনিয়ম" রূপ যে ব্যাপ্তি, তাহার প্রকৃত অর্থ "সাধ্যাভাববদ্ অবৃত্তিত্ব" অথবা "হেতু-সমানাধিকরণ-অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্য" ইহা সিদ্ধ হইল।৫৭

পক্ষধর্ম্মতার লক্ষণ ও পরিচয়।

ব্যাপ্যস্য পর্ব্বতাদিবৃত্তিত্বং পক্ষধর্ম্মতা ॥৬০

পক্ষধর্ম্মতার লক্ষণ ও পরিচয়।

৬০। **অনুবাদ**—ব্যাপ্যের যে পর্ব্বতাদিবৃত্তিতা তাহাই **পক্ষধর্ম্মতা** ।৬০

ব্যাপ্যপদের অর্থ।

৬০। ব্যাখ্যা—ব্যাপ্য বলিতে ব্যাপ্তির আশ্রয়, অর্থাৎ অনুমিতির হেতু ; কারণ, হেতুটী সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়াই থাকে। সাধ্যটী সর্ব্বত্রই ব্যাপক হয়। এই ব্যাপ্যটী "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ধূম। সেই ব্যাপ্যরূপ ধূমের যে পর্ব্বতাদিবৃত্তিত্ব অর্থাৎ পক্ষরূপ পর্ব্বতাদিতে থাকা, সেই থাকাই এস্থলে **পক্ষধর্ম্মতা**। এই পক্ষধর্ম্মতা না থাকিলে অনুমিতি হয় না। এজন্য ইহাকে অনুমিতির প্রতি একটী কারণ বলা হয়। যেহেতু 'হেতুটী পক্ষে না থাকিলে সেই হেতুকে ধরিয়া পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। এজন্য পক্ষধর্ম্মতা অনুমিতির পক্ষে একটী কারণ বলা হয়।

পরামর্শ লক্ষণের উপসংহার।

ব্যাপ্তি কি তাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে পক্ষধর্ম্মতা যে কিরূপ তাহাও বলা হইল। সুতরাং "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতার যে জ্ঞান, তাহাই পরামর্শ"—এই পূর্ব্বোক্ত কথাটির অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইতে পারে না। সংক্ষেপে সাধ্যের ব্যাপ্তি যখন হেতুতে থাকে এবং সেইরূপ হেতু যখন পক্ষে থাকে, তখন যে তাহার জ্ঞান, সেই জ্ঞানই পরামর্শ বলা হয়।

পরামর্শের কারণতা সম্বন্ধে মতান্তর।

কোন মতে এই পরামর্শকে অনুমিতির করণরূপ হেতু বলা হয়, আর কোন মতে এই পরামর্শকে করণের ব্যাপার বলা হয়। যেহেতু ব্যাপার-বিশিষ্ট যে কারণ, তাহারই নাম করণ।

ব্যাপার অন্যথাসিদ্ধ হয় না।

ব্যাপার বলিতে যাহা করণজন্য হইয়া কার্য্যের জনক হয়, তাহাকে বুঝায়—ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

ভাষাপরিচ্ছেদে পক্ষতাসম্বন্ধে যথা—

সিষাধয়িষয়া শূন্যা সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে। স পক্ষস্তত্র বৃত্তিত্বজ্ঞানাদনুমিতির্ভবেৎ ॥৭০

অনুমানের বিভাগ ও পরিচয়।

অনুমানং দ্বিবিধম্—স্বার্থং পরার্থং চ ॥৬১

স্বার্থানুমানের লক্ষণ ও পরিচয়।

[তত্র] স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ। তথাহি স্বয়মেব ভূয়োদর্শনেন "যত্র [যত্র] ধূমঃ [তত্র] তত্র অগ্নিঃ" ইতি মহানসাদৌ ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পর্ব্বতসমীপং গতঃ, তদ্গতে চ অগ্নৌ সন্দিহানঃ

অনুমানের বিভাগ ও পরিচয়।

৬১। অনুবাদ—অনুমান দ্বিবিধ যথা—স্বার্থ ও পরার্থ।৬১

স্বার্থানুমানের লক্ষণ ও পরিচয়।

৬২। অনুবাদ—নিজের জন্য যে অনুমিতি সেই অনুমিতির যে "হেতু" তাহাই স্বার্থানুমান। তাহা এইরূপ—(কোন ব্যক্তি) নিজেই রন্ধনশালাতে ধূম ও অগ্নি পুনঃ পুনঃ দেখিয়া "যেখানে যেখানে ধূম সেই সেই স্থানে অগ্নি"—ধূমে

(৬০ ব্যাঃ) এখন কারণ হইতে ব্যাপার জন্মে, আর সেই ব্যাপার হইতে কার্য্য জন্মে বলিয়া, করণটি কোন কার্য্যের জনকের জনক হইল। অর্থাৎ ঘটকার্য্যের প্রতি কারণ যে কুম্ভকার, সেই কুম্ভকারের জনক যে কুম্ভকারের পিতা, তাহার মত কারণ হইল। আর কারণের কারণকে কার্য্যের প্রতি অন্যথা-সিদ্ধ বলা হয়। সুতরাং করণটি আর কারণই হয় না—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। এজন্য বলা হয় যে "**নহি ব্যাপারেণ ব্যাপারিণঃ অন্যথাসিদ্ধিঃ ভবতি**" অর্থাৎ ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপারী অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট যে করণ, সে করণের অন্যথা-সিদ্ধি হয় না।৬০

স্বার্থ ও পরার্থ অনুমান।

৬১। ব্যাখ্যা—অনুমিতির করণ যে অনুমান তাহা দুইরূপ। একরূপ **স্বার্থানুমান** অর্থাৎ নিজের জন্য, এবং অন্যরূপ—**পরার্থানুমান,** অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার জন্য। বস্তুতঃ অনুমিতি করিবার প্রক্রিয়াই এস্থলে অনুমান পদের লক্ষ্য। সুতরাং অনুমান যেমন অনুমিতির করণ এই প্রক্রিয়াটিও যেন তদ্রূপ করণ বলা হয়। অনুমিতির প্রকৃত 'করণ' ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শই হয়। এই জন্য এই প্রক্রিয়াকে অনুমান বলা হইল এবং তাহা দুই প্রকার, তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।৬১

পর্ব্বতে ধূমং পশ্যন্ ব্যাপ্তিং স্মরতি "যত্র [যত্র] ধূমঃ [তত্র] তত্র অগ্নিঃ" ইতি। তদনন্তরং "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ" ইতি জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে। অয়মেব 'লিঙ্গপরামর্শঃ' [ইতি] উচ্যতে। তস্মাৎ "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ উৎপদ্যতে। তদেতৎ স্বার্থানুমানম্।৬২

বহ্নির এই ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতসমীপে যাইলে সেই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া পর্ব্বতস্থিত অগ্নিতে সন্দেহ হয়, তৎপরে "যেখানে ধূম সেইখানে অগ্নি"—এই উক্ত ব্যাপ্তিটীর স্মরণ হয়। তৎপরে "বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম সেই ধূমবান্ এই পর্ব্বত"—এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়। এই লিঙ্গপরামর্শ হইতে "পর্ব্বতটি বহ্নিমান্"—এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাই সেই স্বার্থানুমান।৬২

স্বার্থানুমানের প্রণালী।

৬২। ব্যাখ্যা—এস্থলে নিজের জন্য যে অনুমিতি, তাহা কিরূপে হয়, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে। যথা—কোন ব্যক্তি প্রথমে রন্ধনশালাতে পুনঃ পুনঃ দেখে যে, ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, অগ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না। ইহা দেখিয়া তাহার জ্ঞান হয় যে, ধূম অগ্নির ব্যাপ্য। অর্থাৎ ধূমে অগ্নির ব্যাপ্তি আছে। কিন্তু অগ্নিতে যে ধূমের ব্যাপ্তি আছে—এরূপ জ্ঞান তাহার হয় না। কারণ, সে ব্যক্তি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারে বহ্নি দেখে, কিন্তু ধূম দেখে না। ফলতঃ এইরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির জ্ঞান তাহার হয়। তৎপরে সে যখন কোন পর্ব্বতের নিকট গিয়া দেখে যে, ধূম রহিয়াছে, তখন তাহার ধূমের সহচর অগ্নির কথাও মনে পড়ে। তৎপরে তাহার সেই পর্ব্বতে অগ্নির সন্দেহ জন্মে। তখন সে মনে করে—ধূম থাকিলে ত বহ্নি থাকেই, অর্থাৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি তাহার স্মরণ হয়। পরে "বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম" এই পর্ব্বতে, অর্থাৎ "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত"—এই জ্ঞান তাহার হয়। তৎপরে "পর্ব্বতটি বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হয়। ইহার মধ্যে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত" এই জ্ঞানের নাম লিঙ্গপরামর্শ। লিঙ্গশব্দের অর্থ হেতু। ধূম অবলম্বনে এইরূপ জ্ঞান

পরার্থনুমানের লক্ষণ ও পরিচয়।

যৎ তু স্বয়ং ধূমাৎ অগ্নিম্ অনুমায় পরপ্রতিপত্ত্যর্থং * পঞ্চাবয়ববাক্যং প্রযুজ্যতে তৎ পরার্থানুমানম্। যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্। ধূমবত্ত্বাৎ। যঃ যঃ ধূমবান্ সঃ সঃ অগ্নিমান্, † যথা মহানসম্। তথা চ অয়ম্। তস্মাৎ তথা, ইতি। অনেন প্রতিপাদিতাৎ লিঙ্গাৎ পরোঽপি অগ্নিং ‡ প্রতিপদ্যতে।৬৩

পরার্থানুমানের লক্ষণ ও প্রয়োজন।

৬৩। অনুবাদ—কিন্তু নিজে ধূমহেতুক অগ্নিকে অনুমান করিয়া পরের প্রত্যয়ের জন্য যে পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পরার্থনুমান। যেমন—(১) পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, (২) যেহেতু ধূমবান্, (৩) যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা তাহা বহ্নিমান্, যেমন—রন্ধনশালা, (৪) আর সেইরূপই ইহা, (৫) সেই হেতু ইহাও সেইরূপ। এইরূপে প্রতিপাদিত লিঙ্গ হইতে অপরেও বহ্নি অনুমান করিয়া থাকে।৬৩

(৬২ ব্যা) হয় বলিয়া ও সেই ধূমই লিঙ্গ বা হেতু বলিয়া উক্ত পরামর্শকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। যাহা হউক, এই প্রকারের যে অনুমিতি তাহাকে স্বার্থানুমান বা স্বার্থানুমিতি বলে। অতএব ইহার ক্রমটী এইরূপ—

১। রন্ধনশালায় ধূম ও বহ্নির ব্যভিচারজ্ঞানশূন্য ভূয়োদর্শন।

২। তৎপরে উক্ত ভূয়োদর্শন হইতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্জ্জন।

৩। তৎপরে পর্ব্বতে ধূম দর্শন।

৪। তৎপরে পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ।

৫। তৎপরে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিস্মরণ।

৬। তৎপরে "বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত" এইরূপ জ্ঞানোদয়।

৭। তৎপরে "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" এই প্রকার অনুমিতি হয়।

সুতরাং স্বার্থানুমানে এই সাতটী অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়।৬২

৬৩। ব্যাখ্যা—অনুবাদই স্পষ্ট। এস্থলে যে পাঁচটি অবয়বের কথা বলা হইল, তাহার লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে।৬৩

* প্রতিপত্ত্যর্থং=প্রত্যয়ার্থং। † ‡ অগ্নি=বহ্নি—পাঠান্তরম্।

ন্যায়ের পাঁচটি অবয়বের লক্ষণ ও পরিচয়।

প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি পঞ্চাবয়বাঃ। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি প্রতিজ্ঞা, "ধূমবত্ত্বাৎ" ইতি হেতুঃ, "যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্ যথা—মহানসম্" ইতি উদাহরণম্, "তথা চ অয়ম্" ইতি উপনয়ঃ, "তস্মাৎ তথা" নিগমনম্।৬৪

ন্যায়ের পাঁচটী অবয়বের লক্ষণ ও পরিচয়।

৬৪। অনুবাদ—প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় ও নিগমন—এই পাঁচটি ন্যায়ের অবয়ব। যথা, পর্ব্বত বহ্নিমান্—এই বাক্যটি প্রতিজ্ঞা, যে হেতু ধূম রহিয়াছে—ইহা হেতু-বাক্য, যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্, যেমন মহানস—ইহা উদাহরণবাক্য, ইহা সেইরূপ—ইহা উপনয়বাক্য, সেই হেতু ইহা সেইরূপ—ইহা নিগমনবাক্য।৬৪

প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়ব পাঁচটীর অর্থ।

৬৪। ব্যাখ্যা—অপরকে অনুমানদ্বারা বুঝাইবার জন্য যে বাক্যাবলী প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে **ন্যায়** বলে। ইহাতে পাঁচটি বাক্য থাকে। তাহাদের নাম ও ক্রম এই—(১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু (৩) উদাহরণ (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন। সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষবোধক বাক্যের নাম (১) **প্রতিজ্ঞা**। যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্। এখানে বহ্নি—সাধ্য, পর্ব্বত—পক্ষ। পঞ্চমী বিভক্তি বা তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা রচিত লিঙ্গ-জ্ঞাপক বাক্যই (২) **হেতুবাক্য**। যেমন—ধূমাৎ বা ধূমবত্ত্বাৎ, অর্থাৎ যে হেতু ধূম রহিয়াছে। ব্যাপ্তির প্রতিপাদক দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যের নাম (৩) **উদাহরণ**। ইহা এখানে যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা তাহা বহ্নিমান্, যেমন মহানস—এই বাক্য। এখানে "যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা তাহা বহ্নিমান্"—ইহাতে ব্যাপ্তির কথা বলা হইল। এই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট **দৃষ্টান্ত** মহানস অর্থাৎ রন্ধনশালা। ইহাও সেইরূপ—ইহা (৪) **উপনয়নবাক্য**। ইহা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞাপক। ইহার অন্য আকার—বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত। সুতরাং ইহা

লিঙ্গপরামর্শই অনুমান বা অনুমিতির করণ।

স্বার্থানুমিতিপরার্থানুমিত্যোঃ লিঙ্গপরামর্শঃ এব করণম্; তস্মাৎ লিঙ্গপরামর্শঃ অনুমানম্।৬৫

লিঙ্গপরামর্শ ই অনুমান বা অনুমিতির করণ।

৬৫। অনুবাদ—স্বার্থানুমিতি এবং পরার্থানুমিতি উভয়েরই 'করণ'—লিঙ্গপরামর্শ। সেই হেতু অনুমিতির করণ যে লিঙ্গপরামর্শ, তাহাই অনুমান-পদবাচ্য।৬৫

(৬৪ব্যা) পরামর্শের জ্ঞাপক। পরিশেষে (৫) **নিগমনবাক্য** প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার আকার—সেই হেতু পর্ব্বতটি বহ্নিমান্। ইহাতে পক্ষ ও সাধ্যে অবাধিতত্বভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রারম্ভে একটি "সেই হেতু" পদ বসাইলেই নিগমনবাক্য হয়। এই পাঁচটি বাক্য ঠিক্ ঠিক্ প্রয়োগ করিতে পারিলে অপরকেও অনুমান করিয়া বুঝিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ প্রথম তিনটী বা দুইটী বাক্যই ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, এই বাক্য কয়টীকে সাজাইলে এইরূপ হয়—

(১)	**প্রতিজ্ঞা**	...	পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্।
(২)	**হেতু**	...	ধূমবত্ত্বাৎ বা ধূমাৎ।
(৩)	**উদাহরণ**		যঃ যঃ ধূমবান্ সঃ সঃ বহ্নিমান্ যথা—মহানসম্।
(৪)	**উপনয়**		বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ বা অয়ম্ অপি তথা।
(৫)	**নিগমন**		তস্মাৎ পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ বা তস্মাৎ তথা।৬৪

ত্রিবিধ লিঙ্গপরামর্শের পরিচয়।

৬৫। ব্যাখ্যা—লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু। হেতু অবলম্বনে যে পরামর্শ তাহাই লিঙ্গপরামর্শ। ইহা তিন প্রকার—প্রথম রন্ধনশালায় ধূম ও অগ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে ধূমজ্ঞান, তাহা **প্রথম লিঙ্গপরামর্শ।** পক্ষে যে ধূমজ্ঞান ও বহ্নিসন্দেহ, তাহা **দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ,** তৎপরে ব্যাপ্তি স্মরণপূর্ব্বক পক্ষে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের যে জ্ঞান তাহা **তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ,** ইহাঁই অনুমিতির করণ। লিঙ্গপরামর্শ অর্থ—হেতুঘটিত

ত্রিবিধ লিঙ্গের লক্ষণ ও পরিচয়।

লিঙ্গং ত্রিবিধম্। অন্বয়ব্যতিরেকি-কেবলান্বয়ি-কেবলব্যতিরেকি চেতি ।৬৬

ত্রিবিধ লিঙ্গের লক্ষণ ও পরিচয়।

৬৬। অনুবাদ—লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা—অন্বয়ব্যতিরেকি, কেবলান্বয়ি ও কেবলব্যতিরেকি ।৬৬

(৬৫ব্যা) পরামর্শ। এস্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞানই এই পরামর্শ হইল। এজন্য কোন কোন মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে করণ বলা হয়, তাহা পরামর্শরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হইলে অনুমিতি হয়। ব্যাপার বলিতে যাহা করণ হইতে জন্মিয়া কার্য্যের জনক হয়, তাহাকে বুঝায়, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে পরামর্শকে করণ বলা হয়।

এই দ্বিবিধ অনুমানের বিভাগ ও ক্রম চিত্রটী এইরূপ—

অনুমান

স্বার্থানুমান
ঈহার ক্রম, যথা—

১। ভূয়োদর্শন } ১ম লিঙ্গ
২। ব্যাপ্তিজ্ঞান } পরামর্শ
৩। পক্ষে হেতুদর্শন } ২য় লিঙ্গ
৪। পক্ষে সাধ্যসন্দেহ } পরামর্শ
৫। হেতু সাধ্যের ব্যাপ্তিস্মরণ } ৩য় লিঙ্গ
৬। সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষের জ্ঞান } পরামর্শ
৭। পক্ষ সাধ্যবান্ জ্ঞান

পরার্থানুমান
ইহার ক্রম, যথা—

১। প্রতিজ্ঞা বাক্য
২। হেতু বাক্য
৩। উদাহরণ বাক্য
৪। উপনয় বাক্য
৫। নিগমন বাক্য। ৬৫

কেবলান্বয়ি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত।

৬৬। ব্যাখ্যা—লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু। **পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ**—এই স্থলে ধূম হয় লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু। ইহা অন্বয়ব্যতিরেকি হেতুর দৃষ্টান্ত। **ঘটঃ অভিধেয় প্রমেয়ত্বাৎ**—ইহা কেবলান্বয়ি হেতুর দৃষ্টান্ত। আর **পৃথিবী—পৃথিবীভিন্ন হইতে ভিন্ন, যেহেতু গন্ধ আছে**—ইহা কেবলব্যতিরেকি হেতুর দৃষ্টান্ত ।৬৬

ভাষাপরিচ্ছেদে অনুমানের ভেদ যথা—

ত্রৈবিধ্যমনুমানস্ত কেবলান্বয়িভেদতঃ। দ্বৈবিধ্যং তু ভবেদ্ ব্যাপ্তেরন্বয়ব্যতিরেকতঃ ॥১৪২

অন্বয়ব্যতিরেকি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

অন্বয়েন ব্যতিরেকেণ চ ব্যাপ্তিমৎ অন্বয়ব্যতিরেকি, যথা বহ্নৌ সাধ্যে ধূমবত্ত্বম্ ।৬৭

অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ যথা মহানসম্ ইতি অন্বয়ব্যাপ্তিঃ ।৬৮

ব্যতিরেক ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

যত্র বহ্নিঃ নাস্তি তত্র ধূমোঽপি নাস্তি, যথা—জলহ্রদঃ ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ ।৬৯

অন্বয়ব্যতিরেকি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

৬৭। অনুবাদ—অন্বয়দ্বারা এবং ব্যতিরেকদ্বারা যে লিঙ্গ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ যে লিঙ্গে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকি-ব্যাপ্তি থাকে, তাহা অন্বয়ব্যতিরেকি লিঙ্গ। যেমন বহ্নি সাধ্য যখন হয়, তখন ধূমবত্ত্ব অর্থাৎ ধূম হয় অন্বয়ব্যতিরেকি ।৬৭

অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

৬৮। অনুবাদ—যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি যেমন—মহানস, ইহার নাম অন্বয়ব্যাপ্তি ।৬৮

ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

৬৯। অনুবাদ—যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই। যেমন জলহ্রদ—ইহাই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ।৬৯

অন্বয় ও ব্যতিরেক শব্দের অর্থ।

৬৭। ব্যাখ্যা—থাকিলে থাকার নাম **অন্বয়**, এবং না থাকিলে না থাকার নাম **ব্যতিরেক**। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে—ইহা অন্বয়, বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না,—ইহা ব্যতিরেক। **পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ** এই স্থলে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি—এই দুইটিই দেখান যায় বলিয়া ইহাকে **অন্বয়-ব্যতিরেকি** লিঙ্গযুক্ত অনুমান বলা হয় ।৬৭

৬৮। ব্যাখ্যা—এই অন্বয়ব্যাপ্তির পরিচয় ৫৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা যে কেবলই কেবলান্বয়ি অনুমানে থাকে, তাহা নহে,

কেবলান্বয়ি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

অন্বয়মাত্রব্যাপ্তিকং কেবলান্বয়ি ; যথা—ঘটঃ অভিধেয়ঃ,

কেবলান্বয়ি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

৭০। **অনুবাদ**—যে লিঙ্গে অন্বয়ব্যাপ্তিমাত্র থাকে সেই লিঙ্গকে কেবলান্বয়ি বলে, যেমন—ঘট অভিধেয় অর্থাৎ নামদ্বারা জ্ঞেয়, (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা প্রমেয়, অর্থাৎ প্রমার

(৬৮ব্যা) কিন্তু ইহা অন্বয়ব্যতিরেকি অনুমানেও থাকে, বুঝিতে হইবে। কেবলান্বয়ি অনুমানে কেবলই এই অন্বয়ব্যাপ্তি থাকে, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকে না।৬৮

অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির ঘটক ব্যাপ্য ব্যাপক নির্ণয়।

৬৯। ব্যাখ্যা—এইরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিও অন্বয়ব্যতিরেকি লিঙ্গে থাকে। কিন্তু কেবলব্যতিরেকি অনুমানে কেবলই এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি থাকে। আর অন্বয়ব্যতিরেকিতে এই দুই রূপ ব্যাপ্তিই থাকে। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, **ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে—ইহা অন্বয়-ব্যাপ্তি,** কিন্তু ইহার বিপরীত ধূম না থাকিলে অগ্নি থাকে না—এই রূপটি ব্যতিরেকব্যাপ্তি নয়। এস্থলে **অগ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না**—ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। অর্থাৎ অন্বয়ব্যাপ্তিতে অগ্নি ব্যাপক এবং ধূম ব্যাপ্য। কিন্তু ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে ধূমাভাব ব্যাপক এবং বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য। অন্বয়ব্যাপ্তিদ্বারা পর্ব্বতে ধূমদ্বারা বহ্নি সিদ্ধ হয়, এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির দ্বারা পর্ব্বতে সেই বহ্নি সিদ্ধ হয়। সুতরাং হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি, অন্বয়ব্যাপ্তি এবং তাহাদের অভাবের দ্বারা যে ব্যাপ্তি তাহা ব্যতিরেকব্যাপ্তি। আর তজ্জন্য বলা হয় "**সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব**"ই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। এইরূপ প্রতিযোগিত্ব যে হেতুতে থাকে, সেই হেতুটী ব্যতিরেকব্যাপ্তিমান্ হয়। পর্ব্বতে এতাদৃশ ধূম হেতু থাকায় বহ্নি সিদ্ধ হয়।৬৯

ভাষাপরিচ্ছেদে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির পরিচয়, যথা—

দ্বৈবিধ্যং তু ভবেদ্ব্যাপ্তেরন্বয়ব্যতিরেকতঃ ॥১৪২ অন্বয়ব্যাপ্তিরুক্তৈব ব্যতিরেকাদথোচ্যতে।
সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যদ্ ভবেৎ ॥১৪৩ অর্থাপত্তেস্তু নৈবেহ প্রমাণান্তরতেষ্যতে।
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবুদ্ধ্যা চরিতার্থা হি সা যতঃ ॥১৪৪

প্রমেয়ত্বাৎ, পটবৎ। অত্র প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্বয়োঃ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিঃ নাস্তি, সর্ব্বস্যাপি প্রমেয়ত্বাৎ অভিধেয়ত্বাৎ চ।৭০

বিষয়, (হেতু), যেমন পট (উদাহরণ),। এস্থলে হেতু প্রমেয়ত্ব এবং সাধ্য অভিধেয়ত্বের মধ্যে ব্যতিরেকব্যাপ্তি নাই। অর্থাৎ যেখানে অভিধেয়ত্বের অভাব সেখানে প্রমেয়ত্বের অভাব—এইরূপ ব্যাপ্তি নাই। যে হেতু সকলই অভিধেয় এবং সকলই প্রমেয়। কারণ, এমন কিছুই নাই যাহা অভিধেয় নহে বা প্রমেয় নহে।৭০

কেবলান্বয়িপদের অর্থ ও দৃষ্টান্ত।

১০। ব্যাখ্যা—যেখানে লিঙ্গে অর্থাৎ হেতুতে কেবলই অন্বয়ব্যাপ্তি থাকে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি থাকে না, সেখানে কেবলান্বয়িলিঙ্গক অনুমান বলে। ব্যতিরেক অর্থ অভাব। ব্যতিরেকব্যাপ্তি অর্থ—অভাবঘটিত ব্যাপ্তি। **"ঘট অভিধেয়, যে হেতু তাহা প্রমেয়, যেমন পট"**—ইহা বলায় সাধ্য হয়—অভিধেয়ত্ব এবং হেতু হয়—প্রমেয়ত্ব। এখন এই দুইটিরই অভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া ইহারা উভয়েই কেবলান্বয়ি পদবাচ্য হয়। যাহা সর্ব্বত্র স্থায়ী তাহারই নাম কেবলান্বয়ী। এস্থলে সকল বস্তুই নামদ্বারা উল্লেখযোগ্য বলিয়া তাহা অভিধেয় হয়, এবং সকল বস্তুরই প্রমা জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া তাহা প্রমেয় হয়। এই জন্য এস্থলে **"অতিধেয়ত্বভাবের ব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিত্ব"** এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি প্রমেয়ত্বরূপ হেতুতে পাওয়া যায় না। আর তজ্জন্য এস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি নাই, আর এজন্য ইহাকে কেবলান্বয়িলিঙ্গক অনুমান বলে। বস্তুতঃ যেস্থলে সাধ্যও হেতু—উভয়ই কেবলান্বয়ী হয় না, কিন্তু কেবল সাধ্যটীই কেবলান্বয়ী হয়, সেস্থলেও সেই অনুমানটীকে কেবলান্বয়ি অনুমান বলে। যেমন **"ঘটঃ অভিধেয়ঃ, ঘটত্বাৎ"** স্থলটীও কেবলান্বয়ি অনুমান হয়। এখানে সাধ্য অভিধেয়ত্ব কেবলান্বয়ী হইলেও হেতু ঘটত্বটী কেবলান্বয়ী নহে। তথাপি ইহা কেবলান্বয়ি অনুমান বলা যায়। এস্থলে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহাতে প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ মাত্র দেখান হইল, সংক্ষেপের অনুরোধে উপনয় ও নিগমন নামক অবয়ব দুইটী আর দেখান হইল না।৭০

কেবলব্যতিরেকি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

ব্যতিরেকমাত্রব্যাপ্তিকং কেবলব্যতিরেকি। যথা—পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ। যদ্ ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে,ন তৎ গন্ধবৎ। যথা জলম্। ন চ ইয়ং তথা, তস্মাৎ ন তথা ইতি। অত্র যদ্ গন্ধবৎ তৎ ইতরেভ্যোঽপি ভিন্নম্ ইতি অন্বয়দৃষ্টান্তো নাস্তি, পৃথিবীমাত্রস্য পক্ষত্বাৎ।৭১

কেবলব্যতিরেকি লিঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

৭১। অনুবাদ—যে লিঙ্গে ব্যতিরেকব্যাপ্তি মাত্র থাকে, সেই লিঙ্গকে কেবলব্যতিরেকি বলে। যেমন—(১) পৃথিবী ইতর হইতে ভিন্ন হয় (ইহা প্রতিজ্ঞা), (২) যে হেতু গন্ধবত্ত্ব রহিয়াছে (ইহা হেতু), (৩) যাহা ইতর হইতে ভিন্ন নহে, তাহা গন্ধবৎও নহে, যেমন জল (ইহা উদাহরণ, এস্থলে জলটি ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত), (৪) আর ইহা সেরূপ নহে, (ইহা উপনয়), (৫) সেই হেতু ইহা সেইরূপ নহে, (ইহা নিগমন)। এস্থলে যাহা গন্ধবৎ তাহা ইতর হইতে ভিন্ন—এরূপ অন্বয়দৃষ্টান্ত নাই; যে হেতু পৃথিবীমাত্রকেই পক্ষ করা হইয়াছে।৭১

কেবলব্যতিরেরিকীপদের অর্থ ও দৃষ্টান্ত।

৭১। ব্যাখ্যা—যেখানে হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নহে, কিন্তু কেবলই ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান থাকে, সেখানে কেবলব্যতিরেকিলিঙ্গক অনুমান বলা হয়। ইহার প্রতিজ্ঞাবাক্য—পৃথিবী ইতর হইতে ভিন্ন—অর্থাৎ "পৃথিবী ইতরভেদবতী। ইহার অর্থ—পৃথিবী পৃথিবীভিন্ন যত কিছু তাহা হইতে ভিন্ন। ইতর অর্থ—অন্য বা ভিন্ন। "ভিন্ন" অর্থ—ভেদবিশিষ্ট, এজন্য "ইতরের ভেদবিশিষ্ট" বা 'ইতরভিন্ন' একই কথা। এজন্য "ইতরভেদ"টী সাধ্য। যেমন—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" স্থলে বহ্নিটী সাধ্য, তদ্রূপ পৃথিবী "ইতরভেদবতী" বলিলে "ইতর ভেদ"ই সাধ্য। বস্তুতঃ সকল জিনিষই নিজভিন্নবস্তু হইতে ভিন্নই হয়। সুতরাং পৃথিবীও পৃথিবীভিন্ন হইতে ভিন্নই হয়। আর এজন্য যে 'হেতু' প্রদত্ত হইল, তাহা গন্ধ। এই গন্ধ পৃথিবীরই গুণ, পৃথিবীভিন্ন

কোথাও থাকে না। এখন সমুদায় পৃথিবীকে “পক্ষ” করায় অন্য কোন স্থলে যে হেতু ‘গন্ধ’ এবং সাধ্য ‘ইতরভেদ’ থাকিবে, তাহা আর সম্ভব পর হইল না, সুতরাং এস্থলে আর অন্বয়দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না—ইহাই বুঝিতে হইবে। এস্থলে ব্যতিরেকি অনুমানের অবয়ব পাঁচটি যেরূপ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য এস্থলে এই অনুমানের প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় নিগমন—সকলই বলা হইয়াছে। উপরোক্ত কেবলান্বয়িস্থলে সংক্ষেপের অনুরোধে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই—তিনটি মাত্রই বলা হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু যেরূপ ন্যায়াবয়ব হয়, তাহা এই—

(১) **প্রতিজ্ঞা**—পৃথিবী ইতরভেদবতী।

(২) **হেতু**—গন্ধবত্ত্বাৎ বা গন্ধাৎ।

(৩) **উদাহরণ**—‘যৎ পৃথিবীতরভেদবৎ ন তৎ গন্ধবৎ, যথা—জলম্’। অথবা, ‘যন্নৈবং তন্নৈবম্’।

(৪) **উপনয়**—‘ন চ ইয়ং তথা’, অথবা ‘ইতরভেদব্যাপ্যগন্ধবতী ইয়ং পৃথিবী’। কিংবা “ইতরভেদাভাবব্যাপকীভূত-অভাবপ্রতিযোগিত্ববতী ইয়ং পৃথিবী’।

(৫) **নিগমন**—‘তস্মাৎ ন তথা’ বা ‘তস্মাৎ পৃথিবী ইতরভেদবতী’।

যাহা হউক অন্বয় ও ব্যতিরেকী অনুমানের ন্যায়াবয়ব চিত্রটী এই—

ন্যায়াবয়ব

অন্বয়ী অনুমানে—	ব্যতিরেকী অনুমানে—
১। প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্।	১। প্রতিজ্ঞা—(ক) পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্। (খ) পৃথিবী ইতরভেদবতী।
২। হেতু—ধূমাৎ।	২। হেতু—ধূমাৎ। (খ) গন্ধবত্ত্বাৎ।
৩। উদাহরণ—যো যো ধূমবান্ সঃ সঃ বহ্নিমান্, যথা—মহানসম্।	৩। উদাহরণ—(ক) যঃ ন বহ্নিমান্, ন সঃ ধূমবান্ যথা—(ক) জলম্। (খ) যৎ পৃথিবীতরভেদবৎ ন তৎ গন্ধবৎ, যথা—জলম্।
৪। উপনয়—বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ।	৪। উপনয়—(ক) ন চায়ং তথা *। (খ) ন চ ইয়ং তথা
৫। নিগমন—তস্মাৎ পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্।	৫। নিগমন—(ক) ‘তস্মাৎ পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্’। (খ) ‘তস্মাৎ পৃথিবী ইতরভেদবতী,’ বা ‘তস্মাৎ ন তথা’।

* এস্থলে উপনয়নের যেরূপ অন্য আকার হইতে পারে, তাহা উপরে উপনয়মধ্যে দ্রষ্টব্য।

সপক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

নিশ্চিতসাধ্যবান্ সপক্ষ, যথা তত্রৈব মহানসম্।৭২

৭২। অনুবাদ—যাহা সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত তাহাকে সপক্ষ বলে, যেমন পর্ব্বত বহ্নিমান্ যে হেতু ধূম রহিয়াছে—এই স্থলে দৃষ্টান্ত যে মহানস তাহাই সপক্ষ।৭২

(৭১ ব্যা) এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে অনুমান যেমন স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ, তদ্রূপ ইহারা প্রত্যেকে আবার কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি ও অন্বয়ব্যতিরেকিভেদে ত্রিবিধ হয়। সুতরাং অনুমান সর্ব্বশুদ্ধ ছয় প্রকার হইতে পারে। ইহাদের বিভাগ চিত্র এইরূপ—

অনুমান

- স্বার্থানুমান
  - কেবলান্বয়ী (ন্যায়াবয়ব নিষ্প্রয়োজন)
  - কেবলব্যতিরেকী (ন্যায়াবয়ব নিষ্প্রয়োজন)
  - অন্বয়ব্যতিরেকী (ন্যায়াবয়ব নিষ্প্রয়োজন)
- পরার্থানুমান
  - কেবলান্বয়ী — ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ যথা পটঃ
  - কেবলব্যতিরেকী — পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ যথা ব্যতিরেকেণ জলম্
  - অন্বয়ব্যতিরেকী — পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ যথা মহানসম্। ৭১

সপক্ষপদের অর্থ।

৭২। ব্যাখ্যা—সপক্ষ অর্থ—যাহাতে সাধ্যটীর নিশ্চয় থাকে। ইহা উদাহরণবাক্যের অন্তর্গত অন্বয়দৃষ্টান্তই হইয়া থাকে। উক্ত ন্যায়াবয়ব-মধ্যে 'যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্, যেমন মহানস' এই যে উদাহরণবাক্য, তাহার মধ্যস্থিত মহানসটি দৃষ্টান্ত, আর তাহা নিশ্চিত-সাধ্যবান্‌ও বটে। কারণ, তাহাতে সাধ্য অগ্নির নিশ্চয় আছে বলিয়াই তাহার সাহায্যে পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করা হইতেছে। এইজন্য সপক্ষ ও অন্বয় দৃষ্টান্ত এস্থলে একই কথা। তবে পার্থক্য এই যে, দৃষ্টান্তে সাধ্য ও হেতু উভয়েরই নিশ্চয় থাকে, সুতরাং দৃষ্টান্ত ব্যাপ্তিরও জ্ঞাপক, কিন্তু সপক্ষে কেবল সাধ্যেরই নিশ্চয় থাকে।৭২

বিপক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

নিশ্চিতসাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ, যথা তত্রৈব হ্রদঃ ।৭৩

পক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ, যথা ধূমবত্ত্বে হেতৌ পর্ব্বতঃ ।৭৪

বিপক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

৭৩। অনুবাদ—যাহাতে সাধ্যের অভাব নিশ্চিত আছে, তাহার নাম বিপক্ষ; যেমন উক্ত "পর্ব্বত বহ্নিমান্" অনুমানের মধ্যে হ্রদটি হয় বিপক্ষ ।৭৩

পক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

৭৪। অনুবাদ—যাহাতে সাধ্য সন্দেহ হয়, তাহাই পক্ষ। যেমন—ধূমবত্ত্ব যখন হেতু হয়, তখন পর্ব্বতটি পক্ষ হয় ।৭৪

বিপক্ষপদের অর্থ।

৭৩। ব্যাখ্যা—হ্রদে অগ্নি থাকে না এই নিশ্চয় আছে বলিয়া পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ এই অনুমানে হ্রদকে নিশ্চিতসাধ্যাভাববান্ বলা হয়, আর তজ্জন্য ইহাকে বিপক্ষ বলা হয়। মহানসাদি এস্থলে সপক্ষ বলা হয়। যাহা হউক, অন্বয়ব্যতিরেকি অনুমানে উক্ত সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ই থাকে। আর কেবলান্বয়ি অনুমানে কেবলই সপক্ষই থাকে, আর কেবল-ব্যতিরেকি অনুমানে কেবল বিপক্ষই থাকে—বুঝিতে হইবে ।৭৩

পক্ষপদের অর্থ।

৭৪। ব্যাখ্যা—পর্ব্বতটি বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে, এস্থলে পর্ব্বতটি—পক্ষ। কারণ, এখানে পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নির সন্দেহ রহিয়াছে। এজন্য যাহা সন্দিগ্ধসাধ্যযুক্ত তাহাকে পক্ষ বলা হইল। ইহা প্রাচীন তার্কিকের মত। নবীনের মতে যাহা অনুমিতির উদ্দেশ্য তাহাকেই পক্ষ বলা হয়। এমতে পর্ব্বতে সাধ্যের সন্দেহ না থাকিলেও অনুমিতি হইতে পারে। নিম্নলিখিত 'পক্ষতা' ধর্ম্ম থাকিলেই তাহা পক্ষপদবাচ্য হয়।

পক্ষতার লক্ষণ।

এই পক্ষের ধর্ম্মকে পক্ষতা বলা হয়। আর তাহার লক্ষণ—**"সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব"**। অর্থাৎ সাধনেচ্ছা না থাকিয়া সাধ্যনিশ্চয়ের যে অভাব তাহাই পক্ষতা। ইহাও অনুমিতির

একটী কারণ—বলা হয়। সুতরাং—ইহার অর্থ অনুসরণ করিলে দেখা যায়, তিনটী স্থলে অনুমিতি হয়, আর একটী স্থলে হয় না, যথা—

১। অনুমিতির ইচ্ছা আছে, সাধ্যনিশ্চয় আছে ... অনুমিতি হয়
২। অনুমিতির ইচ্ছা নাই, সাধ্যনিশ্চয় নাই ... „
৩। অনুমিতির ইচ্ছা আছে, সাধ্যনিশ্চয় নাই ... „
৪। অনুমিতির ইচ্ছা নাই, সাধ্যনিশ্চয় আছে ... অনুমিতি হয় না

অতএব ৪র্থ প্রকারটী অনুমিতির প্রতিবন্ধক, তাহার অভাবই সাধনেচ্ছাশূন্য সিদ্ধ্যভাবরূপ হয়, আর তাহাই প্রথম তিনটী স্থলে আছে। অর্থাৎ প্রথম তিনটী স্থলে পক্ষতা থাকে, শেষ স্থলটীতে তাহা থাকে না। ইহাই হইল কিরূপে অনুমিতি হয় তাহার পরিচয়।

এক্ষণে অনুমিতির কারণ সম্বন্ধে একটী চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা এইরূপ হয়, যথা—

অনুমিতির কারণ

- করণ
  - ব্যাপ্তিজ্ঞান (সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব নিশ্চয়)
- কারণ
  - ব্যাপার (সাধ্যব্যাপ্যহেতুমানপক্ষ)
  - পক্ষতা (সিষাধয়িষাবিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব নিশ্চয়)
  - পক্ষধর্ম্মতা (পক্ষে হেতুবৃত্তিতা)

অনুমিতিস্থলে প্রয়োজন।

কিন্তু এই অনুমিতি করিতে হইলে পাঁচটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়, যথা—(১) পক্ষবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ হেতুর পক্ষে থাকা, (২) সপক্ষসত্ত্ব, অর্থাৎ হেতুর সপক্ষে থাকা, (৩) বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অর্থাৎ হেতুর বিপক্ষে না থাকা, (৪) অবাধিত্ব, অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাব না থাকা, (৫) অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব, অর্থাৎ সাধ্যাভাবসাধক হেতু না থাকা। ইহাদের মধ্যে কেবলান্বয়ি অনুমানে বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব থাকে না, কেবল-ব্যতিরেকি অনুমানে সপক্ষসত্ত্ব থাকে না, আর অন্বয়ব্যতিরেকি অনুমানে সবগুলিই থাকে, বুঝিতে হইবে। এইবার অনুমান করিতে গেলে কতপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে, তাহাই বলা হইতেছে।৭৪

প্রশ্ন

(অনুমানখণ্ড)

১। অনুমান ও অনুমিতি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ? (উঃ ৫৬ পৃঃ)
২। অনুমিতির লক্ষণ কি ? (উঃ ৫৬ পৃঃ)
৩। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অনুমিতির আকার কিরূপ ? (উঃ ঐ)
৪। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পক্ষ সাধ্য হেতু কে ? (উঃ ঐ)
৫। অনুমিতির করণ কে ? (উঃ ঐ)
৬। পরামর্শকে অনুমিতির কিরূপ জনক বলা হয় ? (উঃ ঐ)
৭। পরামর্শের লক্ষণ কি ? (উঃ ৫৭ পৃঃ)
৮। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পরামর্শের আকার কিরূপ ? (উঃ ঐ)
৯। ব্যাপ্তির লক্ষণ কি ? (উঃ ৫৮ পৃঃ)
১০। ব্যাপ্তির পরিষ্কৃত লক্ষণ কি ? (উঃ ৫৯ পৃঃ)
১১। সদ্‌হেতুক অনুমিতিতে উহার প্রয়োগ কিরূপ ? (উঃ ঐ)
১২। অসদ্‌হেতুকে উহার অপ্রয়োগ কিরূপ ? (উঃ ঐ)
১৩। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব লক্ষণটী কেবলান্বয়ী স্থলে কেন যায় না ? (উঃ ৬০ পৃঃ)
১৪। সিদ্ধান্তলক্ষণের প্রয়োগ কিরূপ ? (উঃ ঐ)
১৫। পক্ষধর্ম্মতা কাহাকে বলে ? (উঃ ৬১ পৃঃ)
১৬। ব্যাপার অন্যথাসিদ্ধ হয় না কেন ? (উঃ ঐ)
১৭। স্বার্থানুমানের প্রণালী কিরূপ ? (উঃ ৬৩ পৃঃ)
১৮। পরার্থানুমানের ক্রম কিরূপ ? (উঃ ৬৪ পৃঃ)
১৯। ন্যায়াবয়ব কাহাকে বলে ? (উঃ ঐ)
২০। দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য কি ? (উঃ ৬৫ পৃঃ)
২১। লিঙ্গপরামর্থ কতরূপ ও কিরূপ ? (উঃ ৬৬ পৃঃ)
২২। লিঙ্গভেদে অনুমানের ত্রৈবিধ্য কিরূপ ? (উঃ ৬৭ পৃঃ)
২৩। কেবলান্বয়ি অনুমান কিরূপ ? (উঃ ৬৯ পৃঃ)
২৪। কেবলব্যতিরেকি অনুমান কিরূপ ? (উঃ ৭১ পৃঃ)
২৫। অন্বয়ব্যতিরেকি অনুমান কিরূপ ? (উঃ ৬৮ পৃঃ)
২৬। অন্বয়ব্যাপ্তি কিরূপ ? (উঃ ঐ)
২৭। ব্যতিরেকব্যাপ্তি কিরূপ ? (উঃ ঐ)
২৮। উভয় ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব কিরূপ ? (উঃ ৬৯ পৃঃ)
২৯। কেবলব্যতিরেকি অনুমানের অবয়ব কিরূপ ? (উঃ ৭২ পৃঃ)
৩০। সপক্ষ ও বিপক্ষ কাহাকে বলে ? (উঃ ৭৫ পৃঃ)
৩১। দৃষ্টান্ত ও সপক্ষের মধ্যে প্রভেদ কি ? (উঃ ৭৩ পৃঃ)
৩২। পক্ষতার লক্ষণ ও পরিচয় কিরূপ ? (উঃ ৭৪ পৃঃ)
৩৩। অনুমিতি স্থলে কি কি বিষয় প্রয়োজন ? (উঃ ৭৫ পৃঃ)

হেত্বাভাসপরিচ্ছেদ।

হেত্বাভাসের বিভাগ।

সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-সৎপ্রতিপক্ষা-সিদ্ধ-বাধিতাঃ পঞ্চহেত্বাভাসাঃ।৭৫

সব্যভিচারের বিভাগ।

সব্যভিচারঃ অনৈকান্তিকঃ। স ত্রিবিধঃ সাধারণা-সাধারণানুপসংহারিভেদাৎ।৭৬

হেত্বাভাসের বিভাগ।

৭৫। অনুবাদ—হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার, যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ এবং বাধিত।৭৫

সব্যভিচারের বিভাগ।

৭৬। অনুবাদ—সব্যভিচার অর্থ—অনৈকান্তিক, অর্থাৎ যাহা একান্ত নহে, বা একনিষ্ঠ নহে। তাহা তিন প্রকার; যথা,—(১) সাধারণ, (২) অসাধারণ ও (৩) অনুপসংহারী।৭৬

হেত্বাভাস শব্দের অর্থ।

৭৫। ব্যাখ্যা—কিরূপে অনুমিতি হয়, তাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপ স্থলে অনুমানের ভুল হয়, তাহাই বলিবার জন্য হেত্বাভাসের কথা বলা হইতেছে। হেত্বাভাস অর্থ—হেতুর আভাস; অর্থাৎ দোষ। অথবা আভাসযুক্ত হেতু; অর্থাৎ দোষযুক্ত হেতু। ইহা জানিলে অনুমান নির্দ্দোষভাবে করা যায়, এবং অপরে ভুল করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারা যায়। এই হেত্বাভাস প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—(১) **সব্যভিচার,** (২) **বিরুদ্ধ,** (৩) **সৎপ্রতিপক্ষ,** (৪) **অসিদ্ধ,** ও (৫) **বাধিত**।৭৫

ভাষাপরিচ্ছেদে হেত্বাভাসের পরিচয়, যথা—

অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসস্তু পঞ্চধা ॥৭১

ভাষাপরিচ্ছেদে সব্যভিচারের পরিচয়, যথা—

আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাৎ স্যাদসাধারণোমতঃ।
তথৈবানুপসংহারী ত্রিধাঽনৈকান্তিকো ভবেৎ ॥৭২

সাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

তত্র সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিঃ সাধারণঃ অনৈকান্তিকঃ; যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্, প্রমেয়ত্বাৎ ইতি। প্রমেয়ত্বস্য বহ্ন্যভাববতি হ্রদে বিদ্যমানত্বাৎ।৭৭

সাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

৭৭। অনুবাদ—তন্মধ্যে সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর থাকাই সাধারণ অনৈকান্তিক। যেমন—পর্ব্বতটি বহ্নিমান্, যেহেতু তাহা প্রমেয়। এখানে হেতু—প্রমেয়ত্ব, সাধ্য বহ্নির অভাবের অধিকরণ যে হ্রদ, তাহাতে থাকে বলিয়া এই হেত্বাভাস হইল।৭৭

৭৬। ব্যাখ্যা—প্রত্যেকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্তমধ্যে উক্ত পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।৭৬

সাধারণ সব্যভিচারের পরিচয়।

৭৭। ব্যাখ্যা—সাধ্য যেখানে যেখানে থাকে, হেতু যদি তদতিরিক্ত স্থানেও থাকে, তাহা হইলেই সাধারণ অনৈকান্তিক বা সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস হয়। যথা—

পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ... (প্রতিজ্ঞা)
প্রমেয়ত্বাৎ ... ... (হেতু)

এখানে সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহা যে জলহ্রদে থাকে, সেখানে হেতু প্রমেয়ত্ব থাকে; কারণ, জলহ্রদও প্রমেয়। অতএব প্রমেয়ত্ব হেতুদ্বারা বহ্নি এবং বহ্নির অভাব উভয়ই লাভ হয় বলিয়া কেবলই বহ্নি পাওয়া গেল না। বাহ্ন অনুমান করিতে গিয়া বহ্নি না পাইলে সে অনুমান ঠিক্ অনুমান বলা হয় না। অনুমানে এই দোষটিই প্রায়ই সকলে করে। পর্ব্বতটি ধূমবান্, যেহেতু তাহা বহ্নিমান্; এটিতেও এই হেত্বাভাস আছে। কারণ, তপ্তলৌহপিণ্ডে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ধূমাভাব থাকে, আর হেতু বহ্নিও থাকে। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" স্থলে

ভাষাপরিচ্ছেদে সাধারণ অনৈকান্তিকের পরিচয়, যথা—
যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্তু সঃ॥৭৩

অসাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

সর্ব্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিঃ অসাধারণঃ। যথা—শব্দো নিত্যঃ, শব্দত্বাৎ ইতি। শব্দত্বং হি সর্ব্বেভ্যঃ নিত্যেভ্যঃ অনিত্যেভ্যঃ ব্যাবৃত্তং শব্দমাত্রবৃত্তি।৭৮

সাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

৭৮। অনুবাদ—যদি হেতু সকল সপক্ষটী এবং বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সকল সপক্ষে এবং বিপক্ষে না থাকিয়া কেবল পক্ষবৃত্তি হয়, অর্থাৎ কেবলই পক্ষে থাকে, তাহা হইলে অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হয়। যেমন—শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দত্ব রহিয়াছে। এখানে শব্দত্ব হেতুটি সমুদায় নিত্য এবং অনিত্য হইতে ব্যাবৃত্ত এবং পক্ষ শব্দ-মাত্রে বৃত্তি হওয়ায় এই হেত্বাভাস হইয়াছে।৭৮

(৭৭ ব্যা) জলহ্রদ অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইয়াছে, দ্বিতীয় স্থলটীতে তপ্ত-অয়ঃপিণ্ড অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইয়াছে, বলা হয়। যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্যভিচার দেখান হয়, তাহাতে তদন্তর্ভাবে ব্যভিচার প্রদর্শন বলে। যাহা হউক, সাধ্যটী ব্যাপক ও হেতুটী ব্যাপ্য না হইয়া অথবা সাধ্য ও হেতু সমব্যাপ্ত না হইলেই এই দোষ হয়।

সাধারণ সব্যভিচারের কতিপয় দৃষ্টান্ত যথা—জাবালী ব্রাহ্মণসন্তান, যেহেতু তাহার জননী সত্যবাদিনী। সে ধার্ম্মিক, যেহেতু সে নিরামিষাশী। সে পাপী, যেহেতু সে মাংসাশী। সে সুখী, যেহেতু সে ধনী। সে সাধু, যেহেতু সে পণ্ডিত। সে সত্যবাদী, যেহেতু সে গৈরিকবস্ত্রধারী। সে দাতা যেহেতু সে ধনবান্। তিনি ব্রাহ্মণ, যেহেতু তাঁহার উপবীত আছে। ইহা সুবর্ণ, যেহেতু ইহা হরিদ্রাবর্ণ ও উজ্জ্বল। জাহাজ জলে ভাসিতে পারে না, যেহেতু লৌহনির্ম্মিত। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, যেহেতু তিনি লোকের ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি মৃত্তিকাকে সুবর্ণ করিতে পারেন। সে চোর যেহেতু সে রাজদ্বারে দণ্ডিত। সে তস্কর, যেহেতু তাহার পিতা তস্কর ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, যেহেতু তিনি বেদ পাঠ করেন। প্রভাত হইয়াছে, যেহেতু কাক ডাকিতেছে। মেঘ উঠিয়াছে, সুতরাং বৃষ্টি হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিই ভীরু হয়। সাহসী ব্যক্তিই, বলবান্ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি, ধনবান্ হয়। কুইনাইন খাইলেই জ্বর সারে।৭৭

ভাষাপরিচ্ছেদে অসাধারণ অনৈকান্তিকের পরিচয়, যথা—

যস্তূভয়স্মাদ্ ব্যাবৃত্তঃ স সাধারণো মতঃ ॥৭৩

অসাধারণ সব্যভিচারের পরিচয়।

৭৮। ব্যাখ্যা—যখন হেতুটী কেবলমাত্র পক্ষেই থাকে, অন্য কোথাও থাকে না, তখন অসাধারণ অনৈকান্তিক বা অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস হয়। এই অসাধারণ অনৈকান্তিক বা অসাধারণ সব্যভিচারের স্থল একটী, যথা—

শব্দঃ নিত্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
শব্দত্বাৎ ... ... (হেতু)

এখানে 'শব্দ' পক্ষ, 'নিত্যত্ব' সাধ্য এবং 'শব্দত্ব' হেতু। ব্যাবৃত্তপদের অর্থ—যে না থাকে সে। সুতরাং যে "হেতু" সমুদায় সপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যবানে এবং সমুদায় বিপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যাভাববানে না থাকে, সেই হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হয়। এখানে শব্দত্ব হেতুটী শব্দের ধর্ম্ম, তাহা শব্দেই থাকে। কোন নিত্যবস্তুতে বা কোন অনিত্য-বস্তুতেই তাহা থাকে না। নিত্য বস্তুতে নিত্যত্ব ও অনিত্য বস্তুতে অনিত্যত্ব থাকে। সুতরাং শব্দত্ব হেতুটি পক্ষ শব্দমাত্রেই থাকিল, কোন সপক্ষে অর্থাৎ কোন নিত্য বস্তুতে, আর কোন বিপক্ষে অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে থাকিল না। হেতুটী সপক্ষে থাকিলে, এবং বিপক্ষে না থাকিলেই হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ সম্ভব হয়। এখানে তাহা না হওয়ায় এখানে এই শব্দত্ব হেতুর দ্বারা নিত্যত্বরূপ সাধ্যটী পক্ষ 'শব্দে' সিদ্ধ হইতে পারিল না; অতএব এই অনুমান ঠিক নহে, এই দোষের নাম অসাধারণ অনৈকান্তি বা সব্যভিচার।

অসাধারণ সব্যভিচারের পরিষ্কৃত লক্ষণ।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, "সর্ব্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তপক্ষমাত্রবৃত্তি" না বলিয়া "সকল সপক্ষব্যাবৃত্ত" মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়। আর এক কথা এই যে, পক্ষে সাধ্যসন্দেহ থাকিলেও পক্ষধর্ম্মকে হেতু করিলে এই দোষ হয়, নচেৎ যেখানে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় থাকে এবং ইচ্ছা করিয়া অনুমিতি হয়, সেখানে পক্ষধর্ম্মকে হেতু করিলে এই হেত্বাভাস হয় না। এজন্য "অয়ং বৃক্ষঃ—কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলটীতে "এতদ্ বৃক্ষত্ব" হেতুটী পক্ষের ধর্ম্ম হইলেও কোন দোষ হইল না। এইরূপ অন্যস্থলেও বুঝিতে হইবে। অসাধারণ সব্যভিচারের অপর দৃষ্টান্ত, যথা—

পর্ব্বত বহ্নিমান্ যেহেতু পর্ব্বতত্ব রহিয়াছে। ঘট অনিত্য, যেহেতু ঘটত্ব রহিয়াছে। জগৎসংসার মিথ্যা, যেহেতু জগৎসংসারত্ব রহিয়াছে। বহ্নি দাহক, যেহেতু তাহাতে বহ্নিত্ব রহিয়াছে। বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তাহার নাম বুদ্ধ। সুবর্ণ মূল্যবান্ যেহেতু তাহাতে সুবর্ণত্ব রহিয়াছে, মনুষ্য দেবতা যেহেতু তাহাতে মনুষ্যত্ব আছে, ইত্যাদি।৭৮

অনুপসংহারী অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরহিতঃ অনুপসংহারী। যথা—সর্ব্বম্ অনিত্যং, প্রমেয়ত্বাৎ ইতি। অত্র সর্ব্বস্যাপি পক্ষত্বাৎ দৃষ্টান্তঃ নাস্তি।৭৯

অনুপসংহারী অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

৭৯। **অনুবাদ—যেখানে অন্বয় দৃষ্টান্ত এবং ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত থাকে না, সেখানে অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হয়। যেমন—সমুদায় অনিত্য, যেহেতু তাহাতে প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে। এস্থলে সমুদায়ই পক্ষ হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টান্ত নাই।**

অনুপসংহারী অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও পরিচয়।

৭৯। ব্যাখ্যা—যেখানে সমুদায়কে পক্ষ করা হয়, সেখানেই এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—

সর্ব্বম্ অনিত্যম্ ... (প্রতিজ্ঞা)
প্রমেয়ত্বাৎ ... ... (হেতু)

এস্থলে "সর্ব্ব" পক্ষ হওয়ায় অনুপসংহারী হেত্বাভাস হয়। অন্বয়-ব্যাপ্তির জন্য যে দৃষ্টান্ত তাহা অন্বয়-দৃষ্টান্ত, এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির জন্য যে দৃষ্টান্ত তাহা ব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত। এখন পক্ষ ভিন্নস্থলে সাধ্য হেতুর মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকা আবশ্যক। এখানে 'সর্ব্ব' পক্ষ, 'অনিত্যত্ব' সাধ্য, এবং 'প্রমেয়ত্ব'টি হেতু। সর্ব্বকে পক্ষ করায় উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনও দৃষ্টান্ত আর থাকিল না। কারণ, দৃষ্টান্ত পক্ষভিন্ন হয়। এইজন্য এইরূপ স্থলে অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হয়। ইহাই হইল পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে প্রথম প্রকারের বিবরণ। এইবার দেখা যাউক দ্বিতীয় প্রকার হেত্বাভাস কিরূপ?৭৮

ইহার অন্য দৃষ্টান্ত যথা—সমুদায় মিথ্যা, যেহেতু দৃশ্য। সমুদায় ব্রহ্ম, যেহেতু সত্য। জ্ঞেয়মাত্রই পদার্থ, যেহেতু পদবোধ্য। যাবদ্ বস্তু সুখের হেতু, যেহেতু সপ্রয়োজন। যাবৎ বস্তুই শূন্যস্বরূপ, যেহেতু তাহারা ইতরভিন্ন। সকল বস্তুই জ্ঞানাত্মক, যেহেতু তাহারা চিত্তের আকারবিশেষ।

ভাষাপরিচ্ছেদে অনুপসংহারী অনৈকান্তিকের পরিচয়, যথা—

তথৈবানুপসংহারী কেবলান্বয়িপক্ষকঃ ॥৭৪

বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

সাধ্যাভাবব্যাপ্তঃ হেতুঃ বিরুদ্ধঃ। যথা—শব্দঃ নিত্যঃ, কৃতকত্বাৎ ইতি। কৃতকত্বং হি নিত্যত্বাভাবেন অনিত্যত্বেন ব্যাপ্তম্।৮০

বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮০। অনুবাদ—যেখানে হেতুটী সাধ্যের অভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন—শব্দ নিত্য, যেহেতু তাহাতে কৃতকত্ব অর্থাৎ জন্যত্ব রহিয়াছে। যেহেতু এস্থলে নিত্যত্বাভাব যে অনিত্যত্ব তাহার দ্বারা কৃতকত্ব হেতুটী ব্যাপ্ত।৮০

বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮০। ব্যাখ্যা—এই হেত্বাভাসটী সাধারণ অনৈকান্তিকের মতন, কিন্তু তদপেক্ষাও প্রবল। কারণ, সাধারণ অনৈকান্তিকের হেতুটি সাধ্যের অধিকরণেও থাকে এবং সাধ্যাভাবের অধিকরণেও থাকে। এখানে হেতু সাধ্যের অধিকরণে একেবারেই থাকে না। কিন্তু সাধ্যাভাবের অধিকরণেই থাকে। যেমন—

শব্দঃ নিত্যঃ (প্রতিজ্ঞা)

কৃতকত্বাৎ ... ... (হেতু)

এখানে নিত্যত্ব সাধ্য, নিত্যত্বাভাব অর্থাৎ অনিত্যত্ব সাধ্যাভাব, কৃতকত্ব অর্থাৎ জন্যত্ব হেতুটী সেই সাধ্যাভাবেরই অধিকরণে থাকে। অতএব হেতুর সহিত সাধ্যের একাধিকরণতারূপ সম্বন্ধই থাকিল না। ইহাই হইল দ্বিতীয় হেত্বাভাসের পরিচয়। এক্ষণে তৃতীয় সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস কিরূপ তাহাই বলিতেছেন।৮০

ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত যথা—ঘট নিত্য, যেহেতু তাহা সাবয়ব। জগৎ অপরিবর্ত্তনশীল, যেহেতু তাহা দৃশ্য হয়। কর্ম্মফল অবিনাশী, যেহেতু তাহার ভোগ অনিবার্য্য। সে সাধু যেহেতু সে মিথ্যাবাদী। সে চোর, যেহেতু সে সত্যবাদী। কৃপণগণ দাতা হয়। সে ভোগী, যেহেতু ত্যাগী। জগৎ নিত্য, যেহেতু তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। মোক্ষ অজন্য, যেহেতু তাহা ভগবৎ কৃপাজন্য।৮০

ভাষাপরিচ্ছেদে বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের পরিচয়, যথা—

যঃ সাধ্যবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ॥৭৪

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

যস্য সাধ্যাভাবসাধকং হেত্বন্তরং বর্ত্ততে * সঃ সৎপ্রতিপক্ষঃ। যথা—শব্দঃ নিত্যঃ, শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববৎ; শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ ইতি।৮১

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮১। অনুবাদ—সাধ্যের অভাবের সাধক অন্য হেতু যে অনুমানে থাকে, তাহা সৎপ্রতিপক্ষ। যেমন—শব্দ নিত্য, যেহেতু তাহাতে শ্রাবণত্ব আছে, যেমন শব্দত্ব, এই অনুমানে যদি বলা যায়—শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহাতে কার্য্যত্ব আছে, যেমন ঘট, তাহা হইলে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হইল।৮০

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের পরিচয়।

৮১। ব্যাখ্যা—যখন একটি হেতুর দ্বারা যাহা সিদ্ধ করা যাইতেছে, তাহারই অভাব, যদি অন্য হেতুর দ্বারা সিদ্ধ করা হয়, তখনই প্রথম অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস ঘটে। যেমন—

শব্দঃ নিত্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)

শ্রাবণত্বাৎ (হেতু)

ইহার বিরুদ্ধে যদি বলা যায়—

শব্দঃ অনিত্যঃ (প্রতিজ্ঞা)

কার্য্যত্বাৎ ... ... (হেতু)

তাহা হইলে সৎপ্রতিপক্ষক নামক হেত্বাভাস হয়। এখানে শ্রাবণত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যতা সিদ্ধ করা হইতেছে, কিন্তু কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সাধন করা হইতেছে, এজন্য শব্দের নিত্যতাসাধক অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হইল। সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইলে যিনি অন্য হেত্বাভাসদ্বারা অন্যপক্ষ খণ্ডন করেন, তিনিই জয়ী হন।

ইহার অপর কতিপয় দৃষ্টান্ত, যথা—পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ—পর্ব্বতঃ বহ্ন্যভাববান্ জলাৎ। জগৎ সকর্ত্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ—জগৎ অকর্ত্তৃকম্ শরীরাজন্যত্বাৎ। দানে ধর্ম্ম হয়,

---

ভাষাপরিচ্ছেদে সৎপ্রতিপক্ষের পরিচয়, যথা—

বিরুদ্ধয়োঃ পরামর্শে হেত্বোঃ সৎপ্রতিপক্ষিতা ॥৭৭

* বর্ত্ততে=বিদ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

অসিদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

অসিদ্ধঃ ত্রিবিধঃ—আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ চেতি।৮২

আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

আশ্রয়াসিদ্ধঃ, যথা—গগনারবিন্দং সুরভি, অরবিন্দত্বাৎ,

অসিদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮২। অনুবাদ—অসিদ্ধনামক হেত্বাভাসটি তিন প্রকার, যথা—আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ।৮২

আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮৩। অনুবাদ—আশ্রয়াসিদ্ধের দৃষ্টান্ত, যথা—গগনের অরবিন্দ অর্থাৎ পদ্মটী সুগন্ধযুক্ত, যেহেতু অরবিন্দত্ব, অর্থাৎ পদ্মত্ব তাহাতে রহিয়াছে, যেমন সরোবরের পদ্ম। এস্থলে

(৮১ ব্যা) যেহেতু তাহা পরোপকার—দানে অধর্ম্ম হয়, যেহেতু দারিদ্র্য আনে। জগৎ মিথ্যা, যেহেতু তাহা দৃশ্য—জগৎ মিথ্যা নহে, যেহেতু তাহার পরিবর্ত্তন হয়। জীবন নশ্বর, যেহেতু মৃত্যু অনিবার্য্য—জীবন অনশ্বর, যেহেতু মুক্তিতেও জীবব্রহ্মের ভেদ নিত্য। দাতা সুখী হয়, যেহেতু লোকে তাহাকে প্রশংসা করে—দাতা অসুখী হয় যেহেতু সে সকলদরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে পারে না। সদাচারে জীবন দীর্ঘ হয়, যেহেতু শরীর নীরোগ হয়—সদাচারে জীবন দীর্ঘ হয় না, যেহেতু ইচ্ছামত ভোগ হয় না। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যেহেতু চেতন—জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, যেহেতু জীব অজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। পরমাণু নিত্য যেহেতু তাহা নিরবয়ব—পরমাণু অনিত্য, যেহেতু বেদে পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত। পাপের ফল দুঃখ, যেহেতু রোগ ও নিন্দা হয়। পাপের ফলে দুঃখ হয় না, যেহেতু তাহাতে সুখ হয়।৮১

অসিদ্ধ হেত্বাভাসের পরিচয়।

৮২। ব্যাখ্যা—অসিদ্ধের লক্ষণটি তাহার অন্তর্গত তিন প্রকার অসিদ্ধের বক্ষ্যমাণ লক্ষণদ্বারা জানা যাইবে। আশ্রয়াসিদ্ধ অর্থ—পক্ষ অপ্রসিদ্ধ। স্বরূপাসিদ্ধ অর্থ—পক্ষে হেতু অসিদ্ধ এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ অর্থ—হেতুতে যে ব্যাপ্যত্ব থাকে তাহা অসিদ্ধ।৮২

ভাষাপরিচ্ছেদে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের পরিচয় যথা—

আশ্রয়াসিদ্ধিরাদ্যা স্যাৎ স্বরূপাসিদ্ধিরপাথ। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা স্যাদসিদ্ধিরতস্ত্রিধা॥৭৫

ভাষাপরিচ্ছেদে আশ্রয়াসিদ্ধের পরিচয়, যথা—

পক্ষাসিদ্ধি র্যত্র পক্ষো ভবেন্মনিয়ো গিরিঃ॥৭৬

সরোজারবিন্দবৎ ইতি। অত্র গগনারবিন্দম্ আশ্রয়ঃ, স চ নাস্তি এব।৮৩

গগনারবিন্দ অর্থাৎ আকাশপদ্মটি আশ্রয়, আর তাহা নাই, অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ।৮৩

অশ্রয়াসিদ্ধের পরিচয়।

৮৩। ব্যাখ্যা—আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ **পক্ষতাবিশিষ্ট পক্ষের অপ্রসিদ্ধি**। যেমন,—

গগনারবিন্দং স্থরভি		(প্রতিজ্ঞা)
অরবিন্দত্বাৎ		(হেতু)
সরোজারবিন্দবৎ	...	(উদাহরণ)

এখন "গগনারবিন্দ স্থরভি"—অনুমান করিতে গেলে পক্ষ হয়—গগনারবিন্দ, তন্মধ্যে পক্ষতাবচ্ছেদক হয় গগন। এই গগনরূপ পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট পক্ষ অরবিন্দ প্রসিদ্ধ নাই। স্থতরাং যে অনুমানে পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট পক্ষ প্রসিদ্ধ থাকে না, তাহাতে আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়।

কিন্তু এই আশ্রয়াসিদ্ধ গ্রন্থান্তরে আবার দুই প্রকার হইতে পারে, যথা—(১) **অসৎপক্ষক** এবং (২) **সিদ্ধসাধন**; তন্মধ্যে (১) **অসৎপক্ষক** অর্থ—পক্ষ না থাকা, যেমন—

শশবিষাণং নিত্যম্	...	(প্রতিজ্ঞা)
অজন্যত্বাৎ	...	(হেতু)

এখানে পক্ষ শশবিষাণ নাই বলিয়া ইহা অসৎপক্ষক অনুমান বলা হয়। তদ্রূপ (২) **সিদ্ধসাধন** অর্থ—যাহা সিদ্ধ আছে তাহার সাধন। যথা—

শরীরং হস্তাদিবৎ		(প্রতিজ্ঞা)
হস্তাদিমত্তয়া প্রতীয়মানত্বাৎ	...	(হেতু)

এখানে যাহা সিদ্ধ, তাহারই সাধন করায় সিদ্ধসাধন হইতেছে। এই সিদ্ধসাধন যেখানে হয়, সেখানে অনেক সময় অনুমানকর্ত্তার অর্থান্তর দোষও হয়। ইহাতে এক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অনুমান অন্য অর্থে পর্য্যবসিত হয়, আর তখন সিদ্ধ বিষয়েরই সাধন হইয়া যায়। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধসাধনই হয়, অর্থান্তর হয় না। কোন মতে সিদ্ধসাধনটী

স্বরূপাসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

স্বরূপাসিদ্ধঃ যথা—শব্দঃ অনিত্যঃ, চাক্ষুষত্বাৎ, রূপবৎ ইতি। অত্র চাক্ষুষত্বং পক্ষে নাস্তি, শব্দস্য শ্রাবণত্বাৎ।৮৪

স্বরূপাসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮৪। অনুবাদ—স্বরূপাসিদ্ধের দৃষ্টান্ত, যথা—শব্দটি গুণ, যেহেতু তাহাতে চাক্ষুষত্ব রহিয়াছে, যেমন রূপ। এখানে চাক্ষুষত্ব হেতুটি পক্ষরূপ শব্দে নাই, কারণ, শব্দটি শ্রাবণ; অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য।৮৪

(৮৩ ব্যা) হেত্বাভাস এবং অর্থান্তরটী নিগ্রহস্থান এবং কোন মতে অর্থান্তরটী হেত্বাভাস এবং সিদ্ধসাধনটী নিগ্রহ স্থান।

আশ্রয়াসিদ্ধের অপর দৃষ্টান্ত যথা—এই বন্ধ্যাপুত্র বুদ্ধিমান, যেহেতু ইনি পণ্ডিত। কূর্ম্ম লোম দৃঢ়, যেহেতু কূর্ম্মপৃষ্ঠ অতি দৃঢ়। চন্দ্র দুইটী উজ্জ্বল, যেহেতু উজ্জ্বল আলোক দিতেছে। অশ্বশৃঙ্গ সুদীর্ঘ হয়, যেহেতু অশ্ব দীর্ঘাকার প্রাণী। কাঞ্চনময় পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে। পক্ষযুক্ত মানব সুখী, যেহেতু সে উড়িতে পারে।৮৩

স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

৮৪। ব্যাখ্যা—পক্ষে হেতু না থাকার নাম স্বরূপাসিদ্ধি। যেমন—

শব্দঃ অনিত্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
চাক্ষুষত্বাৎ (হেতু)
রূপবৎ ... ... (উদাহরণ)

অর্থাৎ শব্দটি অনিত্য, যে হেতু তাহাতে চাক্ষুষত্ব রহিয়াছে, এই অনুমানে হেতু যে চাক্ষুষত্ব তাহা শব্দরূপ পক্ষে নাই, এইজন্য এই অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইল।

এই হেত্বাভাসটী প্রায়ই ঘটে। পক্ষধর্ম্মতার অভাবেই ইহা হয়। ইহা (১) **বিশেষণাসিদ্ধ,** (২) **বিশেষ্যাসিদ্ধ,** (৩) **ভাগাসিদ্ধ** এবং (৪) **শুদ্ধাসিদ্ধভেদে** বহুপ্রকার। তন্মধ্যে (১) **বিশেষণাসিদ্ধ** যথা—

বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
রূপবত্ত্বে সতি স্পর্শবত্ত্বাৎ ... (হেতু)
ঘটবৎ ... ... (উদাহরণ)

ভাষাপরিচ্ছেদে স্বরূপাসিদ্ধির পরিচয়, যথা—

হ্রদে দ্রব্যং ধূমবত্ত্বাদত্রাসিদ্ধিরথাপরা ॥৭৬

এখানে হেতুমধ্যে স্পর্শবত্বটী বিশেষ্য এবং রূপবত্বটী বিশেষণ। এখন সমগ্র হেতুমধ্যে রূপবত্ব বিশেষণটী পক্ষ বায়ুতে না থাকায় বিশেষণাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইল। (২) **বিশেষ্যাসিদ্ধ,** যথা—

বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ ... (প্রতিজ্ঞা)
স্পর্শবত্বে সতি রূপবত্বাৎ (হেতু)
ঘটবৎ ... ... (উদাহরণ)

এখানে হেতুমধ্যে রূপবত্ব বিশেষ্য এবং স্পর্শবত্বটী বিশেষণ। এখন সমগ্র হেতুমধ্যে বিশেষ্য রূপবত্বটী পক্ষ-বায়ুতে না থাকায় বিশেষ্যাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইল। (৩) **ভাগাসিদ্ধ,** যথা—

পৃথিব্যাদয়ঃ চত্বারঃ পরমাণবঃ নিত্যাঃ ... (প্রতিজ্ঞা)
গন্ধবত্বাৎ ... ... (হেতু)

এখানে গন্ধবত্ব হেতুটী পক্ষ চারি প্রকার পরমাণুর মধ্যে জল, তেজঃ ও বায়ু পরমাণুতে না থাকায় এবং কেবলমাত্র পৃথিবী পরমাণুতে থাকায় হেতু সমুদায় পক্ষে থাকিল না, এজন্য হেতুর একভাগ অসিদ্ধ হওয়ায়, ভাগাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইল। (৪) **শুদ্ধাসিদ্ধ,** যথা—

শব্দঃ অনিত্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
চাক্ষুষত্বাৎ ... (হেতু)
ঘটবৎ ... (উদাহরণ)

এখানে হেতু চাক্ষুষত্ব আদৌ শব্দে থাকে না বলিয়া শুদ্ধাসিদ্ধ হেত্বাভাস হইল। এই দৃষ্টান্তটীই সর্ব্ব প্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই হেতুতে কোন বিশেষণ নাই বলিয়া ইহাকে শুদ্ধহেতু বলা যায়। ইহার উপরের দৃষ্টান্ত দুইটীর হেতুতে বিশেষণ থাকায় তাহাদের হেতুকে বিশিষ্টহেতু বলা হয়। বিশিষ্ট পদার্থের অভাব, তন্মধ্যগত বিশেষ্যের অভাবেও হয়, বিশেষণের অভাবেও হয়।

স্বরূপাসিদ্ধের অন্য দৃষ্টান্ত যথা—মানব সর্ব্বশক্তিমান্, যেহেতু সে সর্ব্বজ্ঞ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ ও জন্য। শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা গুণত্ববান্ অথচ পরমাণুবৃত্তি। এই ঘটটী নিত্য, যেহেতু ইহাতে নিরবয়বত্ব রহিয়াছে। জগৎ মিথ্যা, যেহেতু তাহা নাই। জগৎ সত্য, যেহেতু তাহা অপরিবর্ত্তনশীল। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে জীবের মুক্তি হয়, যেহেতু তাহা অসাধ্য। পৃথিবী শূন্যে ভ্রমণ করিতেছে, যেহেতু লঘুবস্তু। পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, যেহেতু মহানসত্ব রহিয়াছে। আত্মা নিত্য, যেহেতু তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। আত্মা অনিত্য, যেহেতু তাহা সাবয়ব। আত্মা বহু যেহেতু তাহার জন্মমৃত্যু আছে।৮৪

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

সোপাধিকঃ হেতুঃ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ।৮৫

উপাধির লক্ষণ ও পরিচয়।

সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্ উপাধিঃ।৮৬

ব্যাপ্যতাসিদ্ধের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮৫। অনুবাদ—যে হেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ বলা হয়।৮৫

উপাধির লক্ষণ ও পরিচয়।

৮৬। অনুবাদ—সাধ্যের ব্যাপক হইয়া সাধনের অর্থাৎ হেতুর যে অব্যাপক হয়, তাহাকে উপাধি বলা হয়।৮৬

ব্যাপ্যতাসিদ্ধের পরিচয়।

৮৫। ব্যাখ্যা—যে অনুমানে হেতুতে উপাধি থাকে, সেই অনুমানটি ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাসযুক্ত হয়। এক্ষণে ইহার দৃষ্টান্ত দিবার অগ্রে উপাধি কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যক; তজ্জন্য উপাধির লক্ষণ বলা হইতেছে।৮৫

উপাধি লক্ষণের অর্থ।

৮৬। ব্যাখ্যা—যে ধর্ম্মটি সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, সেই ধর্ম্মটির নাম **উপাধি**। যেমন "পর্ব্বত ধূমবান্, বহ্নিহেতু" বলিলে ধূম হয় সাধ্য, বহ্নি হয় হেতু। এখানে যদি এমন কোন ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইবে, কিন্তু হেতুর অব্যাপকও হইবে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মটির নাম উপাধি হয়। এস্থলে সেই ধর্ম্মটী **আর্দ্রেন্ধনসংযোগ** হইবে। যদি বল—সাধ্যের ব্যাপক হওয়ার অর্থ কি? তাই বলিতেছেন—।৮৬

ভাষাপরিচ্ছেদে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, যথা—
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা নীলধূমাদিকে ভবেৎ॥৭৭
ভাষাপরিচ্ছেদে উপাধি, যথা—
সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধি ভবেৎতস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে॥১৩৮
সর্ব্বে সাধ্যসমানাধিকরণাঃ স্যুরুপাধয়ঃ। হেতোরেকাশ্রয়ে যেষাং স্বসাধ্যব্যভিচারিতা॥১৩৯
ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেস্তু প্রয়োজনম্॥১৪০

সাধ্যব্যাপকত্তার লক্ষণ ও পরিচয়।

সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যব্যাপকত্বম্ ।৮৭

সাধনাব্যাপকত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং সাধনাব্যাপকত্বম্ ।৮৮

সাধ্যব্যাপকতার লক্ষণ ও পরিচয়।

৮৭। অনুবাদ—সাধ্যসমানাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যের সহিত এক অধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব, তাহার যে অপ্রতিযোগিত্ব, তাহাই সাধ্যব্যাপকত্ব ।৮৭

সাধনাব্যাপকত্বের লক্ষণ ও পরিচয়।

৮৮। অনুবাদ—যাহা সাধনযুক্ত, তাহাতে থাকে যে অত্যন্তাভাব, তাহার যে প্রতিযোগিত্ব তাহাই সাধনব্যাপকত্ব।

৮৭। ব্যাখ্যা—সাধ্যসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বই সাধ্যাব্যাপকত্ব বলায় সাধ্যের সহিত একত্র থাকে যে অত্যন্তাভাব তাহার যে অপ্রতিযোগী অর্থাৎ তাহার যে প্রতিযোগী নহে, তাহার ধর্ম্ম বুঝায়। অর্থাৎ সাধ্য যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানে যাহা থাকে, তাহার যে ধর্ম্ম, তাহা হয় সাধ্যের ব্যাপকত্ব ।৮৭

সাধনাব্যাপকত্বের পরিচয়।

৮৮। ব্যাখ্যা—সাধন অর্থ—হেতু, সাধনবন্নিষ্ঠ অর্থ—হেতুমন্নিষ্ঠ। অর্থাৎ হেতুসমানাধিকরণ; অন্যকথায় হেতুর সঙ্গে থাকে যাহা, তাহা। সুতরাং হেতুর সঙ্গে থাকে যে অত্যন্তাভাব, তাহার যাহা প্রতিযোগী তাহার যে ধর্ম্ম, তাহা সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব। সুতরাং যেখানে যেখানে হেতু সেখানে সেইখানেই যদি কোন একটি ধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মটি হেতুর অব্যাপক হয়। এখন যাহা সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু হেতুর অব্যাপক তাহাই উপাধি বলায়, এবং সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও সাধনের অব্যাপকত্বের লক্ষণ উক্তরূপ হওয়ায় উপাধি পদের অর্থ হইল—যাহা, যেখানে যেখানে সাধ্য, সেখানে সেখানে থাকে, এবং যেখানে যেখানে হেতু, সেখানে সেখানে থাকে না, তাহা হইলে তাহাই উপাধি পদবাচ্য হইয়া থাকে ।৮৮

উপাধির দৃষ্টান্ত।

পর্ব্বতঃ ধূমবান্, বহ্নিমত্ত্বাৎ ইত্যত্র "আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ" উপাধিঃ। যত্র ধূমঃ তত্র আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ ইতি সাধ্যব্যাপকতা। যত্র বহ্নিঃ তত্র আর্দ্রেন্ধনসংযোগঃ নাস্তি, অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনাভাবাৎ, ইতি সাধনাব্যাপকতা।৮৯

উপাধির দৃষ্টান্ত।

৮৯। অনুবাদ—পর্ব্বতটি ধূমবান্, যেহেতু বহ্নিমত্ত্ব রহিয়াছে। এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগটি উপাধি। যেহেতু যেখানে ধূম সেখানে আর্দ্র ইন্ধনের সংযোগ থাকে বলিয়া, আর্দ্র-ইন্ধনসংযোগে সাধ্যব্যাপকতা আছে, এবং যোখনে বহ্নি সেখানেই আর্দ্র-ইন্ধনসংযোগ নাই, কারণ, অয়োগোলকে আর্দ্র ইন্ধনসংযোগ থাকে না; এইরূপে আর্দ্রেন্ধনসংযোগে সাধনাব্যাপকতা আছে।৮৯

উপাধির দৃষ্টান্ত ও তাহার অর্থ।

৮৯। ব্যাখ্যা—সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হইলেই উপাধি হয়। এই উপাধিলক্ষণের প্রয়োগ করিতে হইলে একটি সোপাধিকহেতুক অনুমানের স্থলে লইতে হইবে। সে স্থলটি, ধরা যাউক—

পর্ব্বতটি ধূমবান্ ... ... (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে ... (হেতু)

এখানে **আর্দ্রেন্ধনসংযোগ** অর্থাৎ ভিজা কাঠের সংস্পর্শটি **উপাধি।** কারণ, ভিজা কাঠের সংযোগ সাধ্যের ব্যাপক। যে হেতু রন্ধনশালাদি যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে অগ্নিসহ ভিজাকাঠের সংযোগ থাকেই। আর তাহাই আবার হেতুর অব্যাপক। যেহেতু যেখানে যেখানে হেতু বহ্নি থাকে, সেখানে সেখানেই ভিজা কাঠের সংযোগ থাকে না। কারণ, তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকে, কিন্তু সেই বহ্নিতে ভিজা কাঠের সংযোগ থাকে না। সুতরাং ভিজা কাঠের সংযোগটী সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হইল। আর তজ্জন্য তাহা উপাধি হইল।৮৯

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের উপসংহার।

এবং সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বাৎ আর্দ্রেন্ধন-সংযোগঃ উপাধিঃ। সোপাধিকত্বাৎ বহ্নিমত্ত্বং ব্যাপ্যত্বা-সিদ্ধম্।৯০

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের উপসংহার।

৯০। **অনুবাদ**—এইরূপে সাধ্যের ব্যাপক হইয়া সাধনের অর্থাৎ হেতুর অব্যাপক হয় বলিয়া আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হইল। আর সোপাধিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হইতেছে বলিয়া বহ্নিমত্ত্ব হেতুটি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইল।৯০

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ উপসংহার ও তাহার অর্থ।

৯০। ব্যাখ্যা—অনুমানে এই উপাধিপ্রদর্শনের ফলে হেতুকে সাধ্যের ব্যভিচারী বলিয়া অনুমান করা যায়। আর তাহা হইলে সাধারণ সব্যভিচার বা সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাসই ফলতঃ লাভ হয়। উক্ত

পর্ব্বতঃ ধূমবান্ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
বহ্নিমত্ত্বাৎ ... ... (হেতু)

স্থলে বহ্নিটি হেতু, ধূম সাধ্য এবং আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হওয়ায় তাহা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হয়, এজন্য অনুমান করা যায়—

বহ্নিঃ ধূমব্যভিচারী ... ... (প্রতিজ্ঞা)
আর্দ্রেন্ধনসংযোগব্যভিচারিত্বাৎ (হেতু)
যথা—ঘটত্বাদি ... (উদাহরণ)

এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগটি বহ্নির ব্যাপক হইলে আর তাহার ব্যভিচারী হইত না, অতএব এই অনুমানদ্বারা বহ্নিরূপ হেতুতে সাধ্য ধূমের ব্যভিচারিত্ব সিদ্ধ হইল।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির ভেদ।

যাহা হউক, এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসটী বহুপ্রকার। এজন্য তাহার কতক প্রকার গ্রন্থান্তর হইতে এখানে সংগৃহীত করা হইল, যথা—

এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিটী প্রথমতঃ তিন প্রকার, (১) যথা—**সাধ্যাপ্রসিদ্ধি,** (২) **সাধনাপ্রসিদ্ধি** এবং (৩) **সোপাধিক হেতু।** তন্মধ্যে—

(২) সাধনাপ্রসিদ্ধি আবার দুইরূপ বলা যায়, যথা—(ক) সার্থকবিশেষণ-

ঘটিত সাধনাপ্রসিদ্ধি ও (খ) ব্যর্থবিশেষণঘটিত সাধনাপ্রসিদ্ধি। ইহাদের মধ্যে (১) সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, যথা--

পর্ব্বতঃ কাঞ্চনময়বহ্নিমান্ (প্রতিজ্ঞা)
ধূমাৎ ... .. (হেতু)

এখানে সাধ্য "কাঞ্চনময় বহ্নি" বলায় সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি ঘটিল। কারণ, বহ্নি কাঞ্চনময় হয় না।

(২ক) সার্থকবিশেষণঘটিত সাধনাপ্রসিদ্ধি, যথা—

পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
কাঞ্চনময়ধূমাৎ ... ... (হেতু)

এখানে হেতুকে "কাঞ্চনময় ধূম" বলায় সাধনের অপ্রসিদ্ধি ঘটিল। কারণ, ধূম কাঞ্চনময় হয় না।

(২খ) ব্যর্থ বিশেষণঘটিত সাধনাপ্রসিদ্ধি, যথা—

পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
নীলধূমাৎ ... ... (হেতু)

এখানে হেতু ধূমকে নীল বলায় এবং ধূম নীলবর্ণই হয় বলিয়া নীল বিশেষণ প্রসিদ্ধ হইলেও ব্যর্থ হইল।

(৩) সোপাধিক হেতুর দৃষ্টান্ত "পর্ব্বতঃ ধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ"। ইহার পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ (১) সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরও সার্থক ও ব্যর্থবিশেষণঘটিত বিভাগ করা যাইতে পারে এবং তৎপরে সার্থকবিশেষণঘটিত বিভাগকে স্বরূপাসিদ্ধির অন্তর্গত শুদ্ধাসিদ্ধি, বিশেষণাসিদ্ধি, বিশেষ্যাসিদ্ধি ও ভাগাসিদ্ধির ন্যায় চারি প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সার্থকবিশেষণ ও ব্যর্থবিশেষণঘটিত দ্বিবিধ সাধনাপ্রসিদ্ধিরও উক্তরূপ চারি প্রকার বিভাগ সম্ভব হইতে পারে।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের অপর দৃষ্টান্ত যথা—এইটী আকাশকুসুম. যেহেতু কুসুমগন্ধ রহিয়াছে। জগৎ নিরুপাখ্য শূন্যস্বরূপ, যেহেতু তাহা আদি অন্তে অভাবরূপ। ইহা শশকের শৃঙ্গ, যেহেতু ইহা তদ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। গোবিন্দ বন্ধ্যার পুত্র. যেহেতু ইহা লোকে বলে। পৃথিবীপরমাণুতে গন্ধ আছে, যেহেতু তাহার কার্য্য ঘটে স্পর্শগুণযুক্ত গন্ধ অনুভূত হয়। তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে রৌপ্যনির্ম্মিত কেশকলাপ দৃষ্ট হইতেছে। মনুষ্যমাত্রেই অবশ্য মরিবে, যেহেতু হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যত্ব তাহাদের রহিয়াছে। সোপাধিকহেতুর দৃষ্টান্ত সাধারণ সব্যভিচারের মধ্যে দ্রষ্টব্য।৯০

বাধের লক্ষণ ও পরিচয়।

যস্য সাধ্যাভাবঃ প্রমাণান্তরেণ নিশ্চিতঃ সঃ বাধিতঃ; যথা—"বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ দ্রব্যত্বাৎ"। ইত্যত্র অনুষ্ণত্বং সাধ্যম্ তদভাবঃ উষ্ণত্বং স্পার্শনপ্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে। ইতি বাধিতম্। ব্যাখ্যাতম্ অনুমানম্।৯১

বাধের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯১। অনুবাদ—যে অনুমানে সাধ্যের অভাব অপর প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত থাকে, এই অনুমানকে বাধিত বলে। যেমন, "বহ্নি অনুষ্ণ যেহেতু তাহা দ্রব্য"। এস্থলে অনুষ্ণত্ব সাধ্য, তাহার অভাব উষ্ণত্ব, তাহা স্পার্শনপ্রত্যক্ষদ্বারা গৃহীত অর্থাৎ নিশ্চিত আছে। এজন্য এই অনুমানটি বাধিতানুমান। ইহাই হইল বাধ নামক হেত্বাভাস। ইহাই ইহল অনুমানের ব্যাখ্যা।৯১

বাধের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯১। ব্যাখ্যা—বাধিত হেত্বাভাসস্থলে পক্ষে সাধ্যাভাব অন্য প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত থাকে। যেমন—

বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ	...	(প্রতিজ্ঞা)
দ্রব্যত্বাৎ	... ...	(হেতু)

ইহার অর্থ, যে ব্যক্তি নিশ্চয় জানে 'অগ্নি উষ্ণ', সে যদি অগ্নি অনুষ্ণ বলিয়া অনুমান করে, তাহা হইলে তাহার অনুমানে এই বাধ নামক হেত্বাভাস ঘটিয়া থাকে।

ইহার অপর দৃষ্টান্ত, যথা—জগৎ নাই, যেহেতু অনিত্য। বরফ তরল পদার্থ, যেহেতু ইহা জলজাত। জীবই জগৎকর্ত্তা, যেহেতু তাহার কর্তৃত্ব দেখা যায়। বায়ু প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বস্তু, যেহেতু স্পর্শ করা যায়। মৃত্তিকা বায়ুর ন্যায় লঘুবস্তু, যেহেতু মৃত্তিকাবহুল পৃথিবী আকাশে ভ্রমণ করে। জল স্বভাবতঃ উষ্ণবস্তু, যেহেতু অগ্নিসংযোগে তাহা প্রকাশ পায়। প্রবঞ্চক সমাজে প্রশংসিত হয়, যেহেতু তাহারা ধনীও হয়। সাধুগণ সমাজে নিন্দিত হয়, যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী। মিথ্যাবাদী চিরসম্মানিত, যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান্।৯১

ভাষাপরিচ্ছেদে বাধের পরিচয়, যথা—

সাধ্যশূন্যো যত্র পক্ষস্ত্বসৌ বাধ উদাহৃতঃ। উৎপত্তিকালীনঘটে গন্ধাদি র্যত্র সাধ্যতে ॥৭৮

সমুদায় হেত্বাভাসগুলির চিত্র এইরূপ, যথা—

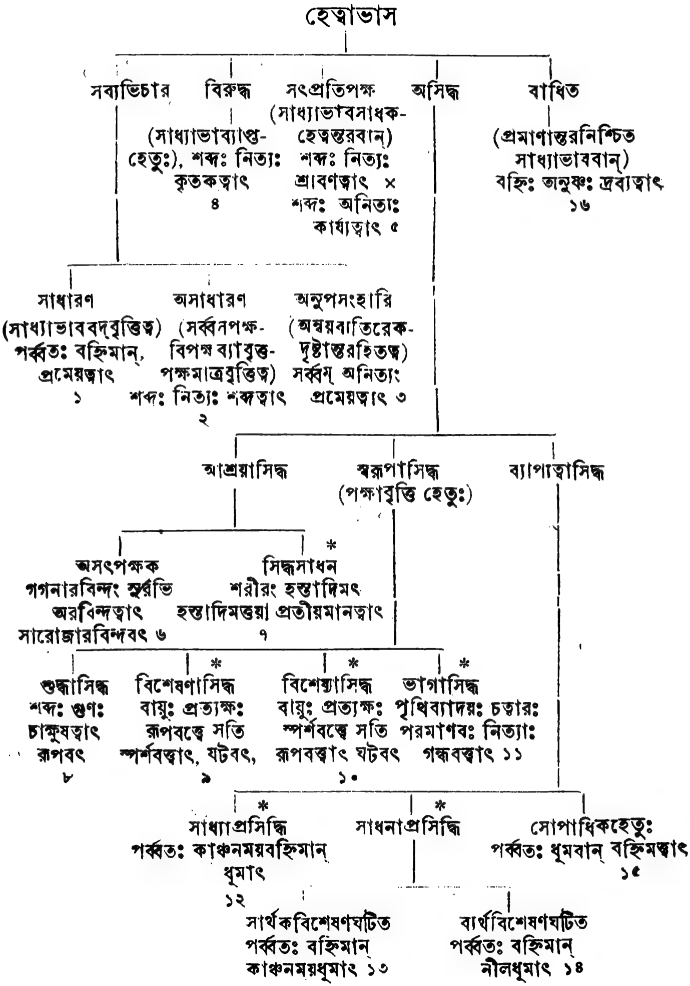

তারকা চিহ্নিতগুলি গ্রন্থান্তর হইতে সংগৃহীত হইল।

হেত্বাভাসের উপসংহার।

ইহাই হইল হেত্বাভাসের পরিচয়। ইহার জ্ঞান থাকিলে অনুমানকালে ভুল হয় না। বিচারকালে ইহা প্রদর্শিত হইলে অন্য পক্ষ পরাজিত বলিয়া গণ্য করা হয়। এজন্য মহর্ষি গৌতম্ এই হেত্বাভাসকে "নিগ্রহস্থান" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান ২২প্রকার, তন্মধ্যে হেত্বাভাসটি পঞ্চম প্রকার। নিগ্রহস্থানের পরিচয় আকরগ্রন্থে অথবা এই তর্কসংগ্রহদীপিকার নীলকণ্ঠী টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য। এস্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দুষ্ট অনুমানে একসঙ্গে একাধিক হেত্বাভাস থাকিতে পারে।

ইতি হেত্বাভাসপরিচ্ছেদ।

ইতি অনুমানখণ্ড

প্রশ্ন

(হেত্বাভাসপরিচ্ছেদ)।

১। হেত্বাভাস শব্দের অর্থ কি? (উঃ ৭৭ পৃঃ)
২। " প্রধানতঃ কয়প্রকার? (উঃ " পৃঃ)
৩। হেত্বাভাসের জ্ঞান থাকিলে কি হয়? (উঃ " পৃঃ)
৪। সব্যভিচার হেত্বাভাসের অপর নাম কি? (উঃ ৭৮ পৃঃ)
৫। সব্যভিচার কয়প্রকার? তাহাদের নাম কি? (উঃ ৭৭ পৃঃ)
৬। সাধারণ সব্যভিচারের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৭৮ পৃঃ)
৭। অসাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৭৯ পৃঃ)
৮। অনুপসংহারীর লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৮১ পৃঃ)
৯। বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৮২ পৃঃ)
১০। বিরুদ্ধ ও সাধারণ সব্যভিচারের মধ্যে প্রভেদ কি? (উঃ " পৃঃ)
১১। সৎপ্রতিপক্ষের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৮৩ পৃঃ)
১২। অসিদ্ধ কয়প্রকার? উহাদের প্রত্যেকের নাম কি? (উঃ ৮৪ পৃঃ)
১৩। আশ্রয়াসিদ্ধের বিভাগ লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৮৫ পৃঃ)
১৪। অসৎপক্ষক কোন্ হেত্বাভাসের অন্তর্গত? (উঃ " পৃঃ)
১৫। সিদ্ধসাধন ও অর্থান্তরের মধ্যে প্রভেদ কি? (উঃ " পৃঃ)
১৬। স্বরূপাসিদ্ধের বিভাগ লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৮৬ পৃঃ)

১৭। ভাগাসিদ্ধের লক্ষণের সহিত উহার দৃষ্টান্ত সমন্বয় কিরূপ? (উঃ ৮৭ পৃঃ)
১৮। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ কয়প্রকার, উহার লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৮৮।৯২ পৃঃ)
১৯। বাধিতের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ? (উঃ ৯৩ পৃঃ)
২০। লোকে প্রায়ই কোন্ দুইটী হেত্বাভাসের প্রয়োগ অধিক করে? (উঃ ৭৮।৮৬ পৃঃ)
২১। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, কাঞ্চনময়ধূমাৎ" এবং "নীলধূমাৎ"
এই দুইটী স্থলের মধ্যে হেত্বাভাসের দৃষ্টিতে প্রভেদ কি? (উঃ ৯২ পৃঃ)
২২। হেত্বাভাসের সংখ্যা সাধারণতঃ সর্ব্বশুদ্ধ কত? (উঃ ৯৪ পৃঃ)
২৩। অয়ং বৃক্ষঃ কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ এস্থলে অসাধারণ
অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হয় কিনা? (উঃ ৮০ পৃঃ)
২৪। উপাধি কাহাকে বলে? দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দাও? (উঃ ৯০ পৃঃ)
২৫। সাধ্যের ব্যাপক অর্থ কি? (উঃ ৮৯ পৃঃ)
২৬। সাধনের অব্যাপক অর্থ কি? (উঃ ৮৯ পৃঃ)
২৭। উপাধিপ্রদর্শনের ফল কি? (উঃ ৯১ পৃঃ)
২৮। উপাধির দ্বারা ব্যভিচারের অনুমান কিরূপে হয়? (উঃ ৯১ পৃঃ)
২৯। "পর্ব্বতঃ ধূমবান্", যেহেতু বহ্নিমান্ এস্থলে কি অন্তর্ভাবে
ব্যভিচার প্রদর্শনীয়। (উঃ ৭৯ পৃঃ)

৩০। এখানে কি হেত্বাভাস?—সে নিশ্চয়ই দাতা, যেহেতু সে ধনবান্। সে পণ্ডিত, যেহেতু বুদ্ধিমান্। সে গৌরিক বস্ত্রধারী, সুতরাং সে সত্যবাদী। তিনি পণ্ডিত, সুতরাং পরোপকারী। তিনি অধ্যাপক সুতরাং সত্যবাদী। তিনি সুখী, যেহেতু ধনী। তিনি সুস্থকায়, যেহেতু স্থূলকায়। যাহা থাকে তাহাই জানা যায়? যাহা জ্ঞেয় তাহাই সত্তাবান্। বিদ্যা হইলেই ধন হয়। ধন হইলেই বিদ্যা হয়। হ্রদ বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে। আকাশ নীল, যেহেতু তাহা রূপবান্। অগ্নি শীতল বস্তু, যেহেতু তাহা দ্রব্য। পুনর্জ্জন্ম নাই, যেহেতু পুনরায় জন্মিতে দেখা যায় না। ঈশ্বর নাই, যেহেতু সবই প্রকৃতিবশে স্বতঃ উৎপন্ন। বেদ মনুষ্যরচিত, যেহেতু বর্ণাত্মক শব্দ কণ্ঠতালু প্রভৃতি অভিঘাত হইতে উৎপন্ন। পরকাল নাই, যেহেতু মরিলে দেহ নষ্ট হয়।

৩১। প্রতিজ্ঞা হেতু ও উদাহরণ নির্দ্দেশ কর—অতিভোজন রোগের মূল। আয়ুক্ষয়ের কারণ রোগ। অধর্ম্মের ফল অধঃপতন। ধর্ম্মের ফল উন্নতি। জ্ঞানের ফল শক্তিবৃদ্ধি। আসক্তির ফল বন্ধন। বন্ধনে দুঃখ হয় ঈর্ষার একতা নষ্ট হয়। অনৈক্যের ফল জাতীয় দুর্ব্বলতা। সদ্ভাব হইতে একতা হয়। নিঃস্বার্থভাব সুখের হেতু। সংসারের অনিত্যতা জ্ঞানে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের ফলে শান্তি হয়। শান্তিই সুখ। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ধার্ম্মিকের সুখ অবশ্যম্ভাবী। জীবাত্মা বহু। ঈশ্বর এক। জগৎ অনিত্য। মনঃ অণু। আকাশ নিত্য।

৩২। নিম্নলিখিত স্থলে উপাধির প্রয়োগ ও উদ্ধার কিরূপ?—বেদ পৌরুষেয়, যেহেতু বাক্য, যেমন আয়ুর্ব্বেদ; এখানে উপাধি—স্মর্য্যমানকর্তৃকত্ব। পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নিমান্; এখানে উপাধি—আর্দ্রেন্ধনসংযোগ।

উপমানখণ্ড

উপমানের পরিচয়।

উপমিতিকরণম্ উপমানম্।৯২

উপমিতিলক্ষণের পরিচয়।

সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ-জ্ঞানম্ উপমিতিঃ।৯৩

উপমানের পরিচয়।

৯২। **অনুবাদ**—উপমিতির যে করণ তাহাই উপমান।৯২

উপমিতিলক্ষণের পরিচয়।

৯৩। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, সংজ্ঞী অর্থাৎ নামী। এই নাম ও নামীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের যে জ্ঞান তাহার নাম উপমিতি।৯৩

উপমানের পরিচয়।

৯২। ব্যাখ্যা—উপমিতি অর্থ—উপমানজন্য জ্ঞান, উপমান সেই উপমিতি নামক জ্ঞানের করণ। ইহা এস্থলে সাদৃশ্যজ্ঞান, ইহার পরিচয় পরে প্রদত্ত হইতেছে।৯২

উপমিতির পরিচয়।

৯৩। ব্যাখ্যা—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর মধ্যে সম্বন্ধের যে জ্ঞান তাহাই উপমিতি বলায় এস্থলে অনুমিতির সহিত ইহার ভেদটী লক্ষ্য করিতে হইবে। অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপ করণের সাহায্যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, এস্থলে কিন্তু সাদৃশ্যজ্ঞানরূপ করণের সাহায্যে নাম ও নামীর মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান হয়—তাহাই ইহাদের মধ্যে প্রভেদ। যেমন "ধূম" হেতু দেখিয়া ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি স্মরণ করিয়া পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মীকে বহ্নিমত্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞান করিলে অনুমিতি হয়, আর দিগন্তব্যাপী অভ্রভেদী অত্যুচ্চ ভূমির নাম পর্ব্বত শুনিয়া কোন পর্ব্বত দেখিয়া সেই পর্ব্বতরূপ নামী বস্তুকে 'পর্ব্বত' এই নামের সহিত সম্বদ্ধ করিলে উপমিতি নামক জ্ঞান হয়।৯৩

ভাষাপরিচ্ছেদে উপমিতির করণের পরিচয়, যথা—

গ্রামীনস্য প্রথমতঃ পশ্যতো গবয়াদিকম্। সাদৃশ্যধী র্গবাদীনাং যা স্যাৎ সা করণং মতম্॥৭৯

বাক্যার্থস্যাতিদেশস্য স্মৃতির্ব্যাপার উচ্যতে। গবয়াদিপদানাং তু শক্তিধীরুপমা ফলম্॥৮০

উপমিতির করণের লক্ষণ ও পরিচয়।

তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্।৯৪

উপমিতিজ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়।

তথা হি—কশ্চিৎ গবয়শব্দবাচ্যম্ * অজানন্ কুতশ্চিৎ আরণ্যকপুরুষাৎ "গোসদৃশঃ গবয়ঃ" ইতি শ্রুত্বা বনং গতঃ, বাক্যার্থং স্মরন্ গোসদৃশং পিণ্ডং পশ্যতি, তদনন্তরম্ "অয়ং গবয়-শব্দ-বাচ্যঃ" ইতি উপমিতিঃ উৎপদ্যতে। ইতি উপমানম্।৯৫

উপমিতির করণের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯৪। অনুবাদ—উপমিতির যাহা করণ, তাহা সাদৃশ্য-জ্ঞান।৯৪

উপমিতিজ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯৫। অনুবাদ—যেমন কোন ব্যক্তি গবয় পদার্থ কি, তাহা না জানিয়া কোন বনবাসী ব্যক্তির নিকট হইতে "গো-সদৃশ গবয়" ইহা শুনিয়া বনে গেল; তৎপরে সেই "গোসদৃশ গবয়" এই বাক্যের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে গো সদৃশ একটা পিণ্ড দেখিতে লাগিল; তাহার পর এই পিণ্ডটা গবয়-শব্দবাচ্য এইরূপ উপমিতি নামক জ্ঞান তাহার জন্মিল। ইহাই হইল উপমানের পরিচয়।৯৫

উপমিতির করণের পরিচয়।

৯৪। ব্যাখ্যা—এই সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে যেরূপে উপমিতি হয়, তাহা পরে বলা হইতেছে। "এটা ইহার সদৃশ বা মতন" বলিলে যে জ্ঞান হয়, তাহাই সাদৃশ্যজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সাদৃশ্যজ্ঞানের জন্য পূর্ব্বে শ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ আবশ্যক হয়। এজন্য এই বাক্যার্থ-স্মরণকে উপমিতির **ব্যাপার** বলা হয়, এবং এই ব্যাপারবিশিষ্ট যে সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহাই ইহার **করণ** বলা হয়। আর তাহা হইলে বিষয়াদি এবং তাহার যে জ্ঞান তাহাকে ইহার **কারণ** বলা যাইতে পারে।৯৪

---

* গবয়শব্দবাচ্যম্=গবয়পদার্থম্ পাঠান্তরম্।

উপমিতি জ্ঞানের পরিচয়।

৬৫। ব্যাখ্যা—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী অর্থাৎ নাম ও নামীর মধ্যে যে সম্বন্ধ জ্ঞান তাহাই উপমিতি হওয়ায় উপমিতির যে ক্রম তাহা এই—

(১) বাক্যশ্রবণ; তৎপরে—

(২) বাক্যার্থের জ্ঞান; তৎপরে—

(৩) বনে গিয়া বাক্যার্থের অনুরূপ পিণ্ডদর্শন; তৎপরে—

(৪) বাক্যার্থস্মরণ; তৎপরে—

(৫) নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ জ্ঞান হয়।

এই জ্ঞানের নামই উপমিতি। ইহাই হইল উপমিতিপরিচয়।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই উপমিতির ক্রম কতকটা স্বার্থানুমানের ক্রমের ন্যায় (৬৪পৃঃ)। আর তজ্জন্য অপরের সহিত বিচারকার্য্যে বা অপরকে বুঝাইবার জন্য ইহার আবশ্যকতা হয় না। যেমন কেহ কোন পর্ব্বত দেখিয়া এবং উত্তর দিকে অবস্থিত চিরতুষার-মণ্ডিত হিমালয় পর্ব্বতের কথা শুনিয়া যদি কার্য্যগতিকে হিমালয় পর্ব্বতে যায়, তাহা হইলে সে তখন হিমালয় পর্ব্বতকে 'হিমালয়' বলিয়া যে বুঝে, তাহাই তাহার হিমালয়ের উপমিতি নামক প্রমাজ্ঞান হয়। এরূপ স্থলে সে ব্যক্তি যেরূপ মনে মনে কথা কহিয়া হিমালয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহা সুতরাং এইরূপ—

(১) এই হিমালয় বটে।

(২) যেহেতু হিমালয়ের এইরূপ বিবরণই শুনিয়াছি।

সুতরাং উপমান কতকটা স্বার্থানুমানেরই মত। তবে এস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি থাকে না, কিন্তু অনুমানে তাহা থাকে।

এক্ষণে উপমিতির কারণ ও করণবিষয়ক যদি একটী চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা এইরূপ হয়—

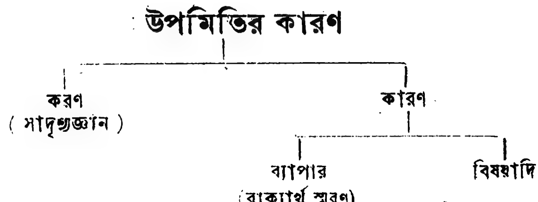

এস্থলে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, উপমান শব্দটী "উপ" পূর্ব্বক "মা" ধাতু "অনট্" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। এই "অনট্" প্রত্যয়টি যখন করণবাচ্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন উপমান অর্থ—উপমিতি নামক জ্ঞানের করণ বুঝায়, আর যখন ভাববাচ্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন ইহার অর্থ হয় উপমিতি নামক জ্ঞান মাত্র। সুতরাং উপমান শব্দের অর্থ উপমিতির করণ এবং উপমিতি উভয়ই হয়। প্রয়োগ দেখিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই হইল উপমিতি নিরূপণ।৯৫

ইহার অপর দৃষ্টান্ত, যথা ইহা ব্রহ্মারই মূর্ত্তি বটে, যেহেতু পুরাণাদিতে এইরূপ চতুর্ব্বাহু ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট দেবতাকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে এবং চিত্রপটেও সেই রূপই দেখিয়াছি। ইহাই মরূদ্যান, যেহেতু ইহা বালুকাময় বিশাল প্রান্তরমধ্যে একটী জলাশয় বিশিষ্ট শস্যশ্যামল ভূমি। ইহারা কাবুল বা গান্ধার দেশীয় হিন্দু, যেহেতু শুনিয়াছি, কাবুলদেশীয় মুসলমানগণের ন্যায় ইহাদের বেশ, অথচ হিন্দু আচারসম্পন্ন। ইনি দেবতা, যেহেতু শুনিয়াছি, দেবতাগণ মনুষ্যের মত, অথচ অমানুষিক দিব্যভাবাদিসম্পন্ন। ইহার এই অবস্থাটি সমাধির অবস্থা, যেহেতু শাস্ত্রে সমাধিবর্ণনার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ইহাই সুবর্ণ, কারণ সুবর্ণের এইরূপ বিবরণই শুনিয়াছি।

ইতি উপমানখণ্ড

প্রশ্ন

(উপমানখণ্ড)

১।	উপমান ও উপমিতি শব্দের অর্থ কি?	(উঃ ৯৭ পৃঃ)
২।	উপমিতির লক্ষণ কি?	(„)
৩।	অনুমিতি ও উপমিতির মধ্যে প্রভেদ কি?	(„)
৪।	উপমিতির করণ কি?	(„)
৫।	উপমিতির ব্যাপার কি?	(উঃ ৯৮ পৃঃ)
৬।	উপমিতি জ্ঞানোৎপত্তির ক্রম কিরূপ?	(„)
৭।	উপমিতির ব্যাপারাতিরিক্ত কারণ কি কি?	(„)
৮।	উপমিতিস্থলের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেও।	(উঃ ৯৯ পৃঃ)
৯।	উপমানদ্বারা পরকে বুঝান যায় কিনা?	(উঃ ৯৮ পৃঃ)
১০।	উপমিতির আকার কিরূপ?	(„)

শব্দখণ্ড।

শব্দপ্রমাণের লক্ষণ ও পরিচয়।

আপ্তবাক্যং শব্দঃ।৯৬

আপ্তপুরুষের লক্ষণ ও পরিচয়।

আপ্তস্তু যথার্থ-বক্তা।৯৭

বাক্যের লক্ষণ ও পরিচয়।

বাক্যং পদসমূহঃ, যথা—"গাম্ আনয় শুক্লাং দণ্ডেন" ইতি।৯৮

শব্দপ্রমাণের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯৬। অনুবাদ—আপ্তপুরুষের যে বাক্য, তাহাই শব্দ।৯৬

আপ্তপুরুষের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯৭। অনুবাদ—আপ্ত বলিতে যথার্থবক্তাকে বুঝায়।৯৭

বাক্যের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯৮। অনুবাদ—বাক্য বলিতে পদের সমূহকে বুঝায়। যেমন "দণ্ডদ্বারা শুক্লা গরুটীকে আন"—ইহা একটি বাক্য।৯৮

শব্দপ্রমাণের পরিচয়।

৯৬। ব্যাখ্যা—যে বাক্যদ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, সেই বাক্যই শব্দ-প্রমাণ। আপ্তের লক্ষণ পরে বলা হইতেছে। শব্দপ্রমাণ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা শাব্দজ্ঞান। ইহার করণ—পদের জ্ঞান, আর পদজ্ঞান-জন্য পদার্থের উপস্থিতিটি ইহার ব্যাপার। বাক্যার্থজ্ঞান ইহার ফল।৯৬

আপ্তপুরুষের পরিচয়।

৯৭। ব্যাখ্যা—যিনি যথার্থ কথা বলেন, তাহাকে আপ্তপুরুষ বলা যায়। ইহা সুতরাং মানব এবং ঈশ্বর উভয়ই হইতে পারেন। কারণ, পিতামাতা ও গুরুগণ সন্তান ও শিষ্যের জন্য যাহা যথার্থ তাহাই উপদেশ দেন, এবং ঈশ্বরোক্ত বেদ অভ্রান্ত।৯৭

ভাষাপরিচ্ছেদে শব্দপ্রমাণের পরিচয়, যথা—

পদজ্ঞানং তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ। শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী।৮১

P.T.C. LIBRARY
Belur Math, Howrah

28867

পদের লক্ষণ ও পরিচয়।

শক্তং পদম্ ।৯৯

শক্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

"অস্মাৎ পদাৎ অয়ম্ অর্থঃ বোদ্ধব্যঃ" ইতি ঈশ্বরসংকেতঃ শক্তিঃ ।১০০

পদের লক্ষণ ও পরিচয়।

৯৯। অনুবাদ—যাহা শক্ত অর্থাৎ শক্তিমান্, তাহাই পদ ।৯৯

শক্তির লক্ষণ ও পরিচয়।

১০০। অনুবাদ—"এই পদ হইতে এই অর্থ বুঝিতে হইবে," এইরূপ যে ঈশ্বরের সংকেত অর্থাৎ ইচ্ছা, তাহাই শক্তি ।১০০

বাক্যের পরিচয়।

৯৮। ব্যাখ্যা—"পদের সমূহ" অর্থ—পদের সমষ্টি। সুতরাং বাক্য-মধ্যে একাধিক পদই থাকে। অন্ততঃপক্ষে উহ্যও থাকে। এইরূপে বাক্যের জন্য সাধারণতঃ একটি বিশেষ্য ও একটি ক্রিয়া পদ অন্ততঃপক্ষে আবশ্যক হয়। আর ক্রিয়া পদটিও অর্থতঃ বিশেষণরূপে পরিণত হইয়া অর্থবোধ করায়, যেমন "রাম যাইতেছেন" এই বাক্যের অর্থবোধ কালে "গমন-ক্রিয়ানুকূলকৃতিমান্ রাম" এইরূপ বিশেষণবিশেষ্যভাবাপন্ন হইয়াই হয়, যেহেতু বিশেষ্য ও বিশেষণ 'ভূতলে নীলঘটের' ন্যায় একই অধিকরণে থাকায় সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত তাহারা বিশিষ্ট বা অন্বিত বলিয়া জ্ঞাত হয়। একই স্থানে দুইটী বস্তু না থাকিলে তাহাদের অন্বয়জ্ঞান হয় না ।৯৮

পদের পরিচয়।

৯৯। ব্যাখ্যা—পদের দ্বারা যে, কোন একটি অর্থ বুঝায়, তাহার কারণ, পদের শক্তিবৃত্তি। এই শক্তিবশতঃ পদশ্রবণমাত্র সেই পদের অর্থ আমাদের মনে উদিত হয়। অতএব যাহা শক্তিমান্ তাহাই পদ ।৯৯

শক্তির পরিচয়।

১০০। ব্যাখ্যা—শব্দের দ্বারা কোন কিছু যে বুঝায়, তাহা শব্দের বৃত্তিবশতঃই বুঝায়। এই বৃত্তি দুইরূপ, একটি—**শক্তি**, অপরটি **লক্ষণা**। গঙ্গাপদে যে ভগীরথকর্তৃক আনীত জলের প্রবাহ বুঝায়,

---

ভাষাপরিচ্ছেদে শক্তির লক্ষণ, যথা। লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ॥৮২

তাহা গঙ্গা-পদের শক্তিবশতঃই বুঝায়। এই শক্যার্থের অপর নাম **বাচ্যার্থ**। এই শক্তি আবার চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) রূঢ়ি, (২) যৌগিক, (৩) যোগরূঢ়ি এবং (৪) যৌগিকরূঢ়ি। ইহাদের দৃষ্টান্ত চিত্রমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের লক্ষণ ও অর্থাদি টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

লক্ষণার পরিচয়।

আর "গঙ্গাতে গোপেরা বাস করে" যখন বলা হয়, তখন গঙ্গাপদে যে গঙ্গার তীরকে বুঝায়, তাহা গঙ্গা-পদের লক্ষণাবৃত্তিবশতঃ বুঝায়। এই **লক্ষণা** বলিতে **শক্যসম্বন্ধ** বুঝিতে হইবে। যেমন গঙ্গা-পদের শক্য গঙ্গানদী, তাহার সহিত তীরের সম্বন্ধ আছে বলিয়া গঙ্গা-পদে যখন তাহার শক্যার্থ জলপ্রবাহ গ্রহণ করিলে অন্বয়ের বাধা হয়, তখন গঙ্গা-জলপ্রবাহের সহিত সম্বদ্ধ যে গঙ্গাতীর, গঙ্গাপদে সেই গঙ্গাতীরকেও বুঝায়। ইহা ইহার লক্ষণা-বৃত্তি-বশতঃই বুঝায়। এজন্য শক্যসম্বন্ধই লক্ষণা বলা হয়। এই লক্ষণা আবার দ্বিবিধ, যথা—(১) সাক্ষাৎসম্বন্ধ-স্বরূপা এবং (২) পরম্পরাসম্বন্ধস্বরূপা। তন্মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধস্বরূপা আবার তিন রূপ হয়, যথা—(ক) জহৎস্বার্থলক্ষণা, (খ) অজহৎস্বার্থলক্ষণা এবং (গ) জহদজহৎস্বার্থলক্ষণা। আর (২) পরম্পরাসম্বন্ধ স্বরূপটী দুইরূপ, যথা—লক্ষিতলক্ষণা এবং গৌণীবৃত্তি। নিম্নে ইহাদের বিভাগচিত্র ও দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।১০০

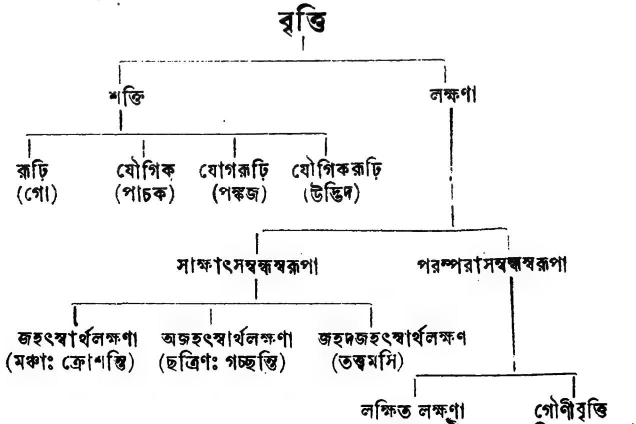

বাক্যার্থজ্ঞানহেতুর লক্ষণ ও পরিচয়।

আকাংক্ষা যোগ্যতা সন্নিধিশ্চ বাক্যার্থজ্ঞানে হেতুঃ।১০১

আকাংক্ষার লক্ষণ ও পরিচয়।

পদস্য পদান্তর-ব্যতিরেক-প্রযুক্তান্বয়াননুভাবকত্বম্ আকাংক্ষা।১০২

বাক্যার্থজ্ঞানহেতুর লক্ষণ ও পরিচয়।

১০১। অনুবাদ—বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রতি হেতু—আকাংক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধি।১০১

আকাংক্ষার লক্ষণ ও পরিচয়।

১০২। অনুবাদ—একটি পদের যে পদান্তর ব্যতিরেক-প্রযুক্ত 'অন্বয় অনুভব না হওয়া, তাহাই আকাংক্ষা।১০২

বাক্যার্থজ্ঞানহেতুর পরিচয়।

১০১। ব্যাখ্যা—যে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের মধ্যে আকাংক্ষা যোগ্যতা ও সন্নিধি থাকে, সেই বাক্যেরই অর্থবোধ হয়। এই তিনটি না থাকিলে সেই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। অবশ্য ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে এতদ্ব্যতীত তাৎপর্য্যজ্ঞানকেও একটী হেতু বলা হইয়াছে। এজন্য নিম্নে একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।১০১

বাক্যার্থবোধে হেতু

আকাংক্ষা জ্ঞান	যোগ্যতা জ্ঞান	সান্নিধ্য জ্ঞান	তাৎপর্য্যজ্ঞান বা প্রকরণজ্ঞান

আকাংক্ষার পরিচয়।

১০২। ইহার দৃষ্টান্ত—"গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষো হস্তী" এইরূপ যদি কেহ বলে, তাহা হইলে তাহার কথার অর্থবোধ হয় না। কারণ এখানে আকাংক্ষা নাই। ইহার কথা পরে বলা হইতেছে।১০২

ভাষাপরিচ্ছেদে বাক্যার্থজ্ঞানহেতুর পরিচয়, যথা --

আসত্তির্যোগ্যতাকাংক্ষাতাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে ॥৮২

কারণং সন্নিধানং তু পদস্যাসত্তিরুচ্যতে। পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা ॥৮৩

যৎপদেনবিনা যস্যাননুভাবকতাভবেৎ। আকাংক্ষা বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৮৪

যোগ্যতার লক্ষণ ও পরিচয়।

অর্থাবাধঃ যোগ্যতা।১০৩

সন্নিধির লক্ষণ ও পরিচয়।

পদানাম্ অবিলম্বেন উচ্চারণং সন্নিধিঃ।১০৪

আকাংক্ষা যোগত্যা ও সন্নিধর উদাহরণ।

তথা চ আকাংক্ষাদিরহিতং বাক্যম্ অপ্রমাণম্। যথা— "গৌঃ অশ্বঃ পুরুষঃ হস্তী" ইতি ন প্রমাণম্, আকাংক্ষা-

---

যোগ্যতার:লক্ষণ ও পরিচয়।

১০৩। অনুবাদ—অর্থের মধ্যে যে, বাধা না থাকা, তাহাই যোগ্যতা।১০৩

সন্নিধির লক্ষণ ও পরিচয়।

১০৫। অনুবাদ—পদসমূহের বিলম্ব না করিয়া যে উচ্চারণ, তাহাই সন্নিধি, অর্থাৎ নৈকট্য।১০৪

আকাংক্ষা যোগ্যতা ও সন্নিধির উদাহরণের লক্ষণ ও পরিচয়।

১০৫। অনুবাদ—আর তাহা হইলে আকাংক্ষাদিরহিত যে বাক্য, তাহা অপ্রমাণ। অর্থাৎ তাহা হইতে যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যেমন, গরু ঘোড়া পুরুষ হাতী—এইরূপ পদ গুলি যদি উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে কোন আকাংক্ষা না থাকায় ইহার দ্বারা কোন যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তদ্রূপ "অগ্নিদ্বারা সেচন করিবে" এইরূপ বাক্য প্রমাণ নহে। কারণ, এস্থলে যোগ্যতা নাই। অর্থাৎ অগ্নি সেচনক্রিয়ার যোগ্য বস্তু নয়। সেইরূপ যদি কেহ একপ্রহরে বলে "গরু" এবং অন্য প্রহরে বলে "আন", তাহা

যোগ্যতার পরিচয়।

১০৩। ব্যাখ্যা—ইহার দৃষ্টান্ত পরে বলা হইতেছে।১০৩

সন্নিধির পরিচয়।

১০৪। ব্যাখ্যা—ইহারও দৃষ্টান্ত পরে কথিত হইতেছে।১০৪

বিরহাৎ। "বহ্নিনা সিঞ্চেৎ" ইতি ন প্রমাণম্, যোগ্যতা-বিরহাৎ। প্রহরে প্রহরে অসহোচ্চারিতানি "গাম্ আনয়" ইত্যাদি পদানি ন প্রমাণম্, সান্নিধ্যাভাবাৎ।১০৫

হইলে এই বাক্যও প্রমাণ হইবে না। কারণ, এখানে পদ-দ্বয়ের সান্নিধ্য অর্থাৎ নৈকট্য নাই বলিয়া অর্থবোধ হয় না। অতএব এইরূপ সকল বাক্যই অপ্রমাণ।১০৫

আকাংক্ষা যোগ্যতা ও সন্নিধির পরিচয়।

১০৫। ব্যাখ্যা—আকাংক্ষার জন্য বিশেষ্যপদের সহিত ক্রিয়াপদ বা বিশেষণপদ বা উভয়রূপ পদই থাকা আবশ্যক হয়। এই স্থলে "গরু হাতী" প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ্যপদই উচ্চারণ করা হইল, কিন্তু ক্রিয়াপদ উচ্চারিত হয় নাই, এজন্য **আকাংক্ষা** থাকিল না। এখানে আকাংক্ষা হইতেছে "গরু বা হাতী" "কি করিতেছে বা কি হইতেছে" ইত্যাদি। সেই "করিতেছে" "হইতেছে" বোধকপদ না থাকায় গরু ও হাতী পদে আকাংক্ষা থাকিল না। "অগ্নিসেচন করিবে"—যোগ্যতার এই দৃষ্টান্তের মধ্যে আকাংক্ষা আছে, কিন্তু **যোগ্যতা** নাই বুঝিতে হইবে। কারণ, এখানে বিশেষ্য "বহ্নি" পদ, ক্রিয়া "সিঞ্চেৎ" পদ, উভয়ই রহিয়াছে বলিয়া আকাংক্ষা পাওয়া গেল, কিন্তু বহ্নি সেচনের যোগ্যবস্তু নহে বলিয়া যোগ্যতার অভাবে 'বহ্নিসেচন করিবে', এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। ইহাতে অর্থবোধে বাধা হয়। জলাদিকেই সেচন করা যায়, এজন্য জলাদিরই সেচনযোগ্যতা আছে, বহ্নিতে তাহা না থাকায় 'বহ্নিসেচন করিবে' এই বাক্যটী অপ্রমাণ। এইরূপ "গরু" এক প্রহরে উচ্চারণ করিয়া অন্য প্রহরে "আন" বলিলে "কি অনিবে" লোকে বুঝে না, এখানে সন্নিধ্যের অভাববশতঃ অর্থবোধ হয় না। এজন্য বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি **সন্নিধিও** একটী কারণ। যাহা হউক, বাক্যের মধ্যে আকাংক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি থাকিলে বাক্যটীর অর্থবোধ হয়, আর সেই অর্থ অভ্রান্ত হইলে বাক্যটি প্রমাণ হইতে পারে, নচেৎ নহে। এই জন্য বাক্যার্থবোধে ইহারা হেতু বলা হয়।

তাহার পর বাক্যের অর্থ বলিতে বাক্যান্তর্গত পদার্থগুলির সম্বন্ধই বুঝায়, যেমন—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" বাক্যে পর্ব্বত পদার্থ ও বহ্নি পদার্থের

ব্যাক্যের প্রকার ভেদের লক্ষণ ও পরিচয়।

বাক্যং দ্বিবিধম্, বৈদিকং লৌকিকং চ। বৈদিকম্ ঈশ্বরোক্তত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রমাণম্। লৌকিকং তু আপ্তোক্তং প্রমাণম্। অন্যৎ অপ্রমাণম্।১০৬

বাক্যের প্রকারভেদের লক্ষণ ও পরিচয়।

১০৬। অনুবাদ—বাক্য দুই প্রকার, যথা—বৈদিক এবং লৌকিক; তন্মধ্যে বৈদিকবাক্য ঈশ্বরের উক্ত বলিয়া সমুদয়ই প্রমাণ। লৌকিক বাক্য, কিন্তু আপ্তপুরুষের উক্ত হইলে প্রমাণ হয়। আপ্তপুরুষ ভিন্ন অপরের বাক্য অপ্রমাণ।১০৬

(১০৫ব্যা) যে সম্বন্ধ তাহাই বাক্যার্থ হয়। পর্ব্বত পদ বা বহ্নিমান্ পদ পৃথক্ উচ্চারিত হইলে তাহারা বাক্যও হয় না। আর তজ্জন্য সে সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। এজন্য বাক্য সম্বন্ধেরই বোধক হয়।

তাৎপর্য্যজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞানে হেতু।

পরন্তু এতদ্ব্যতীত প্রকরণজ্ঞান বা **তাৎপর্য্যজ্ঞানও** বাক্যার্থবোধে হেতু হইয়া থাকে। নচেৎ ভোজনকালে "সৈন্ধব আন" বলিলে সিন্ধু-দেশীয় ঘোটকও আনা সম্ভব হইত। কারণ, সৈন্ধব শব্দের অর্থ—লবণ ও সিন্ধু-দেশীয় ঘোটক উভয়ই হয়। এজন্য **তাৎপর্য্য**জ্ঞানও বাক্যার্থ-বোধে কারণ হয়। এ গ্রন্থে ইহার বিষয় উক্ত না হইলেও অন্য ন্যায়ের গ্রন্থে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ আকাংক্ষাদিবিশিষ্ট বাক্যও যদি আপ্তপুরুষের উক্ত হয়, অথবা বেদের বাক্য হয়, তবেই তাহা প্রমাণ, নচেৎ আকাংক্ষাদিবিশিষ্ট অন্য বাক্য প্রমাণ নহে। এই কথাই পরে বলা হইতেছে।১০৫

বাক্যের প্রকারভেদের পরিচয়।

১০৬। ব্যাখ্যা—উপরে যে বাক্যের কথা বলা হইল, সেই বাক্য দুই প্রকার, যথা—**লৌকিক** ও **বৈদিক**। তন্মধ্যে লৌকিক বাক্য বলিতে যে সব বাক্য মানবগণ রচনা করে বা রচনা করিয়া ব্যবহার করে, আর বৈদিক বাক্য বলিতে বেদের বাক্য বুঝিতে হইবে। লৌকিক বাক্যের মূল আবার বেদবাক্য। কারণ, মানবগণ বেদ হইতেই বর্ণাত্মকভাষার ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। বর্ণাত্মকভাষা, শিক্ষা না দিলে,

শাব্দজ্ঞান ও তাহার লক্ষণ।

বাক্যার্থ-জ্ঞানং শাব্দ-জ্ঞানম্। তৎকরণং শব্দঃ। ইতি শব্দপ্রমাণম্।১০৭

শাব্দজ্ঞানের লক্ষণ ও পরিচয়।

১০৭। অনুবাদ—বাক্যের অর্থের যে জ্ঞান, তাহার নাম শাব্দ জ্ঞান। শাব্দ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা শব্দ। ইহাই হইল শব্দপ্রমাণের ব্যাখ্যা।১০৭

(১০৬ ব্যা) স্বতঃ কোন মানবেরই বিকাশিত হয় না। ভগবান্, ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া দেবতা ও ঋষিগণকে প্রথমে বেদ শিক্ষা দেন, আর তাঁহারা পরে তাহা মানবগণকে শিক্ষা দেন। এই বেদে কোন ভুল নাই, ইহা কখন মিথ্যা হয় না। এইজন্য ইহা প্রমাণ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার বাক্য বলিয়া তাঁহার বাক্যে ভুল নাই। মানুষের বাক্যমধ্যে ভুল থাকে বলিয়া তাহার বাক্য সর্ব্বস্থলে প্রমাণ নহে। এজন্য যাঁহারা যথার্থবক্তা ঋষিপ্রভৃতি, তাঁহারা আপ্তপুরুষ, তাঁহাদের বাক্যও প্রমাণ বলা হয়। পিতামাতা গুরুজনকেও আপ্ত বলা হয়। কারণ, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া কখন ভুল বলেন না, আর তাঁহাদের অজ্ঞান বা সন্দেহ থাকিলে তাহা তাঁহারা ঠিক্ বলিয়াও বলেন না। এজন্য তাঁহাদের বাক্যও প্রমাণ। আর ঈশ্বরবাক্য বেদ বলিয়া যে, বেদ তাঁহার জ্ঞানেও ছিল না, আর তাহাই তিনি বলিয়াছেন, এমন নহে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনুষ্যাদির নিকট লুপ্ত বেদও তিনি জানিতেন। আর তাহাই তিনি বলিয়াছেন, এই মাত্র, এজন্য বেদবাক্যও প্রমাণ।১০৬

শাব্দজ্ঞানের পরিচয়।

১০৭। ব্যাখ্যা—এখানে বাক্যার্থজ্ঞানই শাব্দজ্ঞান বলিয়া শাব্দজ্ঞান ও তাহার করণের কথা বলা হইল, কিন্তু ব্যাপারের কথা বলা হয় নাই। এই **ব্যাপার** বলিতে পদজন্য পদার্থের মনোমধ্যে উপস্থিতি বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই বাক্যার্থজ্ঞানের ক্রম এইরূপ—

ভাষাপরিচ্ছেদে শব্দ ও উপমান সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥১৪০

অনুমানগতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতম্। তন্ন সম্যক্‌বিনা ব্যাপ্তিবোধং শব্দাদিবোধতঃ ॥১৪১

১। যাহার (১) ব্যাকরণ, (২) উপমান, (৩) অভিধান (৪) আপ্ত-বাক্য, (৫) ব্যবহার, (৬) বাক্যশেষ, (৭) বিবরণ এবং (৮) প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যদ্বারা পদের শক্তিজ্ঞান আছে, তাহার প্রথমে পদশ্রবণ হয়, তৎপরে—

২। সেই পদজন্য পদার্থের স্মরণ বা মনে উপস্থিতি হয়, তৎপরে—

৩। আকাংক্ষা যোগ্যতাদি থাকিলে, সেই পদার্থগুলির মধ্যে অন্বয়-জ্ঞান হয় এবং তাহার পরই তাহার—

৪। বাক্যার্থজ্ঞান হয়।

কিন্তু যখন উক্ত অন্বয়জ্ঞানে কোনরূপ বাধা হয়, তখন পদের শক্তিবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা পদের অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া আকাংক্ষা ও যোগ্যতাদির জ্ঞানসাহায্যে বাক্যার্থজ্ঞান সম্পন্ন করিতে হয়।

যাহা হউক, এখন শাব্দবোধের কারণ সম্বন্ধে যদি একটী চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা এইরূপ হয়—

শাব্দবোধের কারণ

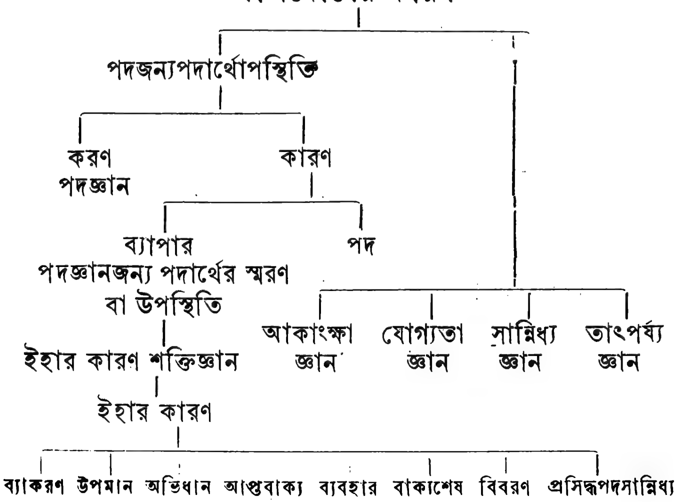

ইহাই হইল শব্দপ্রমাণ ও শাব্দজ্ঞান নিরূপণ।১০৭

ইতি শব্দখণ্ড

প্রশ্ন

(শব্দখণ্ড)

১।	শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলে।	(উঃ ১০০ পৃঃ)
২।	শাব্দজ্ঞানের করণ, কারণ ও ব্যাপার কি ?	(„)
৩।	আপ্ত কাহাকে বলে ?	(„)
৪।	বাক্য কাহাকে বলে ?	(„)
৫।	বাক্যদ্বারা শাব্দবোধ কিরূপে হয় ?	(উঃ ১০১ পৃঃ)
৬।	পদ কাহাকে বলে ?	(„)
৭।	পদশক্তি কাহাকে বলে ?	(„)
৮।	বৃত্তি কয় প্রকার ?	(„)
৯।	শক্তি কতপ্রকার ও তাহাদের দৃষ্টান্ত কিরূপ ?	(উঃ ১০২ পৃঃ)
১০।	লক্ষণা কাহাকে বলে, তাহা কত প্রকার ?	(„)
১১।	গৌণীবৃত্তির দৃষ্টান্ত কি ?	(„)
১২।	বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু কি কি ?	(„)
১৩।	আকাংক্ষা যোগ্যতা সন্নিধির দৃষ্টান্ত কি ?	(উঃ ১০৩ পৃঃ)
১৪।	বাক্যার্থবোধে তাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রয়োজন কি ?	(„)
১৫।	বাক্য কয় প্রকার ? কোন্ বাক্য অপ্রমাণ ?	(„)
১৬।	শাব্দবোধের ক্রম কিরূপ ?	(„)
১৭।	শাব্দবোধে লক্ষণার প্রয়োজন কিরূপ হয় ?	(„)
১৮।	বেদবাক্যকে প্রমাণ বলা হয় কেন ?	(উঃ ১০৭ পৃঃ)
১৯।	শক্তির জ্ঞান কতরূপে হয় ?	(„)
২০।	প্রমাজ্ঞান কয় প্রকার ?	

অযথার্থ-জ্ঞানের বিভাগ ও পরিচয়।

অযথার্থ[ানুভবঃ] ত্রিবিধঃ, সংশয়বিপর্য্যয়তর্কভেদাৎ।১০৮

সংশয়ের লক্ষণ ও পরিচয়।

একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধ-নানা-ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যজ্ঞানং সংশয়ঃ। যথা—স্থাণুঃ বা পুরুষঃ বা ইতি।১০৯

অযথার্থজ্ঞানের বিভাগ ও পরিচয়।

১০৮। অনুবাদ—অযথার্থ অনুভব তিন প্রকার; যেহেতু তন্মধ্যে সংশয় বিপর্য্যয় ও তর্কের ভেদ আছে।১০৮

সংশয়ের লক্ষণ ও পরিচয়।

১০৯। অনুবাদ—একটি ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্ম-বিশিষ্টের যে জ্ঞান, তাহার নাম সংশয়। যেমন "ইহা একটি স্থাণু বা পুরুষ"।১০৯

অপ্রমা শব্দের বিভাগ ও অর্থ।

১০৮। ব্যাখ্যা—এইরূপে যথার্থজ্ঞানের পরিচয় দিয়া অযথার্থজ্ঞানের (৩৮ পৃঃ) কথা বলিতেছেন। আর এই অযথার্থ জ্ঞানের কথা বলা শেষ হইলেই বুদ্ধি নামক গুণের পরিচয় শেষ হইয়া যাইবে। সেই অযথার্থ জ্ঞান বা অযথার্থ অনুভব—সংশয়, বিপর্য্যয় ও তর্কভেদে তিন প্রকার। অযথার্থ অনুভব আর অপ্রমা—একই কথা। যথার্থ অনুভব আর প্রমা—একই কথা।১০৮

ভাষাপরিচ্ছেদে অযথার্থজ্ঞানের বিভাগ ও পরিচয়, যথা—

তচ্ছূন্যেতন্মতির্যাস্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা। তৎপ্রপঞ্চোবিপর্য্যাসঃসংশয়োঽপিপ্রকীর্ত্তিতঃ॥১২৭
দোষোঽপ্রমায়া জনকঃপ্রমায়াস্তুগুণোভবেৎ। পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষোনানাবিধঃস্মৃতঃ॥১৩১
প্রত্যক্ষে তু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা সমম্। সন্নিকর্ষো গুণস্তু স্যাদথত্বনুমিতৌ পুনঃ॥১৩২
পক্ষে সাধ্যবিশিষ্টে তু পরামর্শো গুণোভবেৎ। শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিস্তু ভবেদুপমিতৌ গুণঃ॥১৩৩
শাব্দবোধে যোগ্যতায়াস্তাৎপর্য্যস্যাথবা প্রমা। গুণঃস্যাদ্ভ্রমভিন্নংতু জ্ঞানমত্রোচ্যতেপ্রমা॥১৩৪
অথবা তৎপ্রকারংযজ্জ্ঞানংতদ্বদ্বিশেষ্যকম্। তৎপ্রমা নপ্রমা নাপিভ্রমঃস্যান্নির্ব্বিকল্পকম্॥১৩৫
প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহি তৎ। প্রমাত্বং ন স্বতোগ্রাহ্যং সংশয়ানুপপত্তিতঃ॥১৩৬

ভাষাপরিচ্ছেদে সংশয়ের পরিচয় যথা—

কিংস্বিন্নরো বা স্থাণুর্ব্বেত্যাদিবুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ। তদভাবাপ্রকারা ধী স্তৎপ্রকারা তুনিশ্চয়ঃ॥১২৯
স সংশয়োমতি র্যা স্যাদেকত্রাভাবভাবয়োঃ। সাধারণাদিধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্॥১৩০

বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ও পরিচয়।

মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ, যথা শুক্তৌ ইদং রজতম্ ইতি।১১০

তর্কের লক্ষণ ও পরিচয়।

ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ। যথা—যদি বহ্নিঃ ন স্যাৎ তর্হি ধূমোঽপি ন স্যাৎ ইতি।১১১

বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ও পরিচয়।

১১০। অনুবাদ—মিথ্যা জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। যেমন—শুক্তিতে রজতের জ্ঞানটি বিপর্য্যয়।১১০

তর্কের লক্ষণ ও পরিচয়।

১১১। অনুবাদ—ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের যে আরোপ, তাহার নাম তর্ক। যেমন—যদি বহ্নি না থাকে, তাহা হইলে ধূমও থাকে না।১১১

ধর্ম্মধর্ম্মীর অর্থদ্বারা সংশয় পরিচয়।

১০৯। ব্যাখ্যা—ধর্ম্ম যাহার আছে, তাহা ধর্ম্মী। এখন যখনই কোন কিছুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহার ধর্ম্মেরও জ্ঞান হয় বলিয়া যখন একটি ধর্ম্মীর জ্ঞান কালে, সেই ধর্ম্মীতে এমন দুইটি ধর্ম্মের জ্ঞান হয় যে, সেই ধর্ম্ম দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ এক ধর্ম্মীতে থাকিতে পারে না, তখন সেই বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট ধর্ম্মীর যে জ্ঞান, তাহাকে সংশয় বলে।১০৯

ভ্রমপরিচয় ও সংশয়ের সহিত তাহার ভেদ।

১১০। ব্যাখ্যা—শুক্তিতে যদি শুক্তির জ্ঞান হয়, তবে তাহা যথার্থ জ্ঞান হয়, কিন্তু শুক্তিতে যদি রজতের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই রজতের জ্ঞানটিকে ভ্রম বা বিপর্য্যয় বলে। যথা—"তদভাববতি তৎ-প্রকারক জ্ঞানের নাম অপ্রমা" ইত্যাদি। এস্থলে "প্রকার" বলিতে ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সুতরাং একটি ধর্ম্মীতে যদি তাহার ধর্ম্মের জ্ঞান না হইয়া অপরের ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহা ভ্রম হয়। কিন্তু সংশয়ের মধ্যে একটি ধর্ম্মীতে দুইটি বিরুদ্ধধর্ম্মের জ্ঞান হয়, ইহাই এস্থলে প্রভেদ।

ভাষাপরিচ্ছেদে বিপর্য্যয়ের পরিচয়, যথা

আদ্যোদেহেষ্বাত্মবুদ্ধিঃশঙ্খাদৌপীততামতিঃ। ভবেন্নিশ্চয়রূপাযা [সংশয়োঽথপ্রদর্শ্যতে]॥১২৮

ভাষাপরিচ্ছেদে তর্কের পরিচয়, যথা —

ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচারগ্রহস্তথা। হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে তর্কঃ ক্বচিৎ শঙ্কানিবর্ত্তকঃ॥১৩৭

স্মৃতির লক্ষণ ও পরিচয়।

স্মৃতিরপি দ্বিধা যথার্থা অযথার্থা চেতি। প্রমাজন্যা যথার্থা, অপ্রমাজন্যা অযথার্থা।১১২

স্মৃতির লক্ষণ ও পরিচয়।

১১২। অনুবাদ—অনুভবের ন্যায় স্মৃতিও দুই প্রকার—যথার্থা এবং অযথার্থা। তন্মধ্যে যাহা প্রমাজন্যা তাহা যথার্থা স্মৃতি এবং যাহা অপ্রমাজন্যা তাহা অযথার্থা স্মৃতি।১১২

তর্কলক্ষণের ব্যাখ্যা।

১১১। ব্যাখ্যা—এখানে "বহ্নি না থাকা" বলিতে বহ্ন্যভাব ও "ধূম না থাকা" বলিতে ধূমাভাব বুঝায়। এখন বহ্নি ব্যাপক ও ধূম ব্যাপ্য বলিয়া অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে বলিয়া, বহ্নির অভাব হইবে ব্যাপ্য ও ধূমের অভাব—ব্যাপক। অর্থাৎ যেখানে যেখানে বহ্নির অভাব থাকে, সেখানে সেখানে ধূমের অভাব থাকে। এখন কোন স্থলে ব্যাপ্যের যদি আরোপ করা হয়, তাহা হইলে তাহার যাহা ব্যাপক তাহার আরোপও অবশ্যই করা হইয়া যায়। এইরূপে ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপকের যে আরোপ—তাহাকে তর্ক বলে, আর এজন্য এই আরোপিত জ্ঞানটিকে অযথার্থ জ্ঞান বলা হয়। 'যদি হয় ত হইবে না, যদি না হয় ত হইবে'—এইরূপ জ্ঞান বলিয়া ইহা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে "যদি" থাকিতে পারে না। এই জন্য তর্ককে অযথার্থ জ্ঞান বলে।

ইহাই হইল বুদ্ধির অন্তর্গত অনুভবের পরিচয়। এইবার বুদ্ধির অন্তর্গত স্মৃতির কথা বলা হইতেছে।১১১

প্রমা ও অপ্রমাজন্য পদের অর্থ।

১১২। ব্যাখ্যা—এস্থলে "প্রমাজন্য স্মৃতি যথার্থা"—এই কথার অর্থ—প্রমা নামক অনুভব হইতে যে সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞানরূপা স্মৃতি, তাহা যথার্থা—ইহাই বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ অপ্রমা নামক অনুভবজন্য যে সংস্কার সেই সংস্কারজন্য যে স্মৃতি, তাহা অযথার্থা স্মৃতি। ইহাই "প্রমাজন্যা যথার্থা" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ।

ইহাই হইল বুদ্ধির অন্তর্গত স্মৃতির পরিচয়। এক্ষণে ইহাদের বিভাগ

স্থখের লক্ষণ ও পরিচয়।

সর্ব্বেষাম্ অনুকূল[-তয়া]-বেদনীয়ং স্থখম্।১১৩

স্থখের লক্ষণ ও পরিচয়।

১১৩। অনুবাদ—যাহা সকলের অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অনুকূল বেদনার বিষয় তাহাই স্থখ।১১৩

(১১২ব্যা) সম্বন্ধীয় যদি একটী চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেরূপ হইবে, তাহা এই—

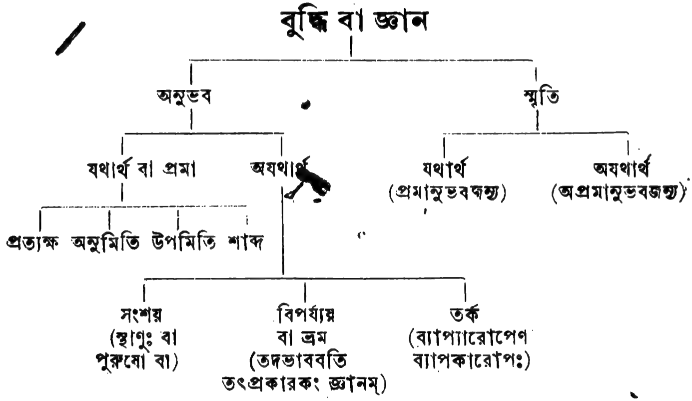

ইহাই হইল গুণনিরূপণে বুদ্ধির পরিচয়। এইবার স্থখাদি অবশিষ্ট গুণের লক্ষণাদি আলোচ্য।

স্থখের পরিচয়।

১১৩। ব্যাখ্যা—এস্থলে "সকলের" বলিতে 'সকল জীবের' বুঝিতে হইবে। কারণ, জড় বস্তুর ইচ্ছা থাকে না, স্থতরাং সকল জীবের অনুকূল জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ ফলতঃ ইচ্ছার বিষয় যাহা, তাহাই স্থখ। বেদনা শব্দের অর্থ জ্ঞান। অন্য কথায় 'আমি স্থখী' বলিতে যে মনোবৃত্তিকে বুঝায় তাহার বিষয় যে গুণ, তাহাই স্থখ নামক গুণ বলা হয়।১১৩

ভাষাপরিচ্ছেদে স্থখের পরিচয়, যথা—

স্থখং তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।১৪৫

দুঃখের লক্ষণ ও পরিচয়।

প্রতীকূল[-তয়া]-বেদনীয়ং দুঃখম্।১১৪

ইচ্ছার লক্ষণ ও পরিচয়।

ইচ্ছা কামঃ।১১৫

দ্বেষের লক্ষণ ও পরিচয়।

ক্রোধঃ দ্বেষঃ।১১৬

দুঃখের লক্ষণ ও পরিচয়।

১১৪। অনুবাদ—যাহা প্রতিকূল বলিয়া বেদনীয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই দুঃখ।১১৪

ইচ্ছার লক্ষণ ও পরিচয়।

১১৫। অনুবাদ—ইচ্ছা অর্থ—কাম। অর্থাৎ কাম বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাই ইচ্ছা।১১৫

দ্বেষের লক্ষণ ও পরিচয়।

১১৬। অনুবাদ—যাহাকে ক্রোধ বলে তাহাই দ্বেষ।১১৬

দুঃখের পরিচয়।

১১৪। ব্যাখ্যা—ইহাও সুখেরই মত। বিশেষ এই যে, ইহা লোকে চাহে না, কিন্তু সুখ লোকে চাহে।১১৪

জ্ঞান ও ইচ্ছার সম্বন্ধ।

১১৫। ব্যাখ্যা—আমরা যাহা চাই তাহার প্রতি যে অভিলাষ তাহাই ইচ্ছা। যাহার বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নাই তাহার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না। ইহারা একসঙ্গে উদয়ও হয় না, এবং একের উদয়ে অপরের নাশ হয়।১১৫

ভাষাপরিচ্ছেদে দুঃখের পরিচয়, যথা—

অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাম্ ॥১৪৫

ভাষাপরিচ্ছেদে ইচ্ছার পরিচয়, যথা—

নিদুঃখত্বে সুখেচ্ছা তজ্জ্ঞানাদেব জায়তে। ইচ্ছা তু তদুপায়ে স্যাদিষ্টোপায়ত্বধীর্যদি ॥১৪৬

চিকীর্ষাকৃতিসাধ্যত্বপ্রকারেচ্ছা চ যা ভবেৎ। তদ্ধেতুঃ কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতির্ভবেৎ ॥১৪৭

বলবদ্দ্বিষ্টহেতুত্বমতিঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধিকা। তদহেতুত্ববুদ্ধেস্তু হেতুত্বং কস্যচিন্মতে ॥১৪৮

ভাষাপরিচ্ছেদে দ্বেষের পরিচয়, যথা—

দ্বিষ্টসাধনতাবুদ্ধির্ভবেদ্ দ্বেষস্য কারণম্ ॥১৪৯

কৃতির লক্ষণ ও পরিচয়।

কৃতিঃ প্রযত্নঃ।১১৭

ধর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়।

বিহিতকর্ম্মজন্যঃ ধর্ম্মঃ।১১৮

কৃতির লক্ষণ ও পরিচয়।

১১৭। অনুবাদ—প্রযত্ন বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই কৃতি।

ধর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়।

১১৮। অনুবাদ—যাহা বেদবিহিত কর্ম্ম হইতে জন্মে, তাহাই ধর্ম্ম।১১৮

দ্বেষ শব্দের অর্থ।

১১৬। ব্যাখ্যা—যাহা আমারা চাহি না, তাহার প্রতি আমাদের যে ভাব তাহাই দ্বেষ।১১৬

প্রযত্ন ও কৃতি অভিন্ন।

১১৭। ব্যাখ্যা--কোন কিছু করিবার কালে আমাদের যে একটা যত্নবিশেষ জন্মে, তাহাই প্রযত্ন। ইহা 'প্রবৃত্তি', 'নিবৃত্তি' ও 'জীবনহেতু' ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান হইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছার পরে প্রবৃত্তি হয়। অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান হইতে দ্বেষ হয়, তৎপরে তাহাতে নিবৃত্তি হয়। জীবনহেতু প্রযত্ন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে হইয়া থাকে। যেমন বাঁচিবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া স্বতঃই হইয়া থাকে ১১৭

ধর্ম্মশব্দের অর্থ।

১১৮। ব্যাখ্যা—বেদমূলক শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিলে যে পুণ্যবিশেষ জন্মে এবং পরোপকারাদি করিলে যে পুণ্য জন্মে তাহাই ধর্ম্ম।১১৮

ভাষাপরিচ্ছেদে কৃতির পরিচয়, যথা—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্ ॥১৪৯

এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্। চিকীর্ষাকৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা ॥১৫০

উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ। নিবৃত্তিস্তুভবেদ্দ্বেষাদ্ দ্বিষ্টসাধনতাধিয়ঃ ॥১৫১

যত্নোজীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ। শরীরে প্রাণসঞ্চারে কারণং সপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৫২

ভাষাপরিচ্ছেদে ধর্ম্মের পরিচয়, যথা—

ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্ ॥১৬১

গঙ্গাস্নানাদিয়াগাদিব্যাপারঃ সতুকীর্ত্তিতঃ। কর্ম্মনাশাজলস্পর্শাদিনা নাশ্যস্ত্বসৌ মতঃ ॥১৬২

অধর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়।

নিষিদ্ধকর্ম্মজন্যঃ অধর্ম্মঃ।১১৯

বুদ্ধ্যাদি আট্‌টী আত্মবিশেষ গুণ।

বুদ্ধ্যাদয়ঃ অষ্টৌ আত্মমাত্রবিশেষগুণাঃ।১২০

অধর্ম্মের লক্ষণ ওপরিচয়।

১১৯। অনুবাদ—বেদে যে সব কর্ম্ম নিষিদ্ধ, সেই সব কর্ম্ম হইতে যাহা জন্মে, তাহাই অধর্ম্ম।১১৯

বুদ্ধ্যাদি আট্‌টী আত্মবিশেষ গুণ।

১২০। অনুবাদ—বুদ্ধি আদি আট্‌টী অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইহারা আত্মার বিশেষ গুণ। অর্থাৎ ইহা অন্য দ্রব্যের গুণ হয় না।১২০

অধর্ম্মশব্দের অর্থ।

১১৯। ব্যাখ্যা—বেদোক্ত অথবা বেদমূলক শাস্ত্রে উক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে এবং পরের অপকারাদি করিলে যে পাপাদি জন্মে, তাহাই অধর্ম্ম।১১৯

আত্মা ও ঈশ্বরের বিশেষ পরিচয়।

১২০। ব্যাখ্যা—আত্মার আট্‌টী বিশেষগুণের মধ্যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও দ্বেষ-বিশিষ্টরূপে নিজ **নিজ আত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হয়**। এজন্য আত্মার প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষগুণসম্বন্ধই কারণ। প্রযত্ন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মদ্বারা **পরকীয় দেহে আত্মার অনুমান হয়**। বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, ঈশ্বর ও জীবাত্মার গুণ, আর সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কেবলই জীবাত্মার গুণ। মুক্তি হইলে জীবাত্মার এই আট্‌টী গুণই নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা নির্গুণ হয় না। কারণ, সংখ্যাদি সামান্য-

---

ভাষাপরিচ্ছেদে অধর্ম্মের পরিচয়, যথা—

অধর্ম্মোনরকাদীনাংহেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ। প্রায়শ্চিত্তাদিনাশ্যোঽসৌজীববৃত্তীত্বিমৌগুণৌ ॥১৬৩
ইমৌ তু বাসনাজন্যৌ জ্ঞানাদপি বিনশ্যতঃ।।১৬৪

ভাষাপরিচ্ছেদে সামান্য ও বিশেষগুণের পরিচয়, যথা—

বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ ।।৯০
অদৃষ্টভাবনাশব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ। সংখ্যাদিরপরত্বান্তো দ্রবোঽসাংসিদ্ধিকস্তথা ।।৯১
গুরুত্ববেগৌ সামান্যগুণা এতে প্রকর্ত্তিতাঃ ।।৯২

বুদ্ধি ইচ্ছা ও প্রযত্নের লক্ষণ ও পরিচয়।

বুদ্ধীচ্ছাপ্রযত্না [দ্বিবিধাঃ।] নিত্যা অনিত্যাশ্চ। নিত্যা ঈশ্বরস্য, অনিত্যা জীবস্য।১২১

সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

সংস্কারঃ ত্রিবিধঃ—বেগঃ ভাবনা স্থিতিস্থাপকঃ চেতি।১২২

বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্নের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২১। **উক্ত আত্মবিশেষগুণের মধ্যে বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন দ্বিবিধ ; যথা—নিত্য ও অনিত্য। তন্মধ্যে ঈশ্বরের বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্য এবং জীবাত্মার বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন অনিত্য।**

সংস্কারের লক্ষণ ও বিভাব।

১২২। **অনুবাদ—সংস্কার তিন প্রকার, যথা—বেগ ভাবনা এবং স্থিতিস্থাপক।১২২**

(১২০ব্যা) গুণগুলি থাকে। **ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন না, জগৎকর্তৃত্বদ্বারা অনুমিতি হন,** আর তাহার জন্য তাঁহাকে নিত্যজ্ঞান নিত্যইচ্ছা ও নিত্যপ্রযত্নবান্‌রূপেও অনুমান করিতে হয়। স্বতরাং **ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকর্ত্তা ও বিভু। জীবও বিভু হইলেও মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরে ভেদ থাকে।** জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননাশে মুক্তি হয়, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় মুক্তির প্রতিবন্ধক নষ্ট হয়, এজন্য ঈশ্বরোপাসনা প্রয়োজন। ঈশ্বর বিভু বলিয়া তাঁহার কোন বিশেষ আকার বা রূপ নাই, স্বতরাং **ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তিই নাই।** দেবতাদিগেরই তাহা থাকে, তবে উপাসনার জন্য তাঁহাকে যে কোন মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করা যায়, আর তাহা সফলও হয়। তাঁহাকে বিভু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানরূপে ধ্যানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।১২০

আত্মার গুণের নিত্যানিত্য বিভাগ।

১২১। ব্যখ্যা—জীবাত্মার মুক্তিতে এই তিনটী গুণও থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরের এই গুণ তিনটী কখনই নষ্ট হয় না। ঈশ্বরে উহারা নিত্য।

ভাষারিচ্ছেদে আত্মা ও ঈশ্বরের গুণ, যথা —

বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা ॥৩২

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ॥৩৩ সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছাযত্নোঽপিচেশ্বরে ॥৩৪

বেগনামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

বেগঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোমাত্রবৃত্তিঃ ।১২৩

ভাবনানামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

অনুভবজন্যা স্মৃতিহেতুঃ ভাবনা, আত্মমাত্রবৃত্তিঃ ।১২৪

বেগনামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৩। অনুবাদ—বেগ-নামক সংস্কার পৃথিব্যাদি চারিটীতে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে এবং মনে থাকে।১২৩

ভাবনানামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৪। অনুবাদ—ভাবনা নামক সংস্কারটি অনুভব হইতে জন্মে, তাহা স্মৃতির হেতু, আর কেবল আত্মাতেই থাকে।১২৪

ত্রিবিধ সংস্কারের নাম।

১২২। ব্যাখ্যা—ত্রিবিধ সংস্কারের বিভাগ চিত্রটী এইরূপ—

সংস্কার

বেগ | ভাবনা | স্থিতিস্থাপক

বেগনামক সংস্কারের অর্থ।

১২৩। ব্যাখ্যা—বেগ অর্থ গতি, যেমন—লোষ্ট্র পাষাণাদি নিক্ষেপ করিলে তাহাতে একটা বেগ বা গতি উৎপন্ন হয়।১২৩

ভাবনাপদের অর্থাদি।

১২৪। ব্যাখ্যা—কোন কিছু অনুভব করিলে তাহার যে একটা ছাপ পড়িয়া যায়, তাহাই এই ভাবনা। এই ছাপটী মনে পড়ে না, কিন্তু আত্মাতেই পড়ে। ভাবনা অর্থ—চিন্তা নহে, কিন্তু সংস্কার। কেহ বলেন সংস্কার হইতে স্মৃতিনামক জ্ঞান জন্মিলে সংস্কার নষ্ট হয় এবং অন্য সংস্কার জন্মে, আবার কেহ বলেন, পূর্ব্ব সংস্কার দৃঢ় হয়।১২৪

ভাষাপরিচ্ছেদে সংস্কার, যথা —

সাংস্কারভেদো বেগোঽথস্থিতিস্থাপকভাবনে। মূর্ত্তমাত্রেতুবেগঃ স্যাৎকর্ম্মজাবেগজোক্কচিৎ ॥১৫৮
স্থিতিস্থাপকসংস্কারঃক্ষিতৌকেচিৎচতুর্ষ্বপি। অতীন্দ্রিয়োসৌবিজ্ঞেয়ঃক্কচিৎস্পন্দনেপিকারণম্ ॥৯
ভাবনাখ্যস্তু সংস্কারো জীববৃত্তিরতীন্দ্রিয়ঃ। উপেক্ষানাত্মকস্তস্য নিশ্চয়ঃ কারণং ভবেৎ ॥১৬০
স্মরণে প্রত্যভিজ্ঞায়ামপ্যসৌ হেতুরুচ্যতে ॥১৬১

স্থিতিস্থাপকনামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

অন্যথাকৃতস্য পুনঃ তদবস্থাপাদকঃ স্থিতিস্থাপকঃ, কটাদি-পৃথিবীবৃত্তিঃ। [ইতি গুণাঃ]।১২৫

স্থিতিস্থাপকনামক সংস্কারের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৫। অনুবাদ—এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা করিয়া দিলে পুনরায় সেই অবস্থাকারক যে গুণ তাহাই স্থিতিস্থাপক গুণ। ইহা কটপ্রভৃতি পৃথিবী দ্রব্যে থাকে। ইতি গুণপরিচয়।

গুণনিরূপণের উপসংহার।

১২৫। ব্যাখ্যা—কটশব্দের অর্থ মাতুর। এই মাতুরপ্রভৃতি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। মাতুর গুটাইয়া ছাড়িয়া দিলে আবার যে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা স্থিতিস্থাপক গুণজন্যই হয়। পৃথিবীই এই গুণের আশ্রয়।

গুণের আর গুণ অথবা কর্ম্ম থাকে না। ঘটপটাদি কার্য্যদ্রব্যের গুণ, তাহাদের কারণ যে কপালাদি ও সূত্রাদি, তাহাদের গুণের অনুরূপ হইয়া নূতন উৎপন্ন হয়। কার্য্য দ্রব্য উৎপত্তিকালে নির্গুণ থাকে।১২৫

ভাষাপরিচ্ছেদে গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের পরিচয়, যথা—

অথ দ্রব্যাশ্রিতা জ্ঞেয়া নির্গুণা নিষ্ক্রিয়া গুণাঃ। রূপং রসঃ স্পর্শগন্ধৌ পরত্বমপরত্বকম্॥৮৬
দ্রবো গুরুত্বং স্নেহশ্চ বেগো মূর্ত্তগুণা অমী। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ভাবনাচশব্দো বুদ্ধ্যাদয়োঽপি চ॥৮৭
এতেঽমূর্ত্তগুণাঃসর্ব্বে বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। সংখ্যাদয়ো বিভাগান্তাউভয়েষাং গুণামতাঃ॥৮৮
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ সংখ্যা দ্বিত্বাদিকা স্তথা। দ্বিপৃথক্ত্বাদয় স্তদ্বদেতে নৈকাশ্রিতা গুণাঃ॥৮
অতঃ শেষাগুণাঃসর্ব্বেমতা একৈকবৃত্তয়ঃ। বুদ্ধ্যাদিষট্কংস্পর্শান্তাঃ স্নেহঃসাংসিদ্ধিকোদ্রবঃ॥৯০
অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ। সংখ্যাদিরপরত্বান্তো দ্রবোঽসাংসিদ্ধিকস্তথা॥৯১৯
গুরুত্ববেগৌ সামান্যগুণা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ। সংখ্যাদিরপরত্বান্তো দ্রবত্বং স্নেহ এব চ॥৯২
এতে তু দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যা, অথ স্পর্শান্তশব্দকাঃ। বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ গুরুত্বাদৃষ্টভাবনাঃ॥৯৩
অতীন্দ্রিয়া বিভূনাংতু যে স্যুর্বৈশেষিকাগুণাঃ। অকারণগুণোৎপন্না এতেতু পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৯৪
অপাকজাস্তু স্পর্শান্তা দ্রবত্বং চ তথাবিধম্। স্নেহবেগগুরুত্বৈকপৃথক্ত্বপরিমাণকম্॥৯৫
স্থিতিস্থাপক ইত্যেতেস্যুঃ করাণগুণোদ্ভবাঃ। সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈতেতু কর্ম্মজাঃ॥৯৬
স্পর্শান্তপরিমাণৈকপৃথক্ত্বস্নেহশব্দকে। ভবেদসমবায়িত্বমথ বৈশেষিকে গুণে॥৯৭
আত্মনঃ স্যান্নিমিত্তত্বমুষ্ণস্পর্শগুরুত্বয়োঃ। বেগেঽপি চ দ্রবত্বে চ সংযোগাদিদ্বয়ে তথা॥৯৮
[পরত্বাপরত্বদ্বিত্বাদি দ্বিপৃথক্ত্বাদিকে পুনঃ।] দ্বিধৈব কারণত্বং স্যাদথপ্রাদেশিকোভবেৎ।
বৈশেষিকো বিভুগুণঃ সংযোগাদিদ্বয়ং তথা॥৯৯

ইতি গুণনিরূপণ

প্রশ্ন

(গুণনিরূপণ শেষার্দ্ধ)।

১।	অযথার্থ অনুভব কয় প্রকার ?	(উঃ ১১১ পৃঃ)
২।	সংশয়ের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ ?	(„)
৩।	অপ্রমাশব্দের অর্থ কি ?	(„)
৪।	বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কি ?	(উঃ ১১২ পৃঃ)
৫।	ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীপদের অর্থ কি ?	(„)
৬।	ভ্রমের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ ?	(„)
৭।	ভ্রম ও সংশয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?	(„)
৮।	তর্কের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরূপ ?	(„)
৯।	স্মৃতি কয় প্রকার ও তাহার উৎপত্তি কিরূপ ?	(উঃ ১১৩ পৃঃ)
১০।	বুদ্ধির বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ কিরূপ ?	(উঃ ১১৪ পৃঃ)
১১।	সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও দ্বেষের পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ১১৪।৬ পৃঃ)
১২।	প্রযত্ন কাহাকে বলে ?	(উঃ ১১৬ পৃঃ)
১৩।	ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কাহাকে বলে ?	(উঃ ১১৬।৭ পৃঃ)
১৪।	আত্মবিশেষ গুণ কোন গুলি ?	(উঃ ১১৭ পৃঃ)
১৫।	আত্মবিশেষ গুণের মধ্যে কোনগুলি ঈশ্বরের ?	(„)
১৬।	আত্মার প্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন ?	(„)
১৭।	মুক্তিতে আত্মার কোন্ গুণগুলি থাকে না ?	(উঃ ১১৭।৮ পৃঃ)
১৮।	অপরের আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞান কিরূপে হয় ?	(উঃ ১১৭ পৃঃ)
১৯।	ঈশ্বরের জ্ঞান কিরূপে আমাদের হয় ?	(উঃ ১১৮ পৃঃ)
২০।	ঈশ্বরের মূর্ত্তি কিরূপ ? তিনি কিরূপে উপাস্য ?	(„)
২১।	সংস্কারের বিভাগ ও পরিচয় কিরূপ ?	(উঃ ১১৯।২০)
২২।	স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ?	(উঃ ১২০ পৃঃ)
২৩।	গুণের গুণ ও কর্ম্ম আছে কি না ?	(„)

কর্ম্মনিরূপণ।

কর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়।

চলনাত্মকং কর্ম্ম। ঊর্দ্ধদেশসংযোগহেতুঃ উৎক্ষেপণম্। অধোদেশসংযোগহেতুঃ অপক্ষেপণম্। শরীরসন্নিকৃষ্ট-সংযোগহেতুঃ আকুঞ্চনম্। শরীরবিপ্রকৃষ্টসংযোগহেতুঃ প্রসারণম্। অন্যৎ সর্ব্বং গমনম্। [ইতি কর্ম্ম]।১২৬

কর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৬। অনুবাদ—যাহা চলনরূপ তাহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম পাঁচ প্রকার; যথা—উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। তন্মধ্যে উৎক্ষেপণ বলিতে ঊর্দ্ধদেশে সংযোগের হেতুরূপ কর্ম্ম। অপক্ষেপণ বলিতে অধোদেশে সংযোগের হেতুরূপ কর্ম্ম। আকুঞ্চন বলিতে শরীরের নিকট-সংযোগের হেতুরূপ কর্ম্ম। অর্থাৎ শরীরের অবয়ব গুলি পরস্পর পরস্পরের নিকট সংযোগের কারণরূপ কর্ম্ম। প্রসারণ, অর্থাৎ শরীরাবয়ব গুলি পরস্পর পরস্পরের দূর-সংযোগের হেতুরূপ কর্ম্ম। অপর সমুদায় কর্ম্ম গমন নামক কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ইহাই হইল কর্ম্মনিরূপণ।১২৬

কর্ম্মনিরূপণের উপসংহার।

১২৬। ব্যাখ্যা—এই কর্ম্ম গুণেরই ন্যায় দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মের আর গুণ বা কর্ম্ম থাকিতে পারে না। কার্য্যদ্রব্য উৎপত্তিক্ষণে নির্গুণ থাকে, পরক্ষণে তাহারা সগুণ হয়।১২৬

কর্ম্ম

উৎক্ষেপণ অপক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রসারণ গমন

(গমন) ভ্রমণ রেচন স্যন্দন ঊর্দ্ধজ্বলন তির্য্যগ্‌গমন

ভাষাপরিচ্ছেদে কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ৬পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সামান্যের লক্ষণ ও পরিচয়।

নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং সামান্যম্। দ্রব্যগুণকর্ম্ম-বৃত্তি। তদ্ দ্বিবিধং পরাপরভেদাৎ। পরং সত্তা, অপরং দ্রব্যত্বাদি।১২৭

বিশেষের লক্ষণ ও পরিচয়।

নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ ব্যাবর্ত্তকা বিশেষাঃ।১২৮

সামান্যের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৭। অনুবাদ—যাহা নিত্য, এক এবং অনেকে অনুগত, তাহাই সামান্য অর্থাৎ জাতি। ইহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে থাকে। পরসামান্য অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাতিই সত্তা এবং অপরসামান্য অর্থাৎ তদপেক্ষা ছোট জাতি—দ্রব্যত্বাদি।১২৭

বিশেষের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৭। অনুবাদ—নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং পরস্পরকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় যে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম, তাহাকে "বিশেষ" বলে।১২৮

পর, অপর ও পরাপর জাতির অর্থাদি।

১২৭। ব্যাখ্যা—যে একটি ধর্ম্ম নিত্য এবং অনেক ব্যক্তিতে অনুগত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত তাহাই জাতি। যেমন নয়টি দ্রব্যে একটি দ্রব্যত্ব জাতি নিত্য। যে সকল বস্তুকে "আছে" বলা হয়, সেই সকল বস্তুতে সত্তা আছে, বলা হয়। এই সত্তাও জাতি এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বা ব্যাপক জাতি। তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বা ব্যাপ্য জাতি ঘটত্ব পটত্ব জাতি। আর ঘটত্বপটত্বাদি হইতে ব্যাপক এবং সত্তার ব্যাপ্য অর্থাৎ সত্তা হইতে ছোট জাতি দ্রব্যত্ব এবং ক্ষিতিত্ব জাতি। তন্মধ্যে দ্রব্যত্ব জাতি আবার ক্ষিতিত্ব জাতি হইতে ব্যাপক অর্থাৎ বড় জাতি হয়; সুতরাং এই দ্রব্যত্ব ও ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী জাতিকে পরাপর জাতি বলা যায়। জাতির গুণ বা কর্ম্ম বা জাতি নাই বুঝিতে হইবে।১২৭

ভাষাপরিচ্ছেদে সামান্য ও বিশেষ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তজ্জন্য ৬পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমবায়ের লক্ষণ ও পরিচয়।

নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অযুতসিদ্ধবৃত্তিঃ। যয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে একম্ অবিনশ্যৎ অপরাশ্রিতম্ এব অবতিষ্ঠতে, তৌ অযুতসিদ্ধৌ। অবয়বাবয়বিনৌ, গুণগুণিনৌ, ক্রিয়াক্রিয়াবন্তৌ, জাতিব্যক্তী, বিশেষনিত্যদ্রব্যে চেতি।১২৯

সমবায়ের লক্ষণ ও পরিচয়।

১২৯। অনুবাদ—নিত্য সম্বন্ধের নাম সমবায়। ইহা অযুতসিদ্ধ বস্তুতে থাকে। যে দুইটির মধ্যে একটি অপরকে বিনষ্ট না করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারা অযুতসিদ্ধ। যেমন অবয়ব এবং অবয়বী, গুণ এবং গুণী, ক্রিয়া এবং ক্রিয়াবান্, জাতি এবং ব্যক্তি, বিশেষ এবং নিত্যদ্রব্য।১২৯

নিত্যদ্রব্যে বিশেষের সম্বন্ধ।

১২৮। ব্যাখ্যা—ইহা পরমাণু, কাল, দিক্, মনঃ, আত্মা ও আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে থাকে, এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির ন্যায় ইহা সমবায় সম্বন্ধেই তাহাদের উপর থাকে। ইহা অনন্ত।১২৮

কোথায় কোথায় সমবায়সম্বন্ধ থাকে।

১২৯। ব্যাখ্যা—অযুতসিদ্ধের মধ্যে অবয়ব ও অবয়বীর দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট এবং কপাল, বৃক্ষ এবং শাখা। গুণ ও গুণীর দৃষ্টান্ত—যেমন গুড় ও তাহার মাধুর্য্য; ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের দৃষ্টান্ত—যেমন অশ্ব ও তাহার গমন; জাতি ও ব্যক্তির দৃষ্টান্ত—যেমন ঘটত্ব ও ঘট, রূপত্ব ও রূপ। বিশেষ ও নিত্য দ্রব্যের দৃষ্টান্ত—যেমন পরমাণু ও তাহাদের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্যসাধক ধর্ম্ম, ইত্যাদি। এই সকল স্থলেই সমবায় সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ঘট কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, গুণ গুণীতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ক্রিয়া দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ইত্যাদি। ইহারা সকলই একে অপরকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহারা অযুতসিদ্ধ। সমবায় সম্বন্ধটী নিত্য ও এক, প্রতিযোগিভেদে বিভিন্ন হয়। কোনও সম্বন্ধে যাহা থাকে তাহাকে সেই সংবন্ধের প্রতিযোগী বলে।১২৯

ভাষাপরিচ্ছেদে সমবায় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তজ্জন্য ৮পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রাগভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ, উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য।১৩০

প্রধ্বংসাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

সাদিঃ অনন্তঃ প্রধ্বংসঃ, উৎপত্ত্যনন্তরং কার্য্যস্য।১৩১

প্রাগভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৩০। অনুবাদ—যাহার আদি নাই অথচ অন্ত আছে, তাহাই প্রাগভাব। ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যেরই হয়।১৩০

প্রধ্বংসাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৩১। অনুবাদ—যাহার আদি আছে, অথচ যাহার অন্ত নাই, তাহাই প্রধ্বংস। ইহা উৎপত্তির পর কার্য্যেরই হয়।১৩১

প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা ও অবচ্ছেদকপরিচয়।

১৩০। ব্যাখ্যা—"হইবে" বলিলে যে অভাব বুঝায়, তাহাই প্রাগভাব। "ঘট হইবে" বলিলে, ঘটের যে বর্ত্তমান অভাব বুঝায় তাহাই ঘটের প্রাগভাব। এই ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘট এবং প্রতিযোগীর ধর্ম্ম যে প্রতিযোগিতা তাহা থাকে এই প্রতিযোগী ঘটে। তাহার পর এই অভাব থাকে, ঘটের সমবায়িকারণ যে কপালদ্বয় তাহাতে। সর্ব্বত্রই অভাবের প্রতিযোগিতা কোন ধর্ম্ম এবং কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা কোন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইলেও কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যেহেতু "এই সম্বন্ধে ঘট হইবে" এরূপ কেহ বলে না, কিন্তু এইরূপ "ধর্ম্মাক্রান্ত ঘট হইবে" একথা লোকে বলিয়া থাকে। প্রাগভাবের ধ্বংস হইলে ঘটকার্য্য উৎপন্ন হয়।১৩০

প্রধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিতাও অবচ্ছেদকপরিচয়।

১৩১। ব্যাখ্যা—"নষ্ট" বলিলে যে অভাব বুঝায়, ইহা সেই প্রকার অভাব। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটের যে অভাব, তাহা এই ধ্বংস। এইরূপ "ঘট নষ্ট" বলিলে যে ঘটধ্বংস বুঝায় তাহার প্রতিযোগী ঘট, আর এই প্রতিযোগীর ধর্ম্ম যে প্রতিযোগিতা, তাহা থাকে প্রতিযোগী ঘটে। তাহার পর এই অভাব থাকে, ঘটের সমবায়িকারণ যে ঘটাবয়ব তাহাতে। প্রাগভাবের ন্যায় ইহারও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই হয়। প্রাগভাবের ন্যায় ইহার আর ধ্বংস নাই।১৩১

অত্যন্তাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্তাভাবঃ; যথা—ভূতলে ঘটঃ নাস্তি ইতি।১৩২

অত্যন্তাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৩২। অনুবাদ—(১) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতি-যোগিতা অর্থাৎ প্রতিযোগীর ধর্ম্ম, সেইরূপ প্রতিযোগিতা যে অভাবের হয়, তাহাই অত্যন্তাভাব। অথবা (২) তাদাত্ম্য সংসর্গ ভিন্ন যে সংসর্গ, সেই সংসর্গদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতি-যোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাক যে ত্রৈকালিক অভাব, তাহাই অত্যন্তাভাব। যেমন "ভূতলে ঘট নাই" বলিলে বুঝায়।১৩২

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা ও অবচ্ছেদক পরিচয়।

১৩২। ব্যাখ্যা—"ভূতলে ঘট নাই" বলিলে যে অভাবকে বুঝায় তাহাই অত্যন্তাভাব। ইহাতে "পূর্ব্বে নাই" বা "এখন নাই" বা "ভবিষ্যতেও নাই" এরূপ কোন কালের সম্বন্ধ নাই। এজন্য ইহার নাম অত্যন্তাভাব। যে ধর্ম্মরূপে এবং যে সম্বন্ধে "যে নাই" বলা হয়, সেই ধর্ম্মটী এবং সেই সম্বন্ধটি সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। অবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিতে কোন কিছুর উপর যদি সমান দুইটি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে একটি ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের অবচ্ছেদক হয়। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, সেই ঘটরূপ প্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতা ধর্ম্মটি যেমন আছে, ঘটত্ব রূপ ধর্ম্মও সেই ঘটরূপ প্রতিযোগীতে আছে। এজন্য ঘটত্বটি ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। এইরূপ সম্বন্ধও অবচ্ছেদক হয়। এস্থলে ঘটত্ব ঘটে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সমবায় সম্বন্ধটীও ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে নাই যখন বলা হয়, তখন সংযোগসম্বন্ধটী ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়—এইরূপ সর্ব্বত্র।

এখন মূলে যে অত্যন্তাভাবের লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার অনুবাদে দুইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। প্রথম প্রকার অর্থ প্রাচীনমতে, দ্বিতীয় প্রকার অর্থ নবীনমতে। প্রাচীনমতের দৃষ্টান্ত—বায়ুতে রূপাভাব,

অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঃ অন্যোন্যাভাবঃ। যথা—ঘটঃ পটঃ ন ইতি।১৩৩

অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ ও পরিচয়।

১৩৩। অনুবাদ—তাদাত্ম্য নামক সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা যে অভাবের হয়, সেই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। যেমন "ঘট পট নয়" বলিলে বুঝায়। ইহার অপর নাম ভেদ।১৩৩

(১৩০ ব্যা) এবং নবীন মতের দৃষ্টান্ত ভূতলে ঘটাভাবও হয়। বায়ুতে রূপ কোন কালেই থাকে না, কিন্তু ভূতলে ঘট কখন থাকে আর কখন থাকেও না। এজন্য প্রাচীনমতে এই অভাবকে সাময়িকাভাবও বলা হয়। প্রাচীনমতে ত্রৈকালিকত্ব অবচ্ছিন্নত্বের বিশেষণ, আর নবীনমতে ত্রৈকালিক অর্থ—'নিত্য', আর উহা অভাবের বিশেষণ বুঝিতে হইবে। প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধিতা আছে, নবীনমতে কিন্তু তাহা আছে। উভয়মতেই অত্যন্তাভাব নিত্য।১৩০

অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা ও অবচ্ছেদক পরিচয়।

১৩৩। ব্যাখ্যা—নিজে নিজের উপর যে সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলে। ঘট—পট নয় বলিলে, ঘটভেদ পটে থাকে, আর পটভেদ ঘটে থাকে বলা হয়। সুতরাং পটভেদের বা পটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হয় পট, সেই প্রতিযোগীর ধর্ম্ম যে প্রতিযোগিতা তাহা প্রতিযোগী পটে থাকে। এখন পটের এই প্রতিযোগিতা কোন্ সম্বন্ধে থাকে, যদি বলিতে হয়, অর্থাৎ কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন—যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে পটের উপর পট যে সম্বন্ধ থাকে, সেই সম্বন্ধাবিচ্ছিন্নই বলিতে হইবে। কিন্তু পটের উপর পট তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলা হয়। এই অন্যোন্যাভাবও নিত্য। ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব একই কথা। যেমন ঘটভেদ ও ঘটত্বাত্যন্তাভাব একই কথা।১৩৩

ভাষাপরিচ্ছেদে অভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তজ্জন্য ৮পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পদার্থ সপ্তসংখ্যক কেন ?

সর্ব্বেষামেব পদার্থানাং যথাযথম্ উক্তেষু অন্তর্ভাবাৎ সপ্তৈব পদার্থাঃ ইতি সিদ্ধম্।১৩৪

উপসংহার।

কণাদন্যায়মতয়োর্বালব্যুৎপত্তিসিদ্ধয়ে।
অন্নম্ভট্টেন বিদুষা রচিতস্তর্কসংগ্রহঃ॥১৩৫

ইতি শ্রীমদ্ অন্নম্ভট্টোপাধ্যায়-
বিরচিত-তর্কসংগ্রহঃ।

পদার্থ সপ্তসংখ্যাক কেন ?

১৩৪। অনুবাদ—সমুদায় পদার্থই যথাযথভাবে উক্ত পদার্থসমূহের মধ্যে পতিত হয় বলিয়া পদার্থ সাতটিই বলা হয়—ইহা সিদ্ধ হইল।১৩৪

উপসংহার।

১৩৫। অনুবাদ—কণাদের বৈশেষিক মতে ও গৌতমের ন্যায়মতে বালকগণের ব্যুৎপত্তি হইবে বলিয়া পণ্ডিত অন্নংভট্ট এই তর্কসংগ্রহ রচনা করিলেন।১৩৫

ইতি শ্রীমদ্ অন্নম্ভট্টোপাধ্যায় বিরচিত
তর্কসংগ্রহের বঙ্গানুবাদ।

পদার্থজ্ঞানের ফল।

১৩৪। ব্যাখ্যা—এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল, যে যত কিছু বিষয় আছে, ছিল বা হইতে পারে, অথবা পদদ্বারা যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে, সে সকলই এই সাতপ্রকারের মধ্যে পতিত হয়। এতদতিরিক্ত পদার্থ আর নাই। আর ইহা যদি জানা যায়, তবে আত্মভিন্ন সমুদায় পদার্থই জানা গেল, আর তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা তাহাদের সঙ্গে আত্মার যে ভেদ তাহাও তাহা হইলে অনায়াসে অনুমান করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। আর সেই আত্মজ্ঞানের ফলে অজ্ঞানের নাশ হয়, আর তাহার ফলে মুক্তিও ঘটিয়া থাকে। তবে এই

সর্ব্বেষামেব=সর্ব্বেষামপি—ইতি পাঠান্তরম্।

আত্মজ্ঞানের জন্য ঈশ্বর উপাসনাও আবশ্যক, যেহেতু তাঁহার কৃপা ইহার (১৩৪ ব্যা) প্রতি একটী হেতু। অতএব ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মজ্ঞানের জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র, জগাতিক উন্নতি ইহার আনুষঙ্গিক ফল।১৩৪

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন।

১৩৫। ব্যাখ্যা—ইহাই হইল অতি সংক্ষেপে নব্যন্যায়ের মূল সূত্র। ইহা অবগত হইয়া ইহার টীকাদি পাঠ করিতে পারিলে ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য জন্মে, আর ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান সহকারে যে কোন শাস্ত্রই পাঠ করা যাইবে, তাহাই উত্তমরূপে আয়ত্ত হইবে।১৩৫

ইতি শ্রীহীরালালঘোষাত্মজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথঘোষকৃত তর্কসংগ্রহের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত। ১৩৩৯ সাল, ১লা বৈশাখ।

প্রশ্ন

(কর্ম্মাদি অবশিষ্ট পদার্থবিষয়ক)।

১। কর্ম্ম কয় প্রকার ও তাহাদের অর্থ কি? (উঃ ১২২ পৃঃ)
২। সামান্য কয় প্রকার তাহাদের অর্থ কি? (উঃ ১২৩ পৃঃ)
৩। বিশেষের লক্ষণ কি? কোথায় থাকে? (")
৪। সমবায়ের লক্ষণ কি ও কোথায় থাকে? (উঃ ১২৪ পৃঃ)
৫। প্রাগভাবের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কি, ইহার প্রতিযোগী কে? আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কে হয়? (উঃ ১২৫ পৃঃ)
৬। ধ্বংসের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কি? ইহার প্রতিযোগী কে? আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কে হয়? (")
৭। অত্যন্তাভাবের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কি? প্রাচীন ও নবীন মতে উহার লক্ষণের অর্থ কিরূপ? (উঃ ১২৬।৭ পৃঃ)
৮। অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কে কে হয়? (")
৯। অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কি? (উঃ ১২৭ পৃঃ)
১০। এই শাস্ত্রের মূল কি? (উঃ ১২৮ পৃঃ)
১১। পদার্থজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি? (")
১২। মুক্তির জন্য আত্মজ্ঞান ঈশ্বরোপাসনা উপযোগিতা কি? (")
১৩। জগতের যাবৎ পদার্থের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য কি? (")
১৪। ন্যায়শাস্ত্র পাঠের ফল কি? ১৫। পদার্থ সাতটী কেন? (")

ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

মঙ্গলাচরণ— নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটী দুকুলচৌরায়।
তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ সংসারমহীরুহস্য বীজায় ॥১

পদার্থ বিভাগ— দ্রব্যং গুণ স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥২

দ্রব্য বিভাগ— ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমকালদিগ্‌দেহিনোমনঃ।

গুণ বিভাগ— দ্রব্যাণ্যথ গুণাঃ রূপং রসো গন্ধস্ততঃ পরম্ ॥৩
স্পর্শঃ সংখ্যাপরিমিতিঃ পৃথক্ত্বং চ ততঃ পরম্।
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরত্বকম্ ॥৪
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকম্।
দ্রব্যত্বং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ ॥৫

কর্ম্ম বিভাগ— উৎক্ষেপণং ততোঽপক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণং চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ ॥৬
ভ্রমণং রেচনং স্পন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।
তির্য্যগগমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে ॥৭

সামান্য বিভাগ— সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরং চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তাপরতয়োচ্যতে ॥৮
পরভিন্না তু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে ॥৯
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাদ্ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ।

বিশেষ লক্ষণ— অন্ত্যোনিত্যদ্রব্যবৃত্তি বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১০
ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।

সমবায় লক্ষণ— তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১

অভাব বিভাগ— অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোঽন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ ॥১২
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে।

পদার্থসাধর্ম্ম্য— সপ্তানামপি সাধর্ম্ম্যং 'জ্ঞেয়ত্ব'াদিকমুচ্যতে ॥১৩
দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চ'ভাবা' 'অনেকে' 'সমবায়িনঃ'।
'সত্তাবন্ত'স্ত্রয়স্ত্বাদ্যা গুণাদি 'র্নির্গুণ''ক্রিয়ঃ' ॥১৪
'সামান্যপরিহীনা'স্তু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ।
পারিমণ্ডল্যভিন্নানাং 'করণত্ব'মুদাহৃতম্ ॥১৫

কারণত্ব— অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।
কারণত্বং ভবেৎ তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৬

" কারণত্ব—সমবায়িকারণত্বমথ জ্ঞেয়মপ্যসমবায়িহেতুত্বম্।
এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্ ॥১৭
যৎসমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িকারণং তৎ।
তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ ॥১৮

" অন্যথাসিদ্ধ—যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।
অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎপূর্ব্বভাববিজ্ঞানম্ ॥১৯
জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় এব যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ ॥২০
এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধাঃ দণ্ডত্বাদিকমাদিমম্।
ঘটাদৌ দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয়মপি দর্শিতম্ ॥২১
তৃতীয়ং তু ভবেদ্ ব্যোম কুলালজনকোঽপরঃ।
পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্যাৎ এতেষ্বাবশ্যকস্ত্বসৌ ॥২২

পদার্থসাধর্ম্ম্য— 'সমবায়িকারণত্বং' দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।
গুণকর্ম্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্য'সমবায়িহেতুত্বম্' ॥২৩
অন্যত্রনিত্যদ্রব্যেভ্য 'আশ্রিতত্ব' মিহোচ্যতে।

দ্রব্যসাধর্ম্ম্য— ক্ষিত্যাদীনাং নবানাংতু 'দ্রব্যত্বং' 'গুণযোগিতা' ॥২৪
ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ।
'পরা''পরত্ব''মূর্ত্তত্ব' ক্রিয়া''বেগাশ্রয়া' অমী ॥২৫
কালখাত্মদিশাং 'সর্ব্বগতত্বং' 'পরমং মহৎ'।
ক্ষিত্যাদিপঞ্চ'ভূতানি' চত্বারি 'স্পর্শবন্তি' হি ॥২৬
'দ্রব্যারম্ভ'শ্চতুর্ষু স্যাদথাকাশশরীরিণাম্।
'অব্যাপ্যবৃত্তিঃ' 'ক্ষণিকো' 'বিশেষগুণ' ইষ্যতে ॥২৭
'রূপ'দ্রবত্ব'প্রত্যক্ষযোগিনঃ' প্রথমাস্ত্রয়ঃ।
'গুরুণী' দ্বে 'রসবতী' দ্বয়োঃ 'নৈমিত্তিকো দ্রবঃ' ॥২৮
আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ 'বিশেষগুণযোগিনঃ'।
যদুক্তং যস্য সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যমিতরস্য তৎ ॥২৯

বায়ুগুণ— স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগাখ্যসংস্কারো মরুতোগুণাঃ।
তেজোগুণ— অষ্টৌ স্পর্শাদয়োরূপং দ্রবো বেগশ্চ তেজসি ॥৩০
জলগুণ— স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বং চ দ্রবত্বকম্।
রূপং রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ ॥৩১
ক্ষিতিগুণ— স্নেহহীনা গন্ধযুতাঃ ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।
আত্মগুণ— বুদ্ধ্যাদিষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা ॥৩২
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
কালদিকাকাশ "—সংখ্যাদিপঞ্চকং কালদিশোঃ শব্দশ্চ তে চ খে ॥৩৩
ঈশ্বরগুণ— সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চ বুদ্ধিরিচ্ছাযত্নোঽপি চেশ্বরে।
মনোগুণ— পরত্বাঽপরত্বে সংখ্যাদ্যাঃ পঞ্চ বেগশ্চ মানসে ॥৩৪

ক্ষিতিপরিচয়— তত্র ক্ষিতির্গন্ধহেতুর্নানারূপবতী মতা।
ষড়্বিধস্তু রসস্তত্রগন্ধস্তু দ্বিবিধোমতঃ ।।৩৫
স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়োঽনুষ্ণাশীতপাকজঃ।
নিত্যাঽনিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা ।।৩৬
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী।
সা চ ত্রিধা ভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা ।।৩৭
যোনিজাদি ভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণম্।
বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ ।।৩৮

জলপরিচয়— বর্ণঃ শুক্লঃ রসস্পর্শৌ জলে মধুরশীতলৌ।
স্নেহস্তত্র দ্রবত্বং তু সাংসিদ্ধিকমুদাহৃতম্ ।।৩৯
নিত্যত্বাদি প্রথমবৎ কিন্তু দেহমযোনিজম্।
ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুর্হিমাদি বিষয়ো মতঃ ।।৪০

তেজঃপরিচয়— স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্তু স্যাদ্ রূপং শুক্লভাস্বরম্।
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বং তু নিত্যত্বাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥৪১
ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহ্নিস্বর্ণাদি বিষয়ো মতঃ।

বায়ুপরিচয়— অপাকজোঽনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনো মতঃ ॥৪২
তির্য্যগ্‌গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।
পূর্ব্ববন্নিত্যতাদ্যুক্তং দেহব্যাপি ত্বগিন্দ্রিয়ম্ ॥৪৩
প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ।

আকাশপরিচয়— আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ ॥৪৪
ইন্দ্রিয়ং তু ভবেচ্ছ্রোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ।

কালপরিচয়— জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ ॥৪৫
পরাঽপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ।

দিক্‌পরিচয়— দূরান্তিকাদিধীহেতুরেকা নিত্যা দিগুচ্যতে ॥৪৬
উপাধিভেদাদেকাঽপি প্রাচ্যাদিব্যপদেশভাক্।

আত্মপরিচয়— আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্ত্তৃকম্ ॥৪৭
শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ ॥৪৮
মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ ॥৪৯
প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথিঃ।
অহংকারস্যাশ্রয়োঽয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ ॥৫০

বুদ্ধি পরিচয়— বিভুর্বুদ্ধ্যাদি গুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।

দ্বিবিধ বুদ্ধি— অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদ-নুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা ॥৫১

অনুভূতি ষড়বিধ—প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি স্তথোপমিতি শব্দজে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ— ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্বিধং মতম্ ॥৫২

ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ—ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
রসনা ও কর্ণের " —তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ॥৫৩
চক্ষুর প্রত্যক্ষ— উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্ত্ব সংখ্যে।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বস্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্॥৫৪
ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ং চ তাদৃশম্।
গৃহ্লাতি চক্ষুঃ সংযোগাদালোকভূতরূপয়োঃ॥৫৫
ত্বকের প্রত্যক্ষ— উদ্ভূতস্পর্শবদ্ দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যচক্ষুষোযোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্॥৫৬
দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বচোযোগো মনসা জ্ঞানকারণম্।
মনের প্রত্যক্ষ— মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষৌ মতিঃ কৃতিঃ॥৫৭
নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান—জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে।
প্রত্যক্ষের হেতু—মহত্ত্বং ষড়্বিধে হেতুঃ ইন্দ্রিয়ং করণং মতম্॥৫৮
" করণ, ব্যাপার—বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ॥৫৯
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতানাং শব্দস্য সমবায়তঃ॥৬০
তদ্বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ।
প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ॥৬১
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ।
যদি স্যাদুপলভ্যেতেত্যেবং যত্র প্রসজ্যতে॥৬২
অলৌকিকঃ সং—অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা॥৬৩
সামান্যলক্ষণ সং—আসত্তিরাশ্রয়াণাং তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।
তদিন্দ্রিয়জতদ্ধর্ম্মবোধসামগ্র্যপেক্ষ্যতে॥৬৪
জ্ঞানলক্ষণ সং —বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ।
যোগজ সং— যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ॥৬৫
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।
অনুমান প্রমাণ—ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ॥৬৬
অনুমায়াং, জ্ঞায়মানং লিঙ্গং তু করণং ন হি।
অনাগতাদিলিঙ্গেন ন স্যাদনুমিতিস্তদা॥৬৭
পরামর্শ— ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে।
ব্যাপ্তি— ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ॥৬৮
[ব্যাপ্তিস্তু সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং প্রকীর্ত্তিতম্]॥
অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাঽপ্রতিযোগিনা।
সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে॥৬৯
পক্ষতা— সিষাধয়িষয়া শূন্যা সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।

স পক্ষস্তত্র বৃত্তিত্বজ্ঞানাদনুমিতির্ভবেৎ ॥৭০

হেত্বাভাস— অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্তু পঞ্চধা ॥৭১

" অনৈকান্ত—আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাৎ স্যাদসাধারণকোপরঃ।
তত্রৈবানুপসংহারী ত্রিধাঽনৈকান্তিকোভবেৎ ॥৭২
যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্তু সঃ।
যস্তুভয়স্মাদ্ ব্যাবৃত্তঃ স ত্বসাধারণো মতঃ ॥৭৩
তথৈবানুপসংহারী কেবলান্বয়িপক্ষকঃ।

" বিরুদ্ধ—যঃ সাধ্যবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ ॥৭৪

" অসিদ্ধ—আশ্রয়াসিদ্ধিরাদ্যা স্যাৎ স্বরূপাসিদ্ধিরপাথ।
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা স্যাদসিদ্ধিরত স্ত্রিধা ॥৭৫
পক্ষাসিদ্ধি র্যত্র পক্ষো ভবেন্মনিয়ো গিরিঃ।
হ্রদো দ্রব্যং ধূমবত্বাদত্রাসিদ্ধিরথাপরা ॥৭৬
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা নীলধূমাদিকে ভবেৎ।

" সৎপ্রতিপক্ষ—বিরুদ্ধয়োঃ পরামর্শে হেত্বোঃ সৎপ্রতিপক্ষিতা ॥৭৭

" বাধ—সাধ্যশূন্যো যত্র পক্ষস্তুসৌ বাধ উদাহৃতঃ।
উৎপত্তিকালীনঘটে গন্ধাদি র্যত্র সাধ্যতে ॥৭৮

উপমান প্রমাণ—গ্রামীনস্য প্রথমতঃ পশ্যতো গবয়াদিকম্।

" করণ—সাদৃশ্যধী র্গবাদীনাং যা স্যাৎ সা করণং মতম্ ॥৭৯

" ব্যাপার—বাক্যার্থস্যাতিদেশস্য স্মৃতির্ব্যাপার উচ্যতে।

" ফল— গবয়াদিপদানাং তু শক্তিধীরুপমা ফলম্ ॥৮০

শব্দপ্রমাণ— পদজ্ঞানং তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।

ফল— শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥৮১

লক্ষণা— লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ।

শাব্দবোধহেতু— আসত্তির্যোগ্যতাকাংক্ষাতাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে ॥৮২

আসত্তি— কারণং সন্নিধানং তু পদস্যাসত্তিরুচ্যতে।

যোগ্যতা— পদার্থে তত্র তদ্‌বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা ॥৮৩

আকাংক্ষা— যৎপদেন বিনা যস্যাননুভাবকতা ভবেৎ।

তাৎপর্য্য— আকাংক্ষা বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৮৪

মনঃপরিচয়— সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।
অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে ॥৮৫

গুণসাধর্ম্য— অথ দ্রব্যাশ্রিতা জ্ঞেয়া নির্গুণা নিষ্ক্রিয়া গুণাঃ।

" মূর্ত্তগুণ—রূপং রসঃ স্পর্শগন্ধৌ পরত্বমপরত্বকম্ ॥৮৬
দ্রবো গুরুত্বং স্নেহশ্চ বেগো মূর্ত্তগুণা অমী।

" অমূর্ত্তগুণ—ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ভাবনা চ শব্দো বুদ্ধ্যাদয়োঽপি চ ॥৮৭
এতেঽমূর্ত্তগুণাঃ সর্ব্বে বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

" মূর্ত্তামূর্ত্তগুণ—সংখ্যাদয়ো বিভাগান্তা উভয়েষাং গুণা মতাঃ ॥৮৮
অনেকাশ্রিতগুণ—সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ সংখ্যা দ্বিত্বাদিকা স্তথা।
দ্বিপৃথক্ত্বাদয় স্তদ্বদেতে নৈকাশ্রিতা গুণাঃ ॥৮৯
" একাশ্রিতগুণ—অতঃ শেষা গুণাঃ সর্ব্বে মতা একৈকবৃত্তয়ঃ।
" বিশেষগুণ—বুদ্ধ্যাদিষট্কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ॥৯০
অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ।
" সামান্যগুণ—সংখ্যাদিরপরত্বান্তো দ্রবোঽসাংসিদ্ধিকস্তথা ॥৯১
গুরুত্ববেগৌ সামান্যগুণা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
" দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য—সংখ্যাদিরপরত্বান্তো দ্রবত্বং স্নেহ এব চ ॥৯২
এতে তু দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যা, অথ স্পর্শান্তশব্দকাঃ।
একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ গুরুত্বাদৃষ্টভাবনাঃ ॥৯৩
" অতীন্দ্রিয়—অতীন্দ্রিয়া বিভূনাং তু যে স্যুর্বৈশেষিকা গুণাঃ।
অকারণগুণোৎপন্ন—অকারণগুণোৎপন্না এতে তু পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৯৪
অপাকজাস্তু স্পর্শান্তা দ্রবত্বং চ তথাবিধম্।
স্নেহবেগগুরুত্বৈকপৃথক্ত্বপরিমাণকম্ ॥৯৫
কারণগুণোৎপন্ন—স্থিতিস্থাপক ইত্যেতে স্যুঃ কারণগুণোদ্ভবাঃ।
" কর্ম্মজ—সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈতে তু কর্ম্মজাঃ ॥৯৬
স্পর্শান্তপরিমাণৈকপৃথক্ত্বস্নেহশব্দকে।
" অসমবায়িগুণ—ভবেদসমবায়িত্বমথ বৈশেষিকে গুণে ॥৯৭
" নিমিত্তগুণ—আত্মনঃ স্যান্নিমিত্তত্বমুষ্ণস্পর্শগুরুত্বয়োঃ।
বেগেঽপি চ দ্রবত্বে চ সংযোগাদিদ্বয়ে তথা ॥৯৮
[পরত্বাপরত্বদ্বিত্বাদি দ্বিপৃথক্ত্বাদিকে পুনঃ।]
" প্রাদেশিক—দ্বিধৈব কারণত্বং স্যাদথপ্রাদেশিকো ভবেৎ।
বৈশেষিকো বিভুগুণঃ সংযোগাদিদ্বয়ং তথা ॥৯৯
" রূপলক্ষণ—চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্ রূপং দ্রব্যাদেরুপলম্ভকম্।
চক্ষুষঃ সহকারি স্যাৎ শুক্লাদিকমনেকধা ॥১০০
জলাদিপরমাণৌ তন্নিত্যমন্যৎ সহেতুকম্।
রসলক্ষণ—রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা ॥১০১
সহকারী রসজ্ঞায়া নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ।
গন্ধলক্ষণ—ঘ্রাণগ্রাহ্যো ভবেদ্ গন্ধো ঘ্রাণস্যৈবোপকারকঃ ॥১০২
সৌরভশ্চাসৌরভশ্চ স দ্বেধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স্পর্শলক্ষণ—স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত্বচঃ স্যাদুপকারকঃ ॥১০৩
অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ।
কাঠিন্যাদি ক্ষিতাবেব নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥১০৪
পাকজগুণ—এতেষাং পাকজত্বন্তু ক্ষিতৌ নান্যত্র কুত্রচিৎ।
তত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ পাকো বৈশেষিকে নয়ে ॥১০৫

নৈয়ায়িকানাং তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতে ।
সংখ্যালক্ষণ— গণনাব্যবহারে তু হেতুঃ সংখ্যাভিধীয়তে ॥১০৬
নিত্যেষু নিত্যমেকত্বমনিত্যেঽনিত্যমিষ্যতে ।
দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্দ্ধান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজা মতাঃ ॥১০৭
অনেকাশ্রয়পর্য্যপ্তা এতে তু পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ ॥১০৮
অনেকৈকত্ববুদ্ধি র্যা সাঽপেক্ষাবুদ্ধিরুচ্যতে ।
পরিমাণলক্ষণ— পরিমাণং ভবেন্মানব্যবহারস্য কারণম্ ॥১০৯
অণু দীর্ঘং মহদ্ধ্রস্বমিতি তদ্‌ভেদ ঈরিতঃ ।
অনিত্যে তদনিত্যং স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্ ১১০
সংখ্যাতঃ পরিমাণাচ্চ প্রচয়াদপি জায়তে ।
অনিত্যং দ্ব্যণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতম্ ॥১১১
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে ।
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে ॥১১২
পরিমাণং তূলকাদৌ নাশ স্বাশ্রয়নাশতঃ ।
সংখ্যাবৎ তু পৃথক্ত্বং স্যাৎ পৃথক্ প্রত্যয়কারণম্ ॥১১৩
অন্যোন্যাভাবতো নাঽস্য চরিতার্থত্বমিষ্যতে ।
পৃথক্ত্বলক্ষণ— অস্মাৎ পৃথক্ ইদং নেতি প্রতীতি র্হি বিলক্ষণা ॥১১৪
সংযোগলক্ষণ— অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ ।
কীর্ত্তিতস্ত্রিবিধস্ত্বেষ আদ্যোঽন্যতরকর্ম্মজঃ ॥১১৫
তথোভয়ক্রিয়াজন্যো ভবেৎ সংযোগজোঽপরঃ ।
আদিমঃ শ্যেনশৈলাদিসংযোগঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১১৬
মেষয়োঃ সন্নিপাতো যঃ স দ্বিতীয় উদাহৃতঃ ।
কপালতরুসংযোগাৎ সংযোগস্তরুকুম্ভয়োঃ ॥১১৭
তৃতীয়ং স্যাৎ কর্ম্মজোঽপি দ্বিধৈব পরিকীর্ত্তিতঃ ।
অভিঘাতো নোদনং চ শব্দহেতুরিহাদিমঃ ॥১১৮
বিভাগলক্ষণ— শব্দাহেতুর্দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ বিভাগোঽপি ত্রিধা ভবেৎ ।
এককর্ম্মোদ্ভবস্ত্বাদ্যো দ্বয়কর্ম্মোদ্ভবোঽপরঃ ॥১১৯
বিভাগজস্তৃতীয়ঃ স্যাৎ তৃতীয়োঽপি দ্বিধা ভবেৎ ।
হেতুমাত্রবিভাগখ্যো হেত্বহেতুবিভাগজঃ ॥১২০
পরত্বাপরত্বলক্ষণ—পরত্বং চাপরত্বং চ দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
দৈশিকং কালিকং চাপি মূর্ত্ত এব তু দৈশিকম্ ॥১২১
পরত্বং সূর্য্যসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ ।
অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতম্ ॥১২২
তয়োরসমবায়ী তু দিক্‌সংযোগস্তদাশ্রয়ে ।
দিবাকরপরিস্পন্দভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ ॥১২৩

পরত্বমপরত্বং তু তদীয়াল্পত্ববুদ্ধিতঃ।
অত্র ত্বসমবায়ী স্যাৎ সংযোগঃ কালপিণ্ডয়োঃ ॥১২৪
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশেন নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ।
বুদ্ধিপরিচয়— বুদ্ধেঃ প্রকারঃ প্রাগেব প্রায়শো বিনিরূপিতঃ ॥১২৫
অথাবশিষ্টোঽপ্যপরঃ প্রকারঃ পরিদর্শ্যতে।
দ্বিবিধবুদ্ধি— অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে ॥১২৬
অপ্রমা— তচ্ছূন্যে তন্মতি র্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১২৭
ভ্রম— আদ্যো দেহে যাত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা যা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে ॥১২৮
সংশয়— কিং স্বিন্নরো বা স্থাণুর্ব্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ।
নিশ্চয়— তদভাবাপ্রকারা ধী স্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ ॥১২৯
সংশয়হেতু— স সংশয়ো মতি র্যা স্যাদেকত্রাভাবাভাবয়োঃ।
সাধারণাদিধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্ ॥১৩০
দোষ ও গুণ— দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধো মতঃ ॥১৩১
প্রত্যক্ষে গুণ— প্রত্যক্ষে তু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা সমম্।
অনুমিতিতে গুণ—সন্নিকর্ষো গুণস্তু স্যাদথ ত্বনুমিতৌ পুনঃ ॥১৩২
পক্ষে সাধ্যবিশিষ্টে তু পরামর্শো গুণো ভবেৎ।
শাব্দে গুণ— শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিস্তু ভবেদুপমিতৌ গুণঃ ॥১৩৩
শাব্দবোধে যোগ্যতায়াস্তাৎপর্য্যস্যাথবা প্রমা।
গুণঃ স্যাদ্ ভ্রমভিন্নং তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা ॥১৩৪
প্রমা— অথবা তৎপ্রকারং যজ্জ্ঞানং তদ্বদ্বিশেষ্যকম্।
নির্ব্বিকল্পক— তৎপ্রমা, ন প্রমা নাপিভ্রমঃ স্যান্নির্ব্বিকল্পকম্ ॥১৩৫
প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহি তৎ।
জ্ঞানপ্রামাণ্য— প্রমাত্বং ন স্বতোগ্রাহ্যং সংশয়ানুপপত্তিতঃ ॥১৩৬
ব্যাপ্তিগ্রহ— ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচারগ্রহস্তথা।
তর্ক— হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে তর্কঃ ক্বচিৎ শঙ্কানিবর্ত্তকঃ ॥১৩৭
উপাধি— সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা।
স উপাধি ভবেৎ তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে ॥১৩৮
সর্ব্বে সাধ্যসমানাধিকরণাঃ স্যুরুপাধয়ঃ।
হেতোরেকাশ্রয়ে যেষাং স্বসাধ্যব্যভিচারিতা ॥১৩৯
ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেস্তু প্রয়োজনম্।
শব্দের প্রামাণ্য—শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥১৪০
অনুমানগতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতম্।
তন্ন সম্যক্ বিনা ব্যাপ্তিবোধং শব্দাদিবোধতঃ ॥১৪১

অনুমান ত্রৈবিধ্য— ত্রৈবিধ্যমনুমানস্ত কেবলান্বয়িভেদতঃ।
দ্বিবিধ ব্যাপ্তি— দ্বৈবিধ্যং তু ভবেদ্ ব্যাপ্তেরন্বয়ব্যতিরেকতঃ॥১৪২
অন্বয় ব্যাপ্তি— অন্বয়ব্যাপ্তিরুক্তৈব ব্যতিরেকাদথোচ্যতে।
ব্যতিরেকব্যাপ্তি— সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্ত যদ্ ভবেৎ॥১৪৩
অর্থাপত্তি— অর্থাপত্তেস্তু নৈবেহপ্রমাণান্তরতেষ্যতে।
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবুদ্ধ্যা চরিতার্থা হি সা যতঃ॥১৪৪
সুখ লক্ষণ— সুখং তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।
দুঃখ লক্ষণ— অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাম্॥১৪৫
নির্দুঃখত্বে সুখে চেচ্ছা তজ্জ্ঞানাদেব জায়তে।
ইচ্ছা লক্ষণ— ইচ্ছা তু তদুপায়ে স্যাদিষ্টোপায়ত্বধীর্যদি॥১৪৬
চিকীর্ষাকৃতিসাধ্যত্বপ্রকারেচ্ছা চ যা ভবেৎ।
তদ্ধেতুঃ কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতির্ভবেৎ॥১৪৭
বলবদ্দ্বিষ্টহেতুত্বমতিঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধিকা।
তদহেতুত্ববুদ্ধেস্তু হেতুত্বং কস্যচিন্মতে॥১৪৮
দ্বেষ লক্ষণ— দ্বিষ্টসাধনতাবুদ্ধির্ভবেদ্ দ্বেষস্য কারণম্।
প্রযত্ন লক্ষণ— প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্॥১৪৯
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্।
চিকীর্ষাকৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা॥১৫০
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ।
নিবৃত্তিস্তু ভবেদ্ দ্বেষাদ্ দ্বিষ্টসাধনতাধিয়ঃ॥১৫১
যত্নো জীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।
শরীরে প্রাণসঞ্চারে কারণং স প্রকীর্ত্তিতঃ॥১৫২
গুরুত্ব লক্ষণ— অতীন্দ্রিয়ং গুরুত্বং স্যাৎ পৃথিব্যাদিদ্বয়ে তু তৎ।
অনিত্যে তদনিত্যং স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্॥১৫৩
তদেবাসমবায়ি স্যাৎ পতনাখ্যে তু কর্ম্মণি।
দ্রবত্ব লক্ষণ— সাংসিদ্ধিকং দ্রবত্বং স্যান্নৈমিত্তিকমথাপরম্॥১৫৪
সাংসিদ্ধিকং তু সলিলে দ্বিতীয়ং ক্ষিতিতেজসোঃ।
পরমাণৌ জলে নিত্যমন্যত্রানিত্যমুচ্যতে॥১৫৫
নৈমিত্তিকং বহ্নিযোগাৎ তপনীয়ঘৃতাদিষু।
দ্রবত্বং স্যন্দনে হেতু র্নিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ॥১৫৬
স্নেহ লক্ষণ— স্নেহো জলে স নিত্যোঽণাবনিত্যোঽবয়বিন্যসৌ।
তৈলান্তরে তৎপ্রকর্ষাদ্ দহনস্যানুকূলতা॥১৫৭
সংস্কার লক্ষণ— সাংস্কারভেদো বেগোঽথ স্থিতিস্থাপকভাবনে।
মূর্ত্তমাত্রে তু বেগঃ স্যাৎ কর্ম্মজো বেগজঃ কচিৎ॥১৫৮
স্থিতিস্থাপকসংস্কারঃ ক্ষিতৌ কেচিৎ চতুর্ষ্বপি।
অতীন্দ্রিয়োঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ কচিৎ স্পন্দনেপি কারণম্॥১৫৯

ভাবনাখ্যস্তু সংস্কারো জীববৃত্তিরতীন্দ্রিয়ঃ।
উপেক্ষানাত্মকস্তস্য নিশ্চয়ঃ কারণং ভবেৎ ॥১৬০
স্মরণে প্রত্যভিজ্ঞায়ামপ্যসৌ হেতুরুচ্যতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ— ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্ ॥১৬১
গঙ্গাস্নানাদিযাগাদিব্যাপারঃ স তু কীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মনাশাজলস্পর্শাদিনা নাশ্যস্ত্বসৌ মতঃ ॥১৬২
অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিনাশ্যোঽসৌ জীববৃত্তী ত্বিমৌ গুণৌ ॥১৬৩
ইমৌ তু বাসনাজন্যৌ জ্ঞানাদপি বিনশ্যতঃ।
শব্দ লক্ষণ— শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ ॥১৬৪
কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়োঃ মতাঃ।
সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে ॥১৬৫
বীচীতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বকোরকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে ॥১৬৬
উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা।
সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে ॥১৬৭
তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাৎ।
তস্মাদনিত্যা এবেতি বর্ণাঃ সর্ব্বে মতং হি নঃ ॥১৬৮

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-বিদ্যানিবাস-ভট্টাচার্য্য-পুত্র
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

নির্ঘণ্ট।

অ

অজহৎস্বার্থলক্ষণা ১০৩
অণু ২৯
অতিব্যাপ্তি ১৪,
অত্যন্তাভাব ৮, ১২৬,
অধর্ম্ম ৫, ১১৭,
অনিত্যগুণ ২৭, ২৮
অনুপসংহারী ৭৭, ৮১
অনুমান ৩৮, ৫৬, ৬২, ৬৬, ৭২,
অনুমিতি ৩৮, ৫৬, ৭৫.
অনুভব ৩৫, ৩৭,
অনুযোগিতা ১২৭
অনুযোগী ৯,
অনুষ্ণাশীত ২৭,
অনৈককান্তিক ৭৭ ৭৮
অন্তরিন্দ্রিয় ২৩,
অন্যোন্যাভাব ৮, ১২৭
অন্বয়বোধ ১০২
অন্বয়ব্যতিরেকী ৬৭, ৬৮
অন্বয়ব্যাপ্তি ৬৮,
অন্বয়ী অনুমান ৭২,
অপ্ ৪,
অপক্ষেপণ ৬, ১১২
অপরত্ব ৫, ৬
অপান ১৮
অপ্রমা অযথার্থজ্ঞান।
অভাব ১, ২, ৮
অভিধান ১০৯
অম্ল ২৬
অযথার্থজ্ঞান ৩৬, ৩৮, ১১১, ১১৩
অযুতসিদ্ধ ১২৪
অলৌকিকসন্নিকর্ষ ৫৩
অবচ্ছিন্ন ১২৬
অবচ্ছেদক ১২৬
অব্যাপ্তি ১৪,
অসমবায়িকারণ ৩৩, ৪১
অসম্ভব ১৪,
অসাধারণ ৭৯, ৭৭, ৭৯
অসাধারণকারণ ৪৪
অসিদ্ধ ৭৭, ৮৪

আ

আকাংক্ষা ১০৪
আকাশ ৪
আকুঞ্চন ৬, ১২২
আত্মজ্ঞান ২২
আত্মা ৪, ২১, ১১৭
আত্মার বিশেষগুণ ১১৭
আদিত্যলোক ১৬
আপ্ত ১০১, ১০৭
আপ্তবাক্য ১০৯
আশ্রয়াসিদ্ধ ৮৪

ই

ইচ্ছা ৫, ১১৫, ১১৭
ইন্দ্রিয় ১২, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ৫৩

ঈ

ঈশ্বর ২১, ২২, ১০৭, ১১৭, ১১৮

উ

উৎক্ষেপণ ৬, ১২২
উদান ১৮
উদাহরণ ৬৫, ৭২
উদ্দেশ ১০
উদ্বোধক ৩৬
উপনয় ৬৫, ৭২

উপমান ৩৮, ৯৭-৯৯, ১০৯
উপমিতি ৩৮, ৯৯,
উপাধি ২০, ২১, ৮৮, ৯০
উপাসনা ১১৮
উষ্ণ ২৭

ঊ

ঊর্দ্ধজ্বলন ১১২

এ

একত্ব ২৮

ক

কটু ১২০
কটু ২৬
কপিশ ২৫
করণ ৩৯, ৪৪, ৬৬
কর্ম্ম ১, ৬, ১২২
কষায় ২৬
কাম ১১৫
কারণ ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪
কার্য্য ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ৪০
কাল ৪, ২০
কৃতি—প্রযত্ন
কেবলব্যতিরেকী ৬৭, ৭১
কেবলান্বয়ী ৬০, ৬৭, ৬৯
ক্রোধ ১১৫
ক্ষিতি—পৃথিবী।

খ

খণ্ডকাল—কাল।

গ

গন্ধ ৬, ২৬
গমন ৬, ১২২
গুণ ১,
গুরুত্ব ৫, ৩৩
গৌণীবৃত্তি ১০৩

ঘ

ঘ্রাণ ১২

চ

চক্ষু ১৬
চিত্ররূপ ২৫

জ

জহৎস্বার্থলক্ষণা ১০৩
জহদজহৎস্বার্থলক্ষণা ১০৩
জাতি—সামান্য
জীবাত্মা—আত্মা
জ্ঞান—বুদ্ধি
জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ ৫৩

ত

তর্ক ১১২
তর্কসংগ্রহ ১, ২
তাৎপর্য্যজ্ঞান ১০৪
তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ১২৭
তিক্ত ২৬,
তির্য্যগ্‌গমন ১২২
তেজঃ ৪,
ত্বক্ ১৮, ২৭

দ

দিক্ ৪, ২০
দীর্ঘ ২৯
দুঃখ ৫, ১১৫, ১১৭
দৃষ্টান্ত ৬৫, ৭৩
দ্রবত্ব ৫, ৩৩
দ্রব্য ১, ২
দ্বিত্ব ২৮
দ্বেষ ৫, ১১৭

ধ

ধর্ম্ম ৫, ১১৬, ১১৭
ধ্বন্যাত্মকশব্দ ৩৫

ন

নিগমন ৬৫, ৭২
নিগ্রহস্থান ৯৫
নিত্যগুণ ২৭
নিত্যদ্রব্য ৭, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ১১৮
নিত্যানিত্যজ্ঞান ১৪, ১৬, ১৭, ১৮
নিমিত্তকারণ ৪১,
নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান ৪৭, ৪৭
নীল ২৫
নৈমিত্তিক ৩৩
ন্যায়শাস্ত্র ৩, ১০
ন্যায়াবয়ব ৬৫

প

পক্ষ ৫৬, ৭৪
পক্ষতা ৭৪
পক্ষধর্ম্মতা ৬১
পদ ১০২
পদার্থ ১, ১২৮
পরত্ব ৫, ৬
পরমাণু ১২, ১৪-১৭, ২২, ২৯
পরমাত্মা—ঈশ্বর।
পরসামান্য ৭
পরাপরসামান্য ৭
পরামর্শ ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬৬
পরার্থানুমান ৬২, ৬৪, ৭৩
পরার্দ্ধ ২৮
পরিমাণ ৫, ২৯
পরীক্ষা ১০
পাকজ ২৫, ২৭
পীত ২৫
পৃথক্‌ত্ব ৫, ৩০
পৃথিবী ৪
প্রতিজ্ঞা ৬৫, ৭১
প্রতিযোগিতা ১২৭
প্রতিযোগী ৯
প্রত্যক্ষ ৩৮, ৪৬, ৫৩, ৫৪
প্রত্যভিজ্ঞা ৩৬
প্রধ্বংস ৮, ১২৫
প্রমা—যথার্থজ্ঞান।
প্রমাণ ৫৩
প্রযত্ন ৫, ১১৬, ১১৭
প্রসারণ ৬, ১২২
প্রাগভাব ৮, ১২৫
প্রাণ ১৮

ব

বুদ্ধি বা জ্ঞান ৫, ২২, ৩৫, ৪৬, ১১৭

ভ

ভাগাসিদ্ধ ৮৬
ভাবনা ১১৮, ১১৯
ভাষা ১০৭
ভাস্বর ২৫
ভ্রম—অযথার্থজ্ঞান।
ভ্রমণ ১২২

ম

মধুর ২৬
মনঃ ৪, ২২
মহৎ ২৯
মহাকাল—কাল
মুক্তি,মোক্ষ ৩, ১৪, ২৭, ১১৮

য

যথার্থজ্ঞান বা প্রমা ৩৬, ৩৭, ১১৩
যত্ন—প্রযত্ন।
যোগজসন্নিকর্ষ ৫৩
যোগ্যতা ১০৪, ১০৫

র

রক্ত ২৫
রস ৪, ২৬
রসনা ১৫

রূপ ৫, ২৫
রেচন ১২২

ল

লক্ষণ ১০, ১৩, ১৪, ৫৯
লক্ষণপরিচ্ছেদ ১২
লক্ষণা ১০২, ১০৩, ১০৯
লক্ষিতলক্ষণা ১০৩
লবণ ২৬
লিঙ্গ ৬৭
লিঙ্গপরামর্শ ৬৬, ৬৭

ব

বরুণলোক ১৫
বর্ণাত্মকশব্দ ৩৫
বহিরিন্দ্রিয় ২৩
বাক্য ১০১
বাক্যশেষ ১০৯
বাক্যার্থজ্ঞানহেতু ১০৪
বাক্যার্থজ্ঞানের ক্রম ১০৯
বাধ বা বাধিত ৭৭, ৯৩
বায়ু ৪
বায়ুলোক ১৮
বিপক্ষ ৭৪
বিপর্য্যয় — ভ্রম
বিভাগ ৫, ৩১
বিভু ১৯, ২০, ২১, ১১৮
বিরুদ্ধ ৭৭, ৮২
বিবরণ ১০৯
বিশেষ ১, ৭, ১২৩
বিশেষগুণ ২৩, ১১৭
বিশেষণবিশেষ্যভাব ৪৮, ৫২
বিশেষণাসিদ্ধ ৮৬
বিশেষ্যাসিদ্ধ ৮৬
বিষয় ১২, ১৫, ১৬, ১৭
বৃত্তি ১০৩
বেগ ৩৩, ১১৮, ১১৯
বেদ ১০১, ১০৭
ব্যতিরেকী অনুমান ৭২
ব্যতিরেকীব্যাপ্তি ৬৮
ব্যর্থবিশেষণ ৯২
ব্যবহার ১০৯
ব্যাকরণ ১০৯
ব্যান ১৮
ব্যাপার ৪৮, ৫৩, ৬১, ৬৭, ৯৮, ১০৮,
ব্যাপ্তি ৫৭, ৫৮, ৬৮
ব্যাপ্যত্বাশিদ্ধ ৮৪, ৮৮, ৯১

শ

শক্তি ১০২
শক্য ১০৩
শরীর ১২, ১৫, ১৬, ১৮
শব্দ ৫, ৩৫, ৩৬, ৩৮ ১০১
শাব্দজ্ঞান ৩৮, ১০৮
শাব্দবোধের কারণ ১০৯
শীত ২৭
শুক্ল ২৫
শুদ্ধাসিদ্ধ ৮৬

স

সত্তা ১২৩
সৎপ্রতিপক্ষ ৭৭, ৮৩
সন্নিকর্ষ ৪৮, ৫২
সন্নিধি ১০৪, ১০৫
সপক্ষ ৭৩
সমবায় ১, ২, ৮, ৪৮, ৫১, ৫২, ১২৪
সমবায়িকারণ ৪১
সমবেতসমবায় ৪৮, ৫১, ৫২
সমানবায়ু ১৮
সর্ব্বজ্ঞ ২১, ১১৮
সবিকল্পকজ্ঞান ৪৬, ৪৭
সব্যভিচার ৭৭
সংখ্যা ৫, ২৮
সংযুক্তসবায় ৪৮, ৫০, ৫২

সংযুক্তসমবেতসমবায় ৪৮, ৫০, ৫২
সংযোগ ৫, ৩০, ৪৮, ৪৯
সংশয় ১১১
সংসর্গাভাব ৯
সংস্কার ৫, ৩৬, ১১৮, ১১৯
সাংসিদ্ধিক ৩৩
সাধনাপ্রসিদ্ধি ৯১
সাধনাব্যাপকত্ব ৮৯
সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য ৩
সাধারণকারণ ৪৪
সাধারণসব্যভিচার ৭৭, ৭৮
সাধ্য ৫৬
সাধ্যব্যাপকত্ব ৮৯
সাধ্যাপ্রসিদ্ধি ৯১
সামান্যগুণ ২৩, ১১৭
সামান্য বা জাতি ১, ২, ৬, ১২৩
সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ ৫৩
সাহচর্য্যনিয়ম—ব্যাপ্তি।
সুখ ৫, ১১৪, ১১৭
সুরভি ২৬
সুবর্ণ ১৬
সূর্য্যালোক ১৬
সোপাধিকহেতু ৮৮, ৯১
স্থিতিস্থাপক ১১৮, ১২০
স্নেহ ৫, ৩৪
স্মৃতি ৩৫, ৩৬, ১১৩
স্পর্শ ৫, ২৭
স্পন্দন ১২২
স্বরূপসম্বন্ধ ৪৮, ৫২
স্বরূপাসিদ্ধি ৮৪, ৮৬
স্বার্থানুমান ৬২, ৬৩, ৭৩

হ

হরিত ২৫
হেতু ৫৬, ৬৫, ৭২
হেত্বাভাস ৭৭-৯৫
হ্রাস ২৯